বিদ্রোহী নায়ক

নাটক

: প্রথম অভিনয় :

—: ষ্টার থিয়েটার :-

বৈশাখ ১৩৬০, এপ্রিল ১৯৫৩

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ বিধান সরণী • কলিকাতা - ৬

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৫

শক্তিমান নট

শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমপ্রীতিভাজনেষু—

ভাই অজিত,

দর্শক এবং সমালোচকেরা বলেছেন, শ্রীনাথ দাসের চরিত্রটিকে তুমি যেভাবে চিত্রিত করেছ, সেটি নাকি তোমার শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি! কিন্তু আমি জানি, ও-টি তোমার চরিত্রেরই অনুরূপ। বাইরেটা তোমার রুক্ষ-তপ্ত বালুতে ঢাকা থাকলেও, ভেতরটা যে তোমার অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত স্নেহ-শীতল, তা আমি জানি। সুদীর্ঘকাল রঙ্গভূমির সেবায় দু'জনে একসঙ্গে কাটালাম। তাই, সেই স্মৃতি-মধুর দিনগুলির কথা স্মরণ করে, "বিদ্রোহী-নায়ক"কে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম। ইতি—

প্রীতিবদ্ধ

দেবনারায়ণ গুপ্ত

এই নাটক প্রসঙ্গে

বর্তমান বছরটি, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের গৌরবময় বছর। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ চলেছে—এই বছরে। তাই, রঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগের এক বিস্মৃতপ্রায় নাট্যকারের কাহিনীকে নিয়ে, এই নাটক রচনা করার প্রয়াস পাই। ইংরেজের শাসনকালে তার দমননীতি কি চরম পর্য্যায়ে পৌছেছিল, তা এই নাটকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও, বহুদিন 'নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন' বলবৎ ছিল। কিন্তু সেদিন ইংরেজ সরকার কি কারণে এই আইন জারী করেছিলেন, তা অনেকেরই জানা নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক চিত্র, এই নাটকে যথাসম্ভব চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি। গ্ল্যামারের যুগে, সেই নিরীখে বিচার করতে হবে এই নাটককে।

ষ্টার থিয়েটারের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী, শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীযুক্ত রঞ্জিতমল কাংকারিয়া এ নাটক মঞ্চস্থ করে একদিকে যেমন দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি সর্ব্বাধিক প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যশালা ষ্টার থিয়েটারের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। নাট্যশালা পরিচালনার ব্যাপারে এ দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন। "বিদ্রোহী নায়ক" মঞ্চস্থ করার জন্য তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

উপেন দাসের চরিত্রকে নিয়ে কেন আমি নাটক রচনা করলাম, এ সম্পর্কে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন। তাঁদের সেই প্রশ্নের উত্তরে জানাই, গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য যে কারণে মানুষকে আকৃষ্ট

করে, উপেন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রতি আমার আকর্ষণও ঠিক সেই কারণে। গোলাপের ডাল যেমন কাঁটায় ভর্ত্তি থাকে, উপেন্দ্রনাথের চরিত্রও তেমনি বহু দোষ-দুষ্ট কাঁটায় ভর্ত্তি ছিল। কিন্তু অন্যদিকে তাঁর স্বদেশ-চেতনা, সমাজ-সংস্কারের অদম্য বাসনা এবং সর্ব্বোপরি তাঁর দুর্জ্জয় সাহস ও মনোবল যা সর্ব্বকালের যুব-সমাজের কাছে আদর্শ স্থানীয় বলে, আমি মনে করি।

উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিত যুব-সমাজের যে অংশ সে যুগে রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই যুব-সমাজের অন্যতম নেতৃ-স্থানীয় এবং নাট্যকাররূপে তাঁর আবির্ভাব গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালেরও পূর্ব্বে।

শিবনাথ শাস্ত্রী ও উপেন্দ্রনাথ ছিলেন পরম বন্ধু। এবং উভয়েই ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র ও বিশেষ স্নেহের পাত্র। আর উপেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

শ্রীনাথ দাস একসময়ে সংস্কৃত কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পরে ওকালতী পাশ করে, আইন ব্যবসায়ে প্রচুর বিত্তসম্পদের অধিকারী হন। শ্রীনাথের নয়টি পুত্র সন্তানের মধ্যে, চারজন অকালে পরলোকগমন করেন। জীবিত পুত্রদের মধ্যে সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও কৃতী হয়ে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করে সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পিতার অর্থ-সম্পদের প্রতি তাঁর কোন মোহ বা মমত্ব ছিল না। পিতার রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতি বরাবরই তিনি বিরূপ ছিলেন। পরে তা এমন চরম অবস্থায় পৌছায় যে, তিনি গৃহ-সংসার ছেড়ে চলে আসেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শ্রীনাথের সঙ্গে কেবলমাত্র

উপেন্দ্রনাথেরই যে মতবিরোধ হয়েছিল তা নয়, তাঁর পারিবারিক ঘটনা থেকে জানা যায়, তাঁর উচ্চশিক্ষিত পুত্রদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁর মত-পার্থক্য ছিল। ফলে, তিনি তাঁর সর্ব্বকনিষ্ঠপুত্র রাজেন্দ্রনাথকে (অভিনয়-শিল্পী সুখেন দাসের পিতামহ) ইংরাজী শিক্ষার সুযোগদান করেননি। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েত করে যান সর্ব্বকনিষ্ঠপুত্র রাজেন্দ্রনাথকে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও শ্রীনাথের পিতৃ-হৃদয়ে স্নেহের অভাব ছিল না। শ্রীনাথ দাস এষ্টেটের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তা তাঁর পৌত্র এটর্নী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস বলেন, শেষ পর্য্যন্ত অসুস্থ উপেন্দ্রনাথকে শ্রীনাথ বাড়ীতে নিয়ে এসে, চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলেন এবং বিলেতে পাঠিয়ে দেন। বিলেত যাওয়ার জাহাজ-ভাড়া দু'হাজার টাকা এবং সেখানে থাকার খরচও তিনি নিয়মিত দিয়ে এসেছেন। আমাদের নাটক যেখানে শেষ হয়েছে, এ অবশ্য তার পরের ঘটনা। উপেন্দ্রনাথ বিলেতে সুদীর্ঘ এগারো বছরকাল ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথের জন্ম বাং ১২৫৫, মৃত্যু বাং ২২শে শ্রাবণ, ১৩০২ সাল। মাত্র ৪৭ বৎসরকাল উপেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন। শ্রীনাথের জীবদ্দশায় উপেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। উপেন্দ্রনাথের প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বিজয় ও বসন্ত নামে দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং অকালেই তাদের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী সৌরভিনীও উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে পরলোকগমন করেন। বলা যেতে পারে, অবাধ্য পুত্র উপেন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ পিতার কোলেই সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর জনৈক বন্ধু ১৩০৭ সালের 'পূর্ণিমা' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় 'বন্ধুকৃত্য' নামক প্রবন্ধে লেখেন—"সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" ও "শরৎ-সরোজিনী" প্রণেতা বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত

উপেক্ষণীয় স্থান অধিকার করেন নাই। উপেন্দ্রনাথ দাস সমাজে বা নিজ-গৃহে যাহাই হোন না কেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভীষ্ম-দ্রোণ না হউন, অন্ত একজন মহারথী স্থানীয় বটেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় যেটুকু মন্দ আছে, উপেন্দ্রনাথ তাহা পুরাপুরি পাইয়াছিলেন। সভ্যতার উজ্জ্বল আবরণের ভিতর এমন একটা অন্ধকারময় অংশ তাঁহার ছিল, যাহা বাহিরে বাহির করিবার একেবারেই যোগ্য নহে। উপেন্দ্রনাথের প্রতিভা স্ফূরিত হইতে পায় নাই। যে প্রতিভায় "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" রচিত হইয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রতিভা তাঁহাতে সমান ছিল। চিত্তের অব্যবস্থিততা উপেন্দ্রনাথের পতনের একটি কারণ। আজ খবরের কাগজ, কাল থিয়েটার লইয়া সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সবুর কথাটা তাঁহার অভিধানে ছিল না……"। সম্ভবতঃ এই সকল কারণেই পরবর্ত্তী-কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে থাকবেন।

উপেন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকাল পরে, বিলেত থেকে ফিরে এসে পুনরায় ১৮৮৮ সালে রঙ্গমঞ্চের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ৩৮নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের বীণা থিয়েটার, নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের কাছে লীজ নিয়ে, নিউ ন্যাশনাল নামে থিয়েটার খোলেন। ১৮৮৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর, "Brother Bill and I" নামে ইংরাজী নাটকের ভাবালম্বনে "দাদা ও আমি" মঞ্চস্থ করেন। ইতিপূর্ব্বে নাট্যকার ও পরিচালকরূপে উপেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের সেবা করে এসেছেন। "দাদা ও আমি" নাটকে ধীরেন অর্থাৎ দাদার ভূমিকায় তিনি সর্ব্বপ্রথম অভিনেতা রূপেও আত্ম-প্রকাশ করেন।

আলোচ্য নাটকে সুরেন্দ্রনাথের মুখে গান দেওয়া হয়েছে, নিতান্ত নাটকীয় প্রয়োজনে। সুরেন্দ্রনাথ এটর্নী হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস মহাশয় বলেন, সুরেন্দ্রনাথ গান গাইতে

পারতেন না। এক সময়ে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। ইংরাজ সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে তিনি কমিশনারের পদ ত্যাগ করেন।

এই নাটকের এক জায়গায় "বন্দেমাতরম্" শব্দটিকে শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' রচনার কাল ১৮৮২। আর এই নাটকের ঘটনা কাল ১৮৭৫—১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত। অনেকে বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠ" রচনার পূর্ব্বে ১৮৭৫ সাল নাগাদ "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটি পৃথকভাবে রচনা করেন। পরে উহা "আনন্দমঠ" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু আমি এ বিতর্কমূলক ঐতিহাসিক আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে, শুধু অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্বীকার করছি যে, পবিত্র "বন্দেমাতরম্" শব্দটিকে নাটকের প্রয়োজনে আমি ব্যবহার করেছি। এবং আমি মনে করি, আজকের দর্শক-চিত্তকে আলোড়িত করতে, এরচেয়ে উপযুক্ত-শ্লোগান আর কিছু দেওয়া যেত না।

এই নাটক রচনার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও সে-যুগের বহু পত্র-পত্রিকার সাহায্য আমায় নিতে হয়েছে। তাছাড়া শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস মহাশয় আমাকে তাঁদের অনেক পারিবারিক তথ্য ও দলিলদস্তাবেজ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। শ্রীযুক্ত সনৎ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত ('রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' প্রণেতা), প্যারাডাইস এড্ভারটাইজিং এজেন্সীর শ্রীমান্ অনিল সেনগুপ্ত ও শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নাটক রচনার কাজে আমার দুইবাহু অর্থাৎ শ্রীসুবল দত্ত ও শ্রীস্বপন সেনের কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করি।

পরিশেষে এই নাটকের প্রযোজক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক মহাশয়ের কথা উল্লেখ না করলে, এ ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নাটকটি শুনে তিনি শুধু অভিভূত হননি, "বিদ্রোহী নায়ক"-কে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় অভিসিক্ত করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। ইতি— ১৫ই জুন '৭৩।

বিনীত

দেবনারায়ণ গুপ্ত

ষ্টার থিয়েটার
কলিকাতা-৬

Before Mr. Justice Phear and Mr. Justice Markby

THE QUEEN V. UPENDRANATH DOSS AND ANOTHER

Dated.............................1876

March, 9, 16 and 20

Act X of 1875 (High Court's Criminal Procedure Act), s. 147—Case transferred to High Court—Notice to Prosecutor—Penal Code, ss. 292 and 294—Specific charge—Procedure on Transfer to High Court.

In an application for the transfer of a case under s. 147, Act X of 1875 in which the prisoner has been convicted and is undergoing imprisonment, it is in the discretion of the Court to order, for sufficient prima facie cause shown, that the case be removed, without notice to the Crown.

Semble.—A charge under ss. 292 and 294 of the Penal Code should be made specific in regard to the representations and words alleged to have been exhibited and uttered, and to be obscene; and the Magistrate, in convicting, should in his decision state distinctly what were the particular representations and words which he adjudged to be obscene within the meaning of those sections. Where no such specific decision has been given, the High Court, when the case has been transferred under s. 147, Act X of 1875, may either try the case de novo, or dismiss it on the ground

that the Magistrate has come to no finding on which the conviction can be sustained.

The prisoners had been charged with offences under ss. 292 and 294 of the Penal Code, and had been on conviction sentenced by the Magistrate for the Northern Division of Calcutta to one month's simple imprisonment. On their application to the High Court, Phear J., made an ex parte order under s. 147 of Act X of 1875, removing the case to the High Court, and allowed the release of the prisoners on bail under s. 148. The case now came on for hearing.

Mr. Branson, Mr. M. Ghose, and Mr. Palit appeared for the prisoners.

The Standing Counsel (Mr. Kennedy) for the Crown.

Mr. Branson contended that the conviction could not be sustained, first, on account of the vagueness of the charge, in as much as it did not specify the nature of the crime charged ; secondly, that the prisoners had committed no offence under ss. 292 and 294 ; and thirdly, that the evidence did not justify the conviction. He also contended that the Magistrate had no power to dispose of the case......summarily.

The Standing Counsel raised an objection to the order made removing the case to the High Court, in as much as no notice thereof had been given to the Crown. The Court offered to adjourn the case if the Crown required time to enable them to proceed with it, but the Standing Counsel said he thought an adjournment was unnecessary. He then contended that the

Magistrate had power to try, and dispose of, the case summarily, and that on the evidence the conviction ought to be upheld. After hearing Mr. Branson in reply, the Court took time to consider its judgment, which, on a subsequent day, was delivered by—

PHEAR. J.—This case now comes before us by reason of its having been removed to this Court from the Court of the Magistrate of Calcutta, Northern Division, by an order made under s. 147 of the High Court Criminal Procedure Act.

The learned Standing Counsel, on behalf of the Crown. objected that the order had been irregularly made, because the Crown was not served with notice of the application for it, and was not given an opportunity of being heard upon that application. We are of opinion, however, that when, as in the present case, a conviction has been arrived at by the Magistrate, and the petitioner is actually suffering imprisonment thereunder, it is within the discretion of this Court to order for sufficient prima facie cause shown, on the application of the prisoner, that the case be removed, without notice to the Crown. We intimated our readiness to give time to the Standing Counsel, if he required it, for the purpose of this hearing, but he said he was quite prepared to go on with the case without delay.

The charge preferred against the petitioners and some other person, upon which they were tried by the Magistrate, appears in the Court-book, which the Magistrate has sent up to us, in the following words :-

"Defendants are charged with having, on 1st. March, at Beadon Street in Calcutta, exhibited to public view certain obscene representations. Defendants are further charged with having at the time and place aforesaid uttered or recited certain obscene words to the annoyance of others : ss. 292 and 294 of the Penal Code ;" and the original order for conviction made and signed by the Magistrate after hearing the evidence given on both sides appears to have been as follows :—"Defendants (2) and (3) Upendranath Doss and Omritolall Bose" (the two petitioners to this Court) "are found guilty under ss. 292 and 294 of the Penal Code, and sentenced to suffer imprisonment for one month."

The scope of each of the two sections, 292 and 294, of the Penal Code is wide ; and it is much to be regretted that the charge against the prisoners was not made specific in regard to the representations and words alleged to have been exhibited and uttered, and to be obscene, before at least the accused persons were called upon to answer it. And it was certainly very important, both in the interest of the accused persons, and of the public, that the Magistrate, in his decision of the matter, should have stated distinctly what were the particular representations and words which he found in the evidence the convicted persons had exhibited and uttered, and which he adjudged to be obscene within the meaning of these sections.

Had the case remained as the Magistrate's book represents it, we should have been reduced to the alter-

native of either practically trying the case de novo or of dismissing it, upon the ground that the Magistrate had come to no finding upon which his conviction could be sustained. Fortunately, however, since the conviction has been impeached by the making of the application for the removal of the case of this Court, the Magistrate has formally drawn up his specific findings of fact, and his order thereon, and we may now safely assume that this document discloses all that in the opinion of the Magistrate is established by the evidence against the petitioners within the scope of ss. 292 and 294 of the Penal Code. (After going through the specific findings of the Magistrate his Lordship found that the evidence was not sufficient to justify the findings of fact arrived at by the Magistrate, and that the words and passages were not obscene within the meaning of ss. 292 and 294, and continued :) It thus appears to us that the grounds upon which the Magistrate has placed his conviction in this case fail : and we can discover in the evidence no other ground upon which it could legally be supported. It follows that the conviction must be quashed, the sentence set aside, and the petitioners released from the obligation of their recognizances.

Conviction quashed.

Attorney for the Crown : The Government Solicitor, Mr. Sanderson

Attorney for the defendants : Baboo G. C. Chunder.*

"সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকের মামলা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রায়।

—চরিত্র-পরিচিতি—

পুরুষ

শ্রীনাথ দাস	কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল।
উপেন্দ্রনাথ	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র। র‍্যাডিক্যাল লীগের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যকার ও পরিচালক।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ	ঐ মধ্যম পুত্র, "সময়" পত্রিকার সম্পাদক।
সুরেন্দ্রনাথ	ঐ তৃতীয় পুত্র।
দেবেন্দ্রনাথ	ঐ চতুর্থ পুত্র।
বিদ্যাসাগর	শ্রীনাথের বন্ধু, সুপণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারক।
শিবনাথ (পরে শাস্ত্রী)	উপেন্দ্রনাথের সহকর্মী ও বন্ধু।
শিশিরকুমার ঘোষ (পরে মহাত্মা)	'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক ও উপেন্দ্রনাথের বন্ধু।
পাণ্ডব	শ্রীনাথ দাসের গৃহ-ভৃত্য।
ভুবন নিয়োগী	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী।
অমৃতলাল বসু	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে ম্যাক্রেণ্ডিল।
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)	ঐ অভিনেতা।
মতিলাল সুর	ঐ ঐ।
রামতারণ সান্যাল	ঐ সঙ্গীত পরিচালক ও "সতী কি কলঙ্কিনী" নাটকে আয়ান ঘোষ।
গোষ্ঠবিহারী দত্ত	ঐ অভিনেতা।
মহেন্দ্র	ঐ অভিনেতা ও "সতী কি কলঙ্কিনী" নাটকে প্রতিবেশী।

দত্তবাবু	গোষ্ঠবিহারী দত্তের পিতা।
ত্রিলোচন লোধ	নিন্দিত পল্লীর জনৈক মাতব্বর।
মিঃ ষ্টুয়ার্ট হগ	কলিকাতার পুলিশ কমিশনার।
মিঃ ল্যাম্বার্ট	কলিকাতার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্।
গণেশচন্দ্র চন্দ্র	কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী।
মনোমোহন ঘোষ	ঐ বিখ্যাত আইনজীবী।
তারক পালিত	ঐ ঐ
ডাক্তার	... ...
কুড়োরাম	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ভৃত্য।

পুলিশ ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের শিল্পিগণ।

স্ত্রী

রমণীসুন্দরী	শ্রীনাথ দাসের স্ত্রী।
মনোমোহিনী	উপেন দাসের প্রথমা স্ত্রী।
সৌরভিনী	,, ,, দ্বিতীয়া স্ত্রী।
জগত্তারিণী	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেত্রী ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে—'বিরাজমোহিনী'।
কাদম্বিনী	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেত্রী ও "সতী কি কলঙ্কিনী" নাটকে—কুটীলা।
গোলাপসুন্দরী	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেত্রী, পরে গোষ্ঠবিহারী দত্তের বিবাহিতা স্ত্রী—মিসেস্ সুকুমারী দত্ত।
রাজকুমারী	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেত্রী।
ক্ষেত্রমণি	ঐ ঐ।
সৌরভিনীর দিদি	... ...

বিদ্রোহী নায়ক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শ্রীনাথ দাসের বাড়ী। উপেন্দ্রনাথের ঘর। তখন বৈকাল। উপেন্দ্রনাথ খাটে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একটা বই পড়ছিলেন। অদূরে উপেন্দ্রনাথের স্ত্রী মনোমোহিনী টেবিলের উপর উপেন্দ্রনাথের বই-খাতা প্রভৃতি গুছিয়ে রাখছিলেন। মনোমোহিনী বলেন :]

মনোমোহিনী। দেখো, মন-খারাপ করে সব সময়ে তুমি ঘরের কোণে বসে রয়েছো—এ আমার বাপু একটুও ভাল লাগছে না।

উপেন্দ্র। আমি তো জানি, যুবতী স্ত্রীরা স্বামীকে সব সময়ে ঘরের কোণেই আটকে রাখতে চায়।

মনোমোহিনী। যারা চায়—তারা চায়, আমি তা চাই না।

উপেন্দ্র। তা জানি, তুমি তার ব্যতিক্রম; তাই আমি বিলেত যেতে চাইলে, তুমি এক কথায় রাজী হয়েছিলে।

মনোমোহিনী। এ আর বেশী কি! স্বামীর উন্নতির জন্যে সব স্ত্রীরই তো রাজী হওয়া উচিত। তুমি বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারী পড়তে চেয়েছিলে জেনে, আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল কি বলবো।

উপেন্দ্র। সত্যি, তুমি এক কথায় রাজী হবে এ আমি ভাবতে পারি নি। তোমার কথা শুনে আমারও ভারী আনন্দ হয়েছিল; কিন্তু বাবা আমার সব আশায় বাদ সাধলেন।

মনোমোহিনী। তুমি সংসারের বড় ছেলে, তাই বোধহয় বাবা তোমাকে বিলেত পাঠাতে চান নি।

উপেন্দ্র। বড় ছেলে বলে নয়, বাবা রক্ষণশীল গোঁড়া, তাই সমুদ্র-যাত্রায় তাঁর আপত্তি। আমি এই গোঁড়ামীটা একেবারেই সহ্য করতে পারি না। এ যুগের ভাব আর ভাবনা, বাবাকে এতটুকুও স্পর্শ করে নি। উনি ভুলে যান যে, আজকের যুব-সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা কোন্ পথ ধরে চলেছে—

মনোমোহিনী। তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি না। তুমি অনেক লেখা-পড়া শিখেছ। বিয়ের আগে শুনেছি, তুমি খুব ভাল ছাত্র ছিলে। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি তোমাকে খুব ভালবাসতেন। তাই শুনে, শুধু আনন্দ নয়—মনে মনে আমার বেশ একটু গর্ব্বও হয়েছিল। জানো, আমার ছেলেবেলাকার সই মণিমালা বলেছিল—তুই শুধু বড়লোকের বাড়ীর বৌ হতে যাচ্ছিস্ না সই, সেইসঙ্গে বড়-লোকেরও বৌ হতে যাচ্ছিস্।

উপেন্দ্র। তোমার সই একটা মস্ত ভুল কথা বলেছিল; বড়লোকের বাড়ীর বৌ তুমি হতে পার, কিন্তু বড়লোকের বৌ তুমি নও! বাবার সঙ্গে প্রতি পদে আমার মতের অমিল—তাই ভয় হয়—

মনোমোহিনী। ভয় হয়? কেন?

উপেন্দ্র। মনটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে যে! বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা আমার যে ধাতে সয় না।

মনোমোহিনী। কিন্তু কি করবে বল? বাবা গুরুজন, ওঁর কথা অমান্য করাও তো ঠিক নয়।

উপেন্দ্র। বাবার যুক্তিপূর্ণ কথা মেনে নিতে আমি সব সময়েই রাজী

আছি; কিন্তু যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করে ওঁর কথা মেনে নিতে আমি রাজী নই।

মনোমোহিনী। যাক্‌গে, ও নিয়ে তুমি আর মন খারাপ কোর না। উনি যখন এখানেই তোমাকে ওকালতী পড়তে বলেছেন, তুমি না হয় তাই পড়ো।

উপেন্দ্র। না। ব্যারিষ্টারী পড়ার আমার সাধ ছিল—তা যখন হোল না, তখন আইনের রাস্তায় আর আমি যাব না।

মনোমোহিনী। তাহলে কি করবে?

উপেন্দ্র। যা করছি তাই করবো। সমাজ-সেবা করবো, লেখাপড়া করবো।

মনোমোহিনী। বেশ তো, মেজ ঠাকুরপোর মতন তুমিও না হয় একটা কাগজ বার করো। উনি করেছেন বাংলা কাগজ, তুমি না হয় একটা ইংরিজী কাগজ বার করো।

উপেন্দ্র। ইংরিজী কাগজ বার করতে গেলে, মোটা টাকার দরকার। টাকার জন্যে আমি বাবার কাছে হাত পাত্‌তে পারবো না। এ-কাগজ সে-কাগজে লিখে, মাঝে মাঝে কিছু টাকা আমি পাই; স্বাধীন মত প্রচার করার জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে না হয় খবরের কাগজেই চাকরী করবো।

মনোমোহিনী। তুমি চাকরী করবে?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে তা করতে হবে বৈকি।

মনোমোহিনী। তোমাদের এত বড় বাড়ী, এত গাড়ী, এত টাকাকড়ি—তোমার আবার টাকার দরকার কি?

উপেন্দ্র। তুমি ভুলে যাচ্ছ, ও বাড়ী-গাড়ী-টাকা-পয়সা সব বাবার—আমার

নয়। বলেছি তো, বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করা আমার স্বভাব নয়। প্রয়োজন হলে, সব কিছু ত্যাগ করে আমি এক কাপড়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারি।

[উপেনের কথা শুনে মনোমোহিনী সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মুখ দিয়ে তার কথা ফোটে না—বেশ বোঝা যায়, উপেনের কথায় সে যেন ভয় পেয়েছে। উপেন্দ্রনাথ বলেন :]

বুঝতে পারছি, আমার কথা শুনে তুমি ভয় পেয়েছো। সত্যিই যদি কোনদিন আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাই, তাহলে তোমাকেও তো আমার সঙ্গে যেতে হবে, তাই কথাটা আগে থেকেই তোমায় একটু শুনিয়ে রাখলুম, যাতে এরমধ্যে তুমি তোমার মনটাকে তৈরী করে রাখতে পার।

মনোমোহিনী। নিশ্চয়ই পারবো।

[উপেন্দ্রনাথ সস্নেহে মনোমোহিনীকে আলিঙ্গন করে, তার চিবুকটি তুলে ধরে, চোখের ওপর চোখ রেখে হাত দুটি ধরে বলেন :]

উপেন্দ্র। মোহিনী, তোমার কাছ থেকে এতটা সাড়া পাব, এ আমি আশা করি নি। সত্যিই আজ আমার কোন দুঃখ নেই, কোন ক্ষোভ নেই—

[নেপথ্যে উপেনের মা রমণাসুন্দরীকে উপেনের নাম ধরে ডাকতে শোনা যায়]

রমণাসুন্দরী। [নেপথ্যে] উপেন!

[উপেন্দ্রনাথ ও মনোমোহিনী পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে সরে যায়। মনোমোহিনী মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টেনে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। ইতিমধ্যে রমণীসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করেন ও বলেন :]

—হ্যাঁরে উপেন, এ সব কি শুনছি বাবা?

উপেন্দ্র। কি শুনছো মা?

রমণীসুন্দরী। উনি বল্‌ছিলেন—তুই নাকি কি এক স্বদেশী সমিতি করেছিস্? এখানে ওখানে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিস্?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ মা; কিন্তু তাতে দোষটা কোথায়?

রমণীসুন্দরী। দোষ-গুণের কথা জানি না বাবা; কিন্তু উনি যে রাগ করছিলেন। বলছিলেন—আইন পড়তে বললুম, পড়লো না—নিজের খেয়াল-খুশীমত যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াচ্ছে। ও সব না করে, উনি যা বলছেন—তাই কর না বাবা।

উপেন্দ্র। মা! যে বয়েসে ছেলেকে শাসন-বারণ করা যায়, সে বয়েস এখন আর আমার নেই মা। আমি বুঝতে পারছি, তোমাদের সঙ্গে আপোষ করে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো এ সংসারে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না।

রমণীসুন্দরী। কি বলছিস্ উপেন?

উপেন্দ্র। ঠিকই বলছি মা। বাবার মতের সঙ্গে আমার মতের যেখানে অমিল, সেখানে সাংসারিক জীবনের অঙ্কে কোনদিনই আমাদের মিল হবে না—বরং দিন দিন অশান্তিটাই বাড়বে।

রমণীসুন্দরী। ওঁকে তো জানিস্—উনি একবার 'না' বললে কিছুতেই আর ওঁকে 'হ্যাঁ' করানো যায় না; কিন্তু তোরা তো অবুঝ নস্ বাবা।

উপেন্দ্র। তোমার মুখ চেয়েই আজও আমি এ বাড়ীতে রয়েছি—না হলে এতদিন কবে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতাম মা!

[রমণীসুন্দরী উপেনের হাত দু'টো ধরে ফেলেন, তারপর উপেনের বুকে হাত রেখে বলেন :]

রমণীসুন্দরী। ও কথা বলিস্‌নি বাবা। তুই যে এখন আমার সকলের

বড়। মহেন্দ্র অকালে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে! এখন তোর ওপর যে আমার অনেক আশা-ভরসা, সাধ-আহ্লাদ।

উপেন্দ্র। আমার ওপর তুমি কোন আশা-ভরসাই কোর না মা, তোমার কোনও সাধ-আহ্লাদই আমি মেটাতে পারবো না।

রমণীসুন্দরী। অমন অলুক্ষণে কথা বলিস নি বাবা। তুই যে বড়—সংসারটা যে তোকে বজায় রাখতেই হবে।

[ইতিমধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘরে ঢোকে। তার হাতে 'সময়' পত্রিকার সদ্য প্রকাশিত সংখ্যাটি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলে:]

জ্ঞানেন্দ্র। দাদা, তোমাদের Indian Radical League-এর কথা এই সংখ্যায় বেশ ফলাও করে লিখেছি—একটু দেখো। আর বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে এই সংখ্যায় একটা Article আছে।

উপেন্দ্র। তাই নাকি, দেখি—দেখি—

[উপেন সাগ্রহে কাগজটি নিয়ে পাতাটি খুলে বলে:]

—সত্যি, তুই একটা কাজ করছিস জ্ঞান। আমি বলছি, তোর কাগজ খুব জনপ্রিয় হবে।

রমণীসুন্দরী। "একে মা মনসা, তায় ধূনোর গন্ধ"। উপেন কি এক সমিতি করেছে শুনে, উনি রাগারাগি করছেন—আর তুই কিনা তাই নিয়ে আবার বাহবা দিচ্ছিস্?

জ্ঞানেন্দ্র। দেব না? নিশ্চয়ই দেব। জান দাদা, বিদ্যাসাগর মশাইকেও এক Copy কাগজ পাঠিয়ে দিলাম।

উপেন্দ্র। বেশ করেছিস। শুধু বিদ্যাসাগর মশাই নন, যদি কাগজকে popular করতে চাস্, তাহলে সহরের নামকরা বড় বড় লোকেদের একখানা করে Complimentary Copy পাঠাতে আরম্ভ কর।

রমণীসুন্দরী। ও সব করে কি হবে জ্ঞান? ওকালতী পাশ করলি কোথায় ওকালতী করবি, তা নয়—কাগজ আর লেখা নিয়ে মেতে রইলি।

জ্ঞানেন্দ্র। ভুলে যেও না মা, এটা Young Bengal-এর যুগ!

[জ্ঞানেন্দ্র চলে যেতে যায়—সহসা শ্রীনাথ ঘরে ঢোকেন ও গম্ভীর কণ্ঠে বলেন :]

শ্রীনাথ। তোমার মাকে কি বললে জ্ঞান? আর একবার বলতো? কি হোল? লজ্জা হচ্ছে? সঙ্কোচবোধ করছ? যাক্, তবু ভাল যে লজ্জা-সঙ্কোচবোধ এখনও তোমাদের আছে। Young Bengal-এর যুগ! তার মানে গড়ার যুগ নয়—ভাঙ্গার যুগ! তোমাদের মত আর পথ—কোনটাকেই আমি সমর্থন করি না।

উপেন্দ্র। আপনি হয়তো করেন না; কিন্তু আমাদের মত ও পথকে যারা সমর্থন করেন জ্ঞানের কাগজ তাঁদেরই মুখপত্র।

শ্রীনাথ। বাপের মুখটা পুড়িয়ে, তোমরা দেশ ও দশের মুখপাত্র হতে চাও—না?

উপেন্দ্র। আপনি অনর্থক রাগ করছেন বাবা!

শ্রীনাথ। অনর্থক? কোন্ কাজটা তোমরা আমার মত নিয়ে করছো শুনি? তোমাকে আইন পড়তে বললাম—পড়লে না, সমাজ-সংস্কার নিয়ে মেতে রইলে—

উপেন্দ্র। আইন আমার ভাল লাগে না বলেই, আমি আইন পড়তে চাইনি।

শ্রীনাথ। কিন্তু বি. এ. পাশ করার পর, বিলেত গিয়ে তো ব্যারিষ্টারী পড়তে চেয়েছিলে?

উপেন্দ্র। ও দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যেই আমি বিলেত যেতে চেয়েছিলাম। ব্যারিষ্টারী পড়তে চেয়েছিলাম।

শ্রীনাথ। তা জানি! পড়ার নাম করে তুমি সাহিত্য-সংস্কৃতি করতে; কিন্তু ও সব করে কি হবে আমায় বলতে পার? আজ জাষ্টিস্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত আমাকে কোর্টে বললেন—'মশাই, আপনার ছেলেরা সব লেখাপড়া শিখে করছে কি? একজন সমাজ-সংস্কারক, একজন খবরের কাগজের Editor!'

উপেন্দ্র। যাক, তবু ভাল যে উনি আমাদের চোর-ডাকাত বলেন নি!

শ্রীনাথ। থামো। ভুলে যেও না তিনি তোমাদের বাপের বন্ধু। তোমাদের স্নেহ করেন, মঙ্গল চান বলেই কথাটা বলেছেন। তোমরা আরম্ভ করলে কি? যা খুশী তাই আরম্ভ করেছো? আমার একটা মতামতেরও তোমরা ধার ধারো না। ভেবেছিলাম—বিয়ের পর তোমার মতিগতি ফিরবে; কিন্তু ফেরা তো দূরের কথা, কানাঘুষো শুনছি, তুমি নাকি আজকাল ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত করছো।

উপেন্দ্র। আপনি ঠিকই শুনেছেন। ওখানে যাই—ভাল লাগে বলে। সঙ্কীর্ণতা নেই বলে।

[কথাগুলি বলে উপেন্দ্রনাথ ঘর ছেড়ে চলে যান। শ্রীনাথ বলেন:]

শ্রীনাথ। বটে!

জ্ঞানেন্দ্র। আপনি অনর্থক রাগ করছেন বাবা! ব্রাহ্মসমাজে গেলেই তো আর কেউ ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছে না—

শ্রীনাথ। তর্ক কোরো না জ্ঞান। ভুলে যেও না, দুষ্ট ক্ষত আর দুষ্ট ব্রণ

শরীরের পক্ষে মারাত্মক। চিকিৎসা করে যদি তা সহজে না সারে, তাহলে সেটাকে কেটে বাদ দিতে হয়।

[কথাগুলি বলে শ্রীনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে যান—রমণীসুন্দরী ও জ্ঞানেন্দ্র সেই দিকে চেয়ে থাকেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী। তখন সন্ধ্যা। ঘরে সেজ জ্বলছে। বিদ্যাসাগর মশাই লেখাপড়ার কাজে নিমগ্ন। হাতে হুঁকো। মধ্যে মধ্যে হুঁকোটি টানছেন। এমন সময়ে শিবনাথ ঘরে প্রবেশ করে ও বিদ্যাসাগর মশাইকে প্রণাম করে বলে :]

শিবনাথ। আমাকে ডেকেছিলেন ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ। আয়—বোস্। তোরা কি আরম্ভ করলি বল্ দেখি ?

শিবনাথ। আজ্ঞে কিসের কি ?

[বিদ্যাসাগর মশাই একটা সংবাদপত্র বার করে বলেন :]

বিদ্যাসাগর। আজকাল এ সব কি বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিস ? সমাজ-সংস্কার মানে এ নয়, যে সব কিছু পুরোনোকেই বরবাদ করে দেওয়া !

শিবনাথ। আজ্ঞে—আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি শুধু এই কথাই বলতে চেয়েছি, যে সকল পণ্ডিত সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে, নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সমাজকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা পণ্ডিত পদবাচ্য নন।

বিদ্যাসাগর। তুই বলছিস কি শিবনাথ ? আমার গুরু তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি বলতেন, শাস্ত্র-আলোচনায় অধিকার যেমন সকলের আছে,

তেমনি সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত মত প্রদানেরও সকলের অধিকার আছে।

শিবনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা হয়তো আছে; কিন্তু যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ, সেইহেতু তিনি তাঁর নিজের স্বার্থের অনুকূলে মত-প্রচার করবেন—এও তো হতে পারে না।

বিদ্যাসাগর। না—তোদের নিয়ে আর পারা যাবে না! দেখ্ সারা-জীবন পড়ে রয়েছে। এসব নিয়ে মাথা-ঘামাবার ঢের সময় পাবি। যে মাতুলালয়ে তুই জন্মগ্রহণ করেছিস, তাঁরা নিষ্ঠাবান পণ্ডিত বংশ। তোর বাবা হরানন্দ ভট্টাচার্য্যি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র; সে শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও—দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন লড়াই করে এসেছে—এখনও করছে। তুই নিজে কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিস—যা হোক এখন শিক্ষকতা করছিস—নিজের পায়ে নিজে একটু দাঁড়িয়েছিস—তুই আমার সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র—দেখ্ শিবনাথ, তোকে আমি স্নেহ করি বলেই কথাটা বলছি। **Young Bengal**-এর হুজুগ নিয়ে এইভাবে মাতামাতি করে, নিজের **Career**-টাকে নষ্ট করিস্ নি।

[বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কথায় শিবনাথ মাথা নীচু করে থাকে। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন :]

—কিরে? কথার জবাব দিচ্ছিস্ না যে?

শিবনাথ। আপনি আমার গুরু—আমার পূজনীয়—আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আপনার কাছে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবো না। মনে-প্রাণে যে পথকে আমি সত্য বলে বেছে নিয়েছি, সে পথ থেকে সরে আসা, এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিদ্যাসাগর। বুঝেছি। তাহলে যা ভাল বুঝিস কর্। তোর আর উপেনের ওপর আমার অনেক আশা ছিল, কিন্তু তোদের কার্য্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে, আমার সে আশা দুরাশা মাত্র।

শিবনাথ। বুঝতে পারছি, উপেন আর আমার ওপর অভিমান বশতঃই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কিন্তু আমাদের সমাজ-সংস্কারের বিবিধ কর্ম্মসূচীর মধ্যে আপনার বিধবা-বিবাহের সপক্ষেও তো আমরা আন্দোলন সুরু করেছি।

বিদ্যাসাগর। তা করেছিস্। জ্ঞান তার 'সময়' কাগজে তোদের কর্ম্মসূচীর বিশদ ব্যাখ্যাও করেছে, তাও আমি পড়েছি; কিন্তু সনাতান হিন্দু ধর্ম্মের ওপর তোদের যে অবস্থার অভাব—সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁরে শুন্‌ছি, কেশব সেনের সঙ্গে তুই নাকি আজকাল খুব মেলামেশা করছিস্?

শিবনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ। কেশববাবুর উদার ধর্ম্মমত আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

বিদ্যাসাগর। তোর মুখ থেকে একথা শুনবো এ আমি আশা করিনি শিবনাথ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, তুই যদি নিজের ধর্ম্মকে অনুদার মনে করিস্, তাহলে আর আমার কিছু বলবার নেই। তুই এখন আসতে পারিস্।

[শিবনাথ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে থাকে। ইতিমধ্যে উপেন প্রবেশ করে এবং বিদ্যাসাগর মশাইকে প্রণাম করে। বিদ্যাসাগর মশাই উপেনকে দেখে বলেন:]

এই যে! বোস্! তোদের দু'জনকে একসঙ্গে ডেকেছিলাম—ভেবেছিলাম, তোরা দু'জনে একসঙ্গেই আসবি।

উপেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে করেছিলাম একসঙ্গেই আসবো; কিন্তু একটা বিশেষ কাজে আটকে পড়ায় আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর। তোদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য ছিল, তা আমি শিবনাথকে বলেছি। তোকে শুধু আমার একটা কথা বলবার আছে। তুই যাই করিস্ না কেন উপেন, তাতে তুই মনোনিবেশ করার চেষ্টা কর। ছেলেবেলা থেকেই দেখ্‌ছি তুই অত্যন্ত খামখেয়ালী। যা করবি—একটা নিয়ে লেগে থাক্। আজ এটা, কাল ওটা করে, জীবনটাকে নষ্ট করিস্ নি!

উপেন্দ্র। এর জন্যে দায়ী কে? আমি না আমার বাবা? B. A. পাশ করার পরেই আমি ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্যে বিলেত যেতে চেয়েছিলাম আর সেইসঙ্গে চেয়েছিলাম পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস জানতে।

বিদ্যাসাগর। এ সব তোদের Young Bengal-এর উদ্ভট কল্পনা! ওদের দেশের সাহিত্য আর সংস্কৃতির খবর জানার জন্যে ওদের দেশেই যে ছুটতে হবে তার কি কথা আছে? ওদের দেশের কাঁড়ি কাঁড়ি সাহিত্য—এই তো ঘরে বসেই আমি পড়েছি। লাট-বেলাট্ থেকে আরম্ভ করে ফোর্ট উইলিয়ামের জ্ঞানী-গুণী অনেক সাহেবের সঙ্গেই তো মিশলাম। তাদের সঙ্গে যে আমাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ— সমুদ্রযাত্রা না করেও, সে কথা আমি সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছি।

উপেন্দ্র। কিন্তু ওদের দেশের সঙ্গে তো আপনার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি— ও দেশটা আপনার কল্পনায় আছে মাত্র!

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু কল্পনার চোখে আমার মনের মধ্যে ও দেশটাকে আমি যে ভাবে এঁকে রেখেছি, যারা বিলেত ঘুরে

এসেছে, তাদের চোখেও বোধহয় আমার মতন এমন নিখুঁত ছবিটা ধরা পড়েনি। দরিদ্র দেশ থেকে যারা বিলেত গেল, তাদের অনেককেই তো দেখছি—পানাসক্ত সাহেবী কায়দায় দুরন্ত হয়ে ফিরে এলো। বলি রামমোহন—রামমোহন তো বিলেত যাবার আগেই দেশের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন। তুই ব্যারিষ্টারী পড়তে পারলি না বলে—বিলেত যেতে পারলি না বলে, বাবার ওপর অভিমান করে আইনটাও পর্য্যন্ত পড়লি না!

উপেন্দ্র। শুধু ঐ কারণেই আমি আইন পড়া বন্ধ করিনি। বাবা জাত যাবার ভয়ে আমাকে বিলেত পাঠাতে আপত্তি করেছিলেন বলেই আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল; তাই, প্রতিবাদ জানিয়ে আমি আমার স্বাধীন মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছি।

বিদ্যাসাগর। ওঃ—তার মানে—স্বেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছিস! যা খুশী তোরা কর্। তোদের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হচ্ছে, তোরা এক নতুন সমাজ গড়ার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিস; কিন্তু তা না করে নিজের সমাজে থেকে, তাকে যদি সুস্থ-সবল করে গড়ে তুলতে পারতিস্, তাহলে বুঝতাম তোরা একটা কাজের কাজ করছিস্।

শিবনাথ। যে সমাজে ঔদার্য্যের অভাব, সে সমাজে থেকে সংস্কার সাধন করা সম্ভব নয়।

বিদ্যাসাগর। কে বলেছে তোদের? কে বলেছে এ কথা? এই সমাজে থেকে আমি সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করছি না? শিক্ষায় দীক্ষায় জাতকে বড় করে তোলার চেষ্টা করছি না? সাহিত্যের মানোন্নয়নের জন্যে চেষ্টা করছি না?

শিবনাথ। আপনার এ আন্তরিক চেষ্টা, দেশের মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার

সঙ্গে স্মরণ করবে; কিন্তু তবুও দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার এই চেষ্টার ফলে যতটা পরিবর্ত্তন আমরা আশা করেছিলাম —ততটা হয়নি।

বিদ্যাসাগর। হবে কোত্থেকে? বলি হবে কোত্থেকে? তোমাদের মত উদ্যমী কর্ম্মঠ যুবক ক'জন এসে আমার পাশে দাঁড়ালো? ক'জন আমায় গুরুদক্ষিণা দিতে এগিয়ে এলো বলতে পারিস্? তোরা তো আমার কাছ থেকে সবাই সরে যাচ্ছিস্। যা—যা—উচ্ছন্নে যা তোরা—তোদের আর আমি কিছু বলবো না—কিছু বলবো না—

[বিদ্যাসাগর মশাই ক্ষোভে কথাগুলি বলে ঘর ছেড়ে চলে যান। উপেন্দ্র ও শিবনাথ তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে]

তৃতীয় দৃশ্য

[উপেনের ঘর। তখন সন্ধ্যা। রমণীসুন্দরী ও উপেনের স্ত্রী মনোমোহিনী খাটে বসে আছেন। মনোমোহিনী গান গাইছে।]

অন্তরযামী মম অন্তরে রহ,
অহংকারের বোঝা অনুতাপে দহ!
নয়নে দাও হে আলো
সবারে হেরিতে ভালো
সংসারে সংসারী হতে মোরে কহ!
পরার্থে আপনারে
অর্পিতে দাও হে—
হারালে পথের দিশা
দু'বাহু বাড়াও হে।
কণ্ঠে ভরিয়া গীতি
ঢালো আরো স্নেহ-প্রীতি
সবার ভালোতে মোরে
মিশাইয়া লহ!!

রমণীসুন্দরী। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! এই সংসারের বড়বৌ—তোমার দায়-দায়িত্ব অনেক। এতবড় সংসারটার সব দিকে নজর রেখে তোমায় চলতে হবে। দেখো মা, টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, জুড়ি-গাড়ী—এইটেই সংসারের বড় ঐশ্বর্য্য নয়। সংসারের শান্তি বজায় রাখাটাই হচ্ছে—সবচেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য্য।

মনোমোহিনী। বুঝতে পারছি মা, আপনি কি বল্‌তে চাইছেন। আমি তো আপনার ছেলেকে কত করে বোঝাই, কিন্তু বাবার ওপর ওঁর যে কি অভিমান—

রমণীসুন্দরী। উপেন আমার বরাবরই একটু অভিমানী, আর মেজাজটাও পেয়েছে ঠিক ওর বাপের মতন। উনি যেমন একবার 'না' বল্‌লে আর তাকে 'হ্যাঁ' করানো যায় না, উপেনও হয়েছে ঠিক তাই!

মনোমোহিনী। সেদিন কথায় কথায় আপনার ছেলে বাবার ওপর অভিমান করে আমায় বল্‌লেন—টাকার দরকার হলে বরং খবরের কাগজে চাকরী করবো, তবু বাবার কাছে হাত পাতবো না।

রমণীসুন্দরী। ওর বিয়ে দিয়ে, তোমাকে ঘরে এনে মনে করেছিলুম এবার বোধহয় ওর মনের পরিবর্ত্তন হবে—কিন্তু কিছুই হলো না!

[সহসা নেপথ্যে সুরেন্দ্রের গলা শোনা যায়]

সুরেন্দ্র। [নেপথ্যে] মা! জননী! মাগো! তুমি কোথায়?

রমণীসুন্দরী। কে রে—সুরেন? এই যে, আমি তোর দাদার ঘরে।

[সুরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলে :]

সুরেন্দ্র। ছ্যাঃ-ছ্যাঃ! এক মহলে ডাকাত পড়্‌লে, আর এক মহলের লোক জানতে পারে না—এমনতর বাড়ী কি মানুষে করে?

[মনোমোহিনী মুচকি হেসে বলে :]

মনোমোহিনী। কেন, বাড়ীটা কি অপরাধ করলো সেজঠাকুরপো ?

সুরেন্দ্র। অপরাধ নয় ? রান্নাবাড়ী থেকে মাকে খুঁজতে খুঁজতে তিনটে মহল পেরিয়ে, তবে কিনা মাতৃদর্শন মিললো ! অর্থাৎ, কপালীটোলা থেকে একেবারে বৌবাজার !

মনোমোহিনী। তা মাতৃ-দর্শনের জন্যে তোমার মনটা এমন উথাল-পাথাল হয়ে উঠলো কেন শুনি ?

সুরেন্দ্র। হবে না ?

[হঠাৎ সুরেন্দ্র রমণীসুন্দরীকে প্রণাম করে। রমণীসুন্দরী বলেন :]

রমণীসুন্দরী। কিরে ! হঠাৎ প্রণাম করছিস্ কেন ?—কি ? ব্যাপার কি ?

সুরেন্দ্র। প্রণাম করবো না ? আজ যে B A. পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে—আমি ভালভাবে পাশ করেছি মা ! বলো বৌদি, কি খাওয়াবে ?

মনোমোহিনী। [সহাস্যে] তালের বড়া।

সুরেন্দ্র। তালের বড়া ! এই অসময়ে তাল পাবে কোথায় ?

মনোমোহিনী। হাতেই আছে।

সুরেন্দ্র। শুনছো মা, শুনছো—তোমার বৌয়ের কথা শুনছো ! তাল নাকি হাতেই আছে—তার মানে দুম্ করে পিঠে একটা দেবেন আর কি !

[সুরেনের কথায় সকলে হেসে ওঠেন। রমণীসুন্দরী বলেন :]

রমণীসুন্দরী। বেশ তো, কি খাবি বল্—বৌমা না হয় করে দেবেন।

সুরেন্দ্র। তাহলে বৌদি, একঝুড়ি ডালপুরী তৈরী কর, সবাই মিলে খাওয়া যাবে। এর আগে তুমি একদিন ডালপুরী করেছিলে—সত্যি, ভারী মুখরোচক হয়েছিল।

মনোমোহিনী। ডালপুরী তো—আচ্ছা ঠিক সেদিনের মত করে দেবো।

সুরেন্দ্র। দেবে তো—

গান

যদি পাই তোমার হাতের
খাস্তা ঘি-এর ডালপুরী
বেশী নয় খাই যে তবে
গুণে গুণে চার কুড়ি!
সাথে তার গরম গরম
গোটা ষাট আলুর দম,
শেষপাতে রসে মজা
জিবেগজা এক ঝুড়ি!
যুগে যুগে রান্নাঘরে
অমর হলেন কত সতী—
খাওয়াতে চায় যে নারী
সেজন অতি পুণ্যবতী,
বৌদির রান্না বিনা
কিছু তো আর চিনি না,
পেটুকে চেনে খাবার
জহর চেনে জহুরী!!

[গানের শেষে শ্রীনাথের চতুর্থ পুত্র দেবেন্দ্র ঘরে আসে ও বলে :]

দেবেন। সেজদাদা, বাবা তোমাকে ডাকছেন।

সুরেন্দ্র। ধ্যুৎ, রসভঙ্গ করলি তো! তাহলে বৌদি—ঐ কথাই রইলো! তবে শুধু ডালপুরী নয়, ওর সঙ্গে বেশ ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি আলুর দম।

[সুরেন্দ্র ঘর ছেড়ে চলে যায়। দেবেন্দ্র বলে :]

দেবেন। কি বৌদি, আজ ডালপুরী আর আলুর দম হচ্ছে নাকি ?

রমণীসুন্দরী। আজ আর কখন হবে ? বৌমা কাল তোদের করে দেবেন।

দেবেন। আচ্ছা মা! সেজদাদার Result বেরুলো আজ, আর খাওয়াটা কাল কেন হবে ?

রমণীসুন্দরী। তা তোর সেজদাদার পাশের খবর তো আমরা এইমাত্র পেলাম—আজ আর কখন হবে বল্ ?

দেবেন। বেশ! তাহলে না হয় কালই হবে। আচ্ছা বৌদি, বলো তো সেজদাকে বাবা কেন ডাকলেন ?

মনোমোহিনী। কেন আবার ? সেজ ঠাকুরপো ভালভাবে পাশ করেছেন বলে—

দেবেন। আজ্ঞে না—তা নয়। সেজদার পাশের খবর বাবা আগেই পেয়েছেন। এখন ডেকেছেন ওকালতী পড়ার কথা বলার জন্যে। বাবার ইচ্ছা—বিল্‌কুল সব উকিল হয়ে যাও। আমাকেও শুনিয়ে রেখেছেন। বি. এ. পাশ করে "ল" পড়তে হবে।

মনোমোহিনী। বেশ তো—পড়বে।

দেবেন। হ্যাঁ—পড়বে বৈকি! আমি যা করবো, তা আমি মনে মনেই ঠিক করে রেখেছি।

রমণীসুন্দরী। তুই আবার মনে মনে কি ঠিক করে রেখেছিস্ ?

দেবেন। দাদা যা পারেননি, আমি তাই করবো। বাবার বাক্স ভাঙ্‌বো—টাকা নোবো—বিলেত পালাবো।

[কথাগুলো বলেই দেবেন্দ্র দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যায়। রমণীসুন্দরী ব্যাকুল হয়ে দেবেন্দ্রকে অনুসরণ করে বলতে বলতে ঘর ছেড়ে চলে যান :]

রমণীসুন্দরী। কি সর্ব্বনেশে ছেলে গো! ওরে ও দেবেন—শোন—শোন—

[রমণীসুন্দরী দেবেনকে অনুসরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অপর দরজা দিয়ে উপেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করেন ও বলেন :]

উপেন্দ্র। কি হলো? মা দেবেনকে ডাকতে ডাকতে অমন করে চলে গেলেন যে?

মনোমোহিনী। জানো, ন' ঠাকুরপো মাকে বল্‌ছিল—দাদা যা পারেননি, আমি তাই করবো; বাবার বাক্স ভাঙবো, টাকা নেবো—বিলেত পালাবো—

উপেন্দ্র। তা ও পারবে। ওর সাহস দুর্দ্দান্ত! এই হয়—Action-এর Re-action!

মনোমোহিনী। কি বলছো তুমি? ন' ঠাকুরপোকে তুমি বারণ করবে না?

উপেন্দ্র। না। এটা বাধা দেওয়ার যুগ নয়—বাধা অতিক্রম করার যুগ। শোনো, আমার কথা শুনে তুমি চম্‌কে উঠো না—ভয় পেও না যেন!

মনোমোহিনী। কেন, ভয় পাব কেন? বেশ তো—বলো না কি বল্‌বে?

উপেন্দ্র। দু-একদিনের মধ্যে এ বাড়ী ছেড়ে আমরা চলে যাব।

মনোমোহিনী। চলে যাব! কেন?

উপেন্দ্র। কারণ—এ বাড়ীতে থাকার আর আমার অধিকার নেই।

মনোমোহিনী। অধিকার নেই!

উপেন্দ্র। না। এখন আমি ধর্ম্মান্তরিত।

মনোমোহিনী। ধর্ম্মান্তরিত! কি ধর্ম্ম গ্রহণ করলে তুমি?

উপেন্দ্র। ব্রাহ্মধর্ম।

[মনোমোহিনী উপেনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে বলে :]

মনোমোহিনী। বেশ, কিন্তু মাকে কি বল্‌বে তুমি?

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উপেন বলে :]

উপেন্দ্র। বল্‌বো—মা, তোমার লক্ষ্মীছাড়া ছেলের জীবনে যে লক্ষ্মীকে তুমি জুটিয়ে দিয়েছিলে, তার হাত ধরেই সে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আপোষ করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হলো না বলেই—সে চলে যাচ্ছে। তাকে তুমি ক্ষমা কোরো মা—তাকে তুমি ক্ষমা কোরো—

[উপেন্দ্র ও মনোমোহিনী তখন অশ্রুসিক্ত চোখে আলিঙ্গনাবদ্ধ।]

চতুর্থ দৃশ্য

[জ্ঞানেন্দ্রনাথের ঘর। তখন বেলা ৯টা-১০টা। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদকীয় টেবিলে লেখালেখির কাজে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ঘরে প্রবেশ করে ও ডাকে :]

সুরেন্দ্র। মেজদাদা!

জ্ঞানেন্দ্র। কি রে?

সুরেন্দ্র। একটা কথা শুনে পর্য্যন্ত ভারী অস্বস্তিবোধ করছি। তাই তোমার কাছে জানতে এলাম কথাটা সত্যি কিনা?

জ্ঞানেন্দ্র। কি কথা?

সুরেন্দ্র। দাদা আর শিবনাথ দাদা নাকি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন?

জ্ঞানেন্দ্র। শিবনাথ দাদার কথা ক'দিন আগেই শুনেছি বটে। কিন্তু দাদার কথা তো শুনিনি।

সুরেন্দ্র। আমার এক বন্ধুর কাছে একটু আগে কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলুম, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলুম—তুমি কিছু জান কি না?

জ্ঞানেন্দ্র। যা শুনেছিস্—শুনেছিস্, ও নিয়ে এখন আর পাঁচকান করিস্ নি।

সুরেন্দ্র। না—না, আমি শুধু চুপি চুপি কথাটা তোমায় জিজ্ঞেস করছি। আমার কিন্তু ভারী ভয় করছে। বাবার কানে কথাটা গেলে কি যে হবে!

জ্ঞানেন্দ্র। কি আর হবে! বড় জোর বাবা শিবনাথ দাদার বাবার মতন দাদাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। তবে আমার মনে হয়, কথাটা সত্যি হলে বাবার বলার অপেক্ষা না করে, দাদা আপনা থেকেই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন।

সুরেন্দ্র। কিন্তু বৌদি?

জ্ঞানেন্দ্র। বৌদিকে কি আর দাদা এ বাড়ীতে ফেলে যাবেন রে?

সুরেন্দ্র। বৌদির জন্যে আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে মেজদাদা। আমাদের সংসারে এসে তিনি একদিনের জন্যেও শান্তি পেলেন না; কিন্তু তার জন্যে মুখের হাসিটুকু তাঁর কোনদিনই মিলিয়ে যায় নি। দাদার বিয়ের পর, আমাদের সংসারটা তবু ওরই মধ্যে একটু যেন হাসি-খুশীতে ভরে উঠেছিল।

জ্ঞানেন্দ্র। দেখ্ এ পরিবর্ত্তনশীল জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্তে না পারলে—দুঃখ অনিবার্য্য। বাবার রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যে আমরা সেই দুঃখটাকেই সকলেই ভোগ করছি।

সুরেন্দ্র। বিদ্যাসাগর মশাইও তো রক্ষণশীল গোঁড়া; কিন্তু তাই বলে

আজকের যা ভাল, তাকে তিনি গ্রহণ করতে তো এতটুকু দ্বিধা করছেন না। এদিকে তো শুনি, বাবা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সমাজ-সংস্কারের কাজকে সমর্থন করেন, প্রয়োজনে টাকা-পয়সাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু নিজের সংসারের এতটুকু পরিবর্ত্তন বাবা সহ্য করতে পারেন না।

জ্ঞানেন্দ্র। কি আর করা যাবে বল্?

[ইতিমধ্যে দেবেন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে ও বলে:]

দেবেন। মেজদাদা, শিবনাথ দাদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। কোথায়?

দেবেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। কতকরে বল্লাম—চলুন না আমার সঙ্গে, তা কিছুতেই আসতে রাজী হলেন না। তুমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসো। বললেন—তোমার সঙ্গে কি বিশেষ কথা আছে।

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা—যাচ্ছি।

[জ্ঞানেন্দ্রনাথ বেরিয়ে যান। সুরেন্দ্র বলে:]

সুরেন্দ্র। কথা আছে!—বুঝতে পারছি—কি কথা—

[ইতিমধ্যে গৃহভৃত্য পাণ্ডব ঘরে আসে ও বলে:]

পাণ্ডব। সেজদাদাবাবু, বৌদিদিমণির অসুখ করেছে—বাবু বল্লেন ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে।

সুরেন্দ্র। বৌদির অসুখ করেছে? কি অসুখ?

পাণ্ডব। তা তো জানি না; তবে বাবু আর মা দু'জনেই বৌদিদিমণির ঘরে।

সুরেন্দ্র। দাদা কোথায়?

পাণ্ডব। বড়দাদাবাবু তো ভোরবেলাই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন। এখনও ফেরেন নি। আমি যাই।

[পাণ্ডব চলে যায়। সুরেন্দ্র বলে :]

সুরেন্দ্র। দেবেন, আমি এক্ষুনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসছি, তুই দেখ গে যা তো বৌদির কি হয়েছে?

[দেবেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ঘর থেকে বেরোতে যাবে, এমন সময় শ্রীনাথ ব্যস্তভাবে চটির আওয়াজ তুলে ঘরে প্রবেশ করেন ও বলেন :]

শ্রীনাথ। সুরেন, চট্ করে যে কোন একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়।

সুরেন্দ্র। বৌদির কি হয়েছে বাবা?

শ্রীনাথ। বুঝতে পারছি না। বমি করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সুরেন্দ্র। আচ্ছা—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—

[সুরেন্দ্র ব্যস্তভাবে চলে যায়। ইতিমধ্যে জ্ঞানেন্দ্র প্রবেশ করে, জিজ্ঞাসা করে :]

জ্ঞানেন্দ্র। সুরেন অমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় গেল বাবা?

শ্রীনাথ। ডাক্তার ডাকতে। বৌমা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। তাই নাকি!

শ্রীনাথ। উপেন কোথায়?

জ্ঞানেন্দ্র। দাদা বোধহয় বেরিয়েছেন।

শ্রীনাথ। কি? **Indian Radical League**-এর কাজে?

জ্ঞানেন্দ্র। বল্‌তে পারি না।

শ্রীনাথ। জানি, অনেক কিছুই তোমরা বল্‌তে পার না—কিন্তু আমি

পারি। সংসারের প্রতি কোনও দায়-দায়িত্ব যদি তোমাদের থাকে! দেশকে নেতৃত্ব দেব মনে করলেই, নেতা হওয়া যায় না—বুঝলে?

[জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাথা হেঁট করে থাকে। ইতিমধ্যে পাণ্ডব ফিরে এসে বলে :]

পাণ্ডব। বাবু, আপনার ঘরে তামাক দিয়েছি।

শ্রীনাথ। এখন আর অফিসঘরে যাব না। এখুনি ডাক্তারবাবু আসবেন—তুই বরং তামাকটা এখানে দিয়ে যা—

[পাণ্ডব চলে যায়। শ্রীনাথ দেবেনকে বলেন :]

—দেবেন, তুই একবার চট্ করে কলেজ স্কোয়ারে শিবনাথের বাড়ী যা, সেখানে যদি উপেন থাকে তো বল্বি—এক্ষুনি বাড়ী আসতে।

[দেবেন চলে যায়। শ্রীনাথ বলেন :]

—দেখো, এভাবে চলতে পারে না। ভেবেছিলাম, বিয়ে-থার পর ওর মতিগতির পরিবর্ত্তন হবে; কিন্তু পরিবর্ত্তন তো দূরের কথা, দিন দিন ও যেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে যেখানে সেখানে আপত্তিকর বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে; কিন্তু কি হবে? —এ সব করে কি হবে আমায় বল্তে পারো? ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দু'টো বক্তৃতা দিয়ে, কি কাগজে দু'পাতা লিখে তোমরা কি তাদের এদেশ থেকে তাড়াতে পারবে?

[ইতিমধ্যে পাণ্ডব গড়গড়া নিয়ে প্রবেশ করে ও সেটা রেখে, তার নলটা শ্রীনাথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। শ্রীনাথ চেয়ারে বসে গড়গড়া টানতে থাকেন। জ্ঞানেন্দ্র বলে :]

জ্ঞানেন্দ্র। তা হয়তো পার্বে না বাবা, কিন্তু সরকারের কাজের সমালোচনার অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকের আছে।

শ্রীনাথ। Don't argue জ্ঞান। আইন বাঁচিয়ে কি ভাবে সমালোচনা করতে হয়, তা আমার জানা আছে; কিন্তু তুমি তোমার কাগজে যে

সব কথা লিখ্‌ছো, বা তোমার দাদা বক্তৃতায় যা বল্‌ছে বা লিখ্‌ছে, তা অনেক সময়ে Seditious এর পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ছে—তা জানো? মনে রেখো, তোমাদের প্রতিটি কার্য্য-কলাপের ওপর আমার লক্ষ্য আছে।

[ইতিমধ্যে রমণীসুন্দরী প্রবেশ করেন ও বলেন :]

রমণীসুন্দরী। ওগো, ডাক্তারকে কি কেউ ডাক্‌তে গেছে?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ—সুরেনকে পাঠিয়েছি।

রমণীসুন্দরী। বৌমা বড্ড ছট্‌ফট্‌ করছেন; কি কষ্ট হচ্ছে মুখে বল্‌তে পারছেন না।

শ্রীনাথ। আর বমি করেছেন কি?

রমণীসুন্দরী। হ্যাঁ, তুমি চলে আসার পর এইটুকুর মধ্যে আরও বার দুই বমি করলেন।

[ইতিমধ্যে সুরেন দরজার কাছে মুখ বাড়িয়ে বলে :]

সুরেন। বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

শ্রীনাথ। [রমণীসুন্দরীকে] যাও গো যাও, দেখ, ডাক্তারবাবু কি বলেন।

[রমণীসুন্দরী চলে যেতে যান—জ্ঞানেন্দ্র বলে :]

জ্ঞানেন্দ্র। চলো মা, আমিও যাই—

[শ্রীনাথ ব্যতীত সকলে চলে যায়। শ্রীনাথ একা বসে বসে গড়গড়া টানতে থাকেন। ইতিমধ্যে নেপথ্য থেকে পাণ্ডবের গলা শোনা যায়]

পাণ্ডব। [নেপথ্যে] আসুন বাবু, আসুন—বাবু এই ঘরেই আছেন।

[পাণ্ডব বিদ্যাসাগর মশাইকে ঘরে এনে একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে চলে যায়। বিদ্যাসাগর মশাই বসতে বসতে বলেন :]

বিদ্যাসাগর। কি ব্যাপার শ্রীনাথ? পাণ্ডবের মুখে শুন্‌লাম বৌমার নাকি ভীষণ অসুখ?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ—আর বোলো না ভাই। এই ঘণ্টা দুয়েক আগে থেকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

বিদ্যাসাগর। তা ডাক্তার দেখেছে? কি রোগ বলে?

শ্রীনাথ। ডাক্তারবাবু এই এলেন, বৌমাকে দেখ্‌ছেন। উনি দেখে এলে, বুঝ্‌বো কি হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। ভাবলাম ছুটির দিন, যাই তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। তা পাণ্ডবের কাছে কথাটা শুনে, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। তা উপেন কোথায়?

শ্রীনাথ। দেবেনকে তো পাঠিয়েছি শিবনাথের বাড়ী তার খোঁজ করতে।

বিদ্যাসাগর। ঐ আর এক হতভাগা! জাত খুইয়ে বস্‌লো!

শ্রীনাথ। জাত খুইয়ে বস্‌লো!

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ। এই ক'দিন আগে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে।

শ্রীনাথ। এঁ্যা! বলো কি?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ। ওর বাপ হরানন্দ কাল এসেছিল আমার কাছে। দুঃখ করতে লাগলো—বল্‌লে—ছেলের ওপর আমি অনেক আশাই করেছিলাম, এখন সব আশায় আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি। বল্‌লে—যে সন্তান ধর্ম্মান্তরিত হয়ে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে,—তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি দরিদ্র আছি, দরিদ্রই থাকবো।

শ্রীনাথ। আমাকেও হয়তো শিবনাথের বাবার মত কঠোর হতে হবে। দায়িত্ব-জ্ঞানহীন পুত্রের ওপর আশা করা বৃথা। এই দেখ, বৌমার এত বড় অসুখ—অথচ সে বাড়ীতে নেই।

[ইতিমধ্যে দেবেন প্রবেশ করে ও বলে :]

দেবেন। বাবা, দাদা এসেছেন।

শ্রীনাথ। আচ্ছা, তুমি যাও।

[দেবেন চলে যায়। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন :]

বিদ্যাসাগর। উপেন তাহলে শিবনাথের ওখানেই ছিল?

শ্রীনাথ। ওখানে থাকবে না তো যাবে কোথায়? ওদের Indian Radical League-এর Office-ই শুনতে পাই সেখানে।

[এমন সময়ে ডাক্তারের সঙ্গে উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও ডাক্তারের ব্যাগ হাতে পাণ্ডব প্রবেশ করে। শ্রীনাথ বলেন :]

—এই যে আসুন ডাক্তারবাবু, কেমন দেখলেন বলুন?

ডাক্তার। ভাল নয়। ওষুধ একটা খাইয়ে দিয়ে গেলাম, তবে আমার মতে এসব রুগীকে এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্ত্তি করাই ভাল।

শ্রীনাথ। হাসপাতালে? কেন, কি হয়েছে কি?

ডাক্তার। কলেরা। খুবই খারাপ ধরণের কলেরা। বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করা আমি উচিত বলে মনে করছি না। যাই হোক—ওষুধটা তো খাইয়েছি। যদি কাজ হয় তো চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তবে আমার মতে, এখুনিই Medical College-এ পাঠাতে পারলেই ভাল হয়। আচ্ছা—এখন আমি আসি। আধঘণ্টা বাদে আমাকে একটা খবর দেবেন।

[ডাক্তারবাবু চলে যান। সঙ্গে ব্যাগ হাতে পাণ্ডব তাঁকে অনুসরণ করে। বিদ্যাসাগরমশাই বলেন :]

বিদ্যাসাগর। তাহলে আর দেরী না করে, ডাক্তারবাবু যা বলে গেলেন, তাই কর শ্রীনাথ; বৌমাকে Medical College-এই পাঠানোর ব্যবস্থা করো।

শ্রীনাথ। না-না, ঘরের বৌকে আমি হাসপাতালে পাঠাতে পারব না।

বিদ্যাসাগর। বুঝতে পারছি, ঘরের বৌ বলে নয়, বড়লোকের পুত্রবধূ বলে তুমি বৌমাকে হাসপাতালে পাঠাতে চাইছ না। আচ্ছা শ্রীনাথ, হাসপাতালটা কি শুধু গরীবের জন্যে? বড়লোকের জন্যে নয়? ভুলে যেও না শ্রীনাথ, রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা গরীবেরও যা—বড়লোকেরও তাই।

শ্রীনাথ। এ সব রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভাল—আমি ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে এখুনি call দিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

বিদ্যাসাগর। যা ভাল বোঝ কর—তবে বড় দুঃসংবাদ নিয়ে যাচ্ছি, বৌমা কেমন থাকেন, খবরটা আমায় জানিও।

[দুঃখিত মনে বিদ্যাসাগর মশাই চলে যান। সুরেন্দ্র বলে :]

সুরেন্দ্র। ডাক্তারবাবু যা বলে গেলেন বাবা, তাতে চিকিৎসা বদল করা এখন আর বোধহয় ভাল হবে না। তার চেয়ে আমি গাড়ীটা জুত্‌তে বলি, বৌদিকে নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি Medical College-এই যাই।

শ্রীনাথ। না। তার চেয়ে তুমি বরং গাড়ীটা জুতে, ডাক্তার সরকারকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।

[কথাক'টি বলে শ্রীনাথ চলে যান। উপেন্দ্র বলে :]

উপেন্দ্র। তুই বরং এক কাজ কর সুরেন, পাল্কীর আড্ডা থেকে তাড়াতাড়ি একটা পাল্কী নিয়ে আয়। গাড়ীর দরকার নেই, পাল্কী করেই আমরা তোদের বৌদিকে Medical College-এ নিয়ে যাব।

জ্ঞানেন্দ্র। কিন্তু বাবা যে বারণ করে গেলেন দাদা।

উপেন্দ্র। করুন। বাবা কলকাতার সহরের সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলের একজন বড়মানুষ, তাই তাঁর পুত্রবধূকে হাসপাতালে দিতে আত্ম-সম্মানে বাধ্‌ছে ; কিন্তু আমি কুলত্যাগী দীন-দরিদ্র সাধারণ মানুষ। আমার

কোনও আত্মসম্মান নেই ; তাই আমার স্ত্রীকে আমি হাসপাতালেই পাঠাতে চাই—তোরা ব্যবস্থা কর।

সুরেন্দ্র। দাদা, কি বলছো তুমি ? তাহলে যা শুনেছি—তা কি সত্যি ?

উপেন্দ্র। কি শুনেছিস তোরা জানি না—কিন্তু জেনে রাখ—এখন আর আমি তোদের কেউ নই। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে একখানা ঘর ঠিক করেছি, বিকেল বেলা তোর বৌদিকে নিয়ে যাব বলে ; শিবনাথকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি, তোর বৌদি যেন তৈরী থাকে ; এর মধ্যে দেবেন গিয়ে এই খবর দিলে ! যা—আর দেরী করিস নি সুরেন—তাড়াতাড়ি একটা পাল্কীর ব্যবস্থা কর।

[সুরেন্দ্র বেরোতে যাবে ইতিমধ্যে রমণীসুন্দরী তার সামনে এসে দাঁড়ান ও বলেন :]

রমণীসুন্দরী। কোথায় যাচ্ছিস সুরেন ?

সুরেন্দ্র। পাল্কী ডাকতে। বৌদিকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব মা !

রমণীসুন্দরী। হাসপাতালে আর নিয়ে যেতে হবে না—তোরা আলতা-সিঁদুর নিয়ে আয়, ফুল নিয়ে আয়—বৌমাকে আমার সাজাতে হবে।

উপেন্দ্র।
জ্ঞানেন্দ্র। } মা !
সুরেন্দ্র।

রমণীসুন্দরী। নিমেষের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল ! কাউকে কিছু জান্‌তে দিলে না—বুঝ্‌তেও দিলে না—

উপেন্দ্র। তুমি ঠিক বলেছ মা, কাউকে কিছু জান্‌তে দেবে না—বুঝতে দেবে না বলেই ও চলে গেল ! সব দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার হাত থেকে ও আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে গেল !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জ্ঞানেন্দ্রনাথের ঘর। তখন বিকেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ "সময়" কাগজের প্রুফ্ দেখছেন। ইতিমধ্যে রমণীসুন্দরী প্রবেশ করেন ও বলেন :]

রমণীসুন্দরী। হ্যাঁরে জ্ঞান, এর মধ্যে তোর দাদার কাছে গিয়েছিলি ?

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাঁ মা। মধ্যে একদিন গিয়েছিলাম; কিন্তু দাদার দেখা পাই নি। শিবনাথদাদা বল্লে—দাদা ক'দিনের জন্যে নাকি মাদ্রাজ গেছেন বক্তৃতা করতে, আজ-কালের মধ্যেই ফিরবেন। ভাবছি—কাল আবার খবর নেব।

রমণীসুন্দরী। বৌমাকে নিয়ে সেই যে শ্মশানে গেল, আর এ বাড়ীতে ফিরলো না! সব সময়ে ওর জন্যে বুকটা আমার হু-হু করছে রে!

জ্ঞানেন্দ্র। তোমার তো হতেই পারে মা। দাদার জন্যে আমাদেরই কি কম কষ্ট হচ্ছে ? আমাদের এতবড় বাড়ী ছেড়ে দাদা বৌদিকে নিয়ে থাকবেন বলে একখানা ঘর ভাড়া করেছিলেন।

রমণীসুন্দরী। ও যে তলে তলে এত কাণ্ড করেছিল, তা আমরা কেউ জানতে পারিনি। বরাবরই ও আমার অভিমানী; তাই অভিমানের বশেই সব সম্পর্ক ছেদ করে ও চলে গেল!

জ্ঞানেন্দ্র। সেদিন শ্মশানে চিতার সামনে বসে দাদা বল্‌ছিলেন—জানিস, ধর্ম্মান্তরিত হয়েছি শুনে, তোর বৌদির সেদিন কি কান্না! বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার জন্যে নয়—মাকে ছেড়ে যেতে হবে বলেই ওর সব চেয়ে দুঃখ হয়েছিল।

রমণীসুন্দরী। তাই বোধহয় আমার কোলেই মাথা রেখে চলে গেল! আমার হয়েছে জ্বালার ওপর জ্বালা! এখন আবার হয়েছে উপেনের জন্যে ভাবনা। ও তো সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে জ্ঞান কিন্তু তবুও তো আমি ওকে ভুলতে পারছি না।

জ্ঞানেন্দ্র। তোমার পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক মা!

রমণীসুন্দরী। ও ফিরে এলে একদিন ওর কাছে আমায় চুপি চুপি নিয়ে যাবি জ্ঞান?

জ্ঞানেন্দ্র। নিয়ে তোমায় যেতে পারি মা—কিন্তু বাবা যদি টের পান তো এই নিয়ে আবার একটা অশান্তি হবে।

[ইতিমধ্যে সুরেন্দ্র আসে ও বলে ঃ]

সুরেন্দ্র। মেজদাদা আজকের অমৃতবাজার পড়েছো?

জ্ঞানেন্দ্র। না। কিছু নতুন খবর আছে নাকি?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ। Indian Radical League-এর হয়ে দাদা মাদ্রাজে যে বক্তৃতা করেছেন, তা খুব ফলাও করে আজ অমৃতবাজারে বেরিয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র। তাই নাকি?

রমণীসুন্দরী। মাদ্রাজে গিয়ে উপেন কি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছে সুরেন?

সুরেন্দ্র। অসবর্ণ বিবাহ আর বিধবা বিবাহের সপক্ষে খুব ভাল বক্তৃতা করেছেন মা।

রমণীসুন্দরী। কি যে সমাজ-সংস্কারের নেশা ওকে পেয়ে বস্‌লো, যার জন্যে বাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেই সে চলে গেল!

জ্ঞানেন্দ্র। সম্পর্ক ত্যাগ করবো বল্‌লেই কি সম্পর্ক ত্যাগ করা যায় মা?

এ কি জলের দাগ যে মুছে যাবে, মিলিয়ে যাবে? দাদা এখনও তোমার—দাদা এখনও আমাদের।

রমণীসুন্দরী। আমার তাকে আর বলি কি করে বাবা? আমার কাছ থেকে সে যে আজ অনেক দূরে সরে গেছে!

জ্ঞানেন্দ্র। দাদা তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন—সে কথা সত্যি মা! কিন্তু দাদা এখন আর শুধু আমাদের নন, দাদা এখন অনেকের।

সুরেন্দ্র। ঠিক বলেছো মেজদাদা—দাদা এখন অনেকের। শিবনাথ দাদা আর দাদার কথা আজ কলকাতার অনেকের মুখে মুখেই ফিরছে।

জ্ঞানেন্দ্র। সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসে গিয়েছিলাম একটা লেখা দিতে, অমৃতবাজার পত্রিকার হেমন্তবাবু আর ওঁর ভাই শিশিরবাবু দাদার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। দাদার ধর্ম্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে যদিও ওঁরা একমত নন, তবুও একথা ওঁরা অকপটে স্বীকার করলেন যে, ও যা মুখে বলে. কাজেও তাই করে। বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার দুর্জ্জয় সাহস ওর আছে।

রমণীসুন্দরী। ঠিকই বলেছেন। ছেলে বয়েস থেকেই ও খুব সাহসী। তাইতো ওর জন্যে আমার সব সময়ে ভয়-ভাবনা। যাই হোক, মাঝে মাঝে তোরা গিয়ে ওর খবরটা আমায় এনে দিস্।

জ্ঞানেন্দ্র। দেব মা। দাদার জন্যে তুমি ভেব না।

[রমণীসুন্দরী চলে যেতে গিয়ে ফিরে বলেন :]

রমণীসুন্দরী। হ্যাঁরে সুরেন, বৌমার যে ছবিটা করতে দিয়েছিলি—সেটার কি হলো?

সুরেন্দ্র। ফোটোর দোকানে দেখিয়েছিলাম, ওরা বলছে—বিয়ের

সময়কার ফোটো—দাদাকে বাদ দিয়ে, বৌদির একার ছবিটা খুব ভাল হবে না। বলো তো, দাদা-বৌদির ঐ বিয়ের ফোটোটাই না হয় বড় করে নিয়ে আসি।

রমণীসুন্দরী। বড় করে যে নিয়ে আস্‌বি, সে ছবি কি এ বাড়ীতে টাঙাতে পারবো বাবা? উনি কি তা টাঙাতে দেবেন? তার চেয়ে ছবিটা তুই ফেরৎ নিয়ে আসিস্‌, আমি আমার বাক্সয় তুলে রাখ্‌বো। মনটা যখন হু-হু করে উঠ্‌বে, তখন এক-একবার বাক্স খুলে ছবিটা দেখ্‌ব।

[রমণীসুন্দরী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে চলে যান। সুরেন্দ্র বলে:]

সুরেন্দ্র। কি করা যায় বলো তো মেজদাদা? মাকে নিয়ে তো বড় মুস্কিল হলো!

জ্ঞানেন্দ্র। কিন্তু উপায় কি? মা-র এ কষ্ট তো আমরা হাত দিয়ে মুছে দিতে পারবো না।

সুরেন্দ্র। তা ঠিক। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? মা-কে নিয়ে দিন কতক কোনও তীর্থে একটু ঘুরিয়ে আন্‌লে হয় না?

জ্ঞানেন্দ্র। কথাটা মন্দ বলিস্‌ নি—কিন্তু তোর আমার মতে তা কি হবে রে!

[সহসা নেপথ্য থেকে শ্রীনাথের কণ্ঠ শোনা যায়—"সুরেন—সুরেন"। জ্ঞানেন্দ্র ও সুরেন্দ্র বিব্রতবোধ করে। জ্ঞানেন্দ্র চাপা গলায় বলে:]

—বাবা তোকে ডাকছেন। যা—এই বেলা চলে যা,—নইলে তোকে খুঁজতে হয়তো এই ঘরেই এসে হাজির হবেন।

[সুরেন ঘর থেকে বেরোতে যাবে—হঠাৎ শ্রীনাথ প্রবেশ করেন। সুরেন্দ্র বলে:]

সুরেন্দ্র। আমায় ডাকছেন বাবা?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ। আজ কোর্টে Justice Markby-র সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। এ কথা সে কথার মাঝে উনি বললেন,—শিগ্‌গির আরও কিছু নতুন Attorney করা হবে। তুমি বরং এইবেলা তাড়াতাড়ি আইনটা দিয়ে নাও সুরেন।

সুরেন্দ্র। কিন্তু Mathematics-টা যে আমার ভাল লাগে বাবা।

শ্রীনাথ। বেশ তো, Law দেবার পর, আবার না হয় Mathematics নিয়ে পড়ো। দেখ, তোমরা যদি কেউ এ লাইনে না আস, তাহলে আমার অবর্তমানে, আমার এতবড় Practice সবই তো নষ্ট হয়ে যাবে। জ্ঞান M. A. B. L. পাশ করেছিল—আমি ওর ওপর অনেক আশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ও হয়তো আমার ব্যবসায়ে আসবে; কিন্তু আমার Profession-এ ও এলো না, Bar-এ join করেও ছেড়ে দিল—সুরু করলো journalism.

সুরেন্দ্র। আমাকে দু' একদিন ভাবতে সময় দিন বাবা।

শ্রীনাথ। বেশ তো ভাবো। তবে আমি চাই তোমাকে Attorney করতে।

[শ্রীনাথ চলে যান। জ্ঞানেন্দ্র বলে :]

জ্ঞানেন্দ্র। কিরে—কি করবি ?

সুরেন্দ্র। ভেবে দেখি ? কি করা যায়।

জ্ঞানেন্দ্র। বাবা যখন অত করে বলছেন, তুই না হয় আইনের ব্যবসায়ে লেগে পড়্।

সুরেন্দ্র। ভেবে দেখি কোন্‌টা সোজা—"অ" না "আ"—অঙ্ক না আইন। যদি বুঝি, অঙ্কর সঙ্গে আইনটা হিসেবে ফাজিল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে দেশত্যাগ করে সমুদ্রযাত্রা করবো।

জ্ঞানেন্দ্র। তার মানে বিলেত যাবি?

সুরেন্দ্র। আপাততঃ ইচ্ছে রইলো—তবে সবটাই নির্ভর করছে [হাতে টাকা বাজানোর ভঙ্গী করে] এটার ওপর।

জ্ঞানেন্দ্র। [হেসে] ওঃ! বুঝেছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শিবনাথের বাড়ী। তখন বেলা ৯/১০টা। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ শিবনাথের সঙ্গে কথা বল্ছেন:]

শিশির। আরে আমাকে যে উপেন বল্লে বেলা ৯টা-১০টার সময়ে এসো, ঐ সময়ে আমি বাড়ী থাক্‌বো।

শিবনাথ। ওর কথা বাদ দাও শিশির। খামখেয়ালী লোক--তোমাকে আসতে বলে, সেকথা হয়তো ভুলেই গেছে। এই দেখ না, আজ দিন দুয়েক হলো মান্দ্রাজ থেকে ফিরেছে, এরমধ্যে ও কোথা থেকে খবর পেয়েছে—এক সদ্য বিধবা মেয়ের মা, তার মেয়ের আবার বিয়ে দিতে চান! খবরটা পেয়ে আমাকে বল্লে, মেয়ের মায়ের সঙ্গে আমি দেখা করবো। উনি যদি আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হন, তাহলে আমি তাকে বিয়ে করবো।

শিশির। বলো কি!

শিবনাথ। হ্যাঁ। বল্লাম—দেখ্, কিছু দিন আগে তোর স্ত্রী মারা গেছে, এত তাড়াতাড়ি যদি দুম্ করে আবার বিয়ে করে বসিস্—তাহলে লোকে বল্‌বে কি! তা বল্লে—লোকের বলা আমি গ্রাহ্য করি না।

শিশির। সত্যিই ও গ্রাহ্য করে না। ও দুর্জ্জয়—ও দুর্ব্বার। ও যখন

ধরেছে বিধবা বিবাহ করবে, তখন আমি বলছি শিবনাথ, তুমি দেখে নিও—ও বিধবা বিবাহ করবেই।

শিবনাথ। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। কারণ, কথাপ্রসঙ্গে কাল আমায় পরিষ্কার জানালে—অসবর্ণ বিবাহ আর বিধবা বিবাহ—যার সপক্ষে এত বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি, নিজে যদি সে কাজ না করতে পারি, তাহলে লোকে আমাদের কথা শুনবে কেন ?

শিশির। কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলে নি। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শেখাও।' যাই হোক,—ও এলে তুমি ওকে বোলো, আমি এসেছিলাম। আমার সঙ্গে কি বিষয়ে আলোচনা করতে চায়, তা আমি জানি না—তবে ব্যাপারটা যে খুব জরুরী, তা ও চিঠির মারফতে জানিয়েছে। তাহলে আমি এখন চলি শিবনাথ—

[শিশিরকুমার উঠতে যান। সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্র প্রবেশ করে ও বলে :]

উপেন্দ্র। আরে—যাবে কোথায় ? তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ পরামর্শ আছে।

শিশির। তা তো আছে ; কিন্তু এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?

উপেন্দ্র। একটু ভবানীপুরে গিয়েছিলাম—পাত্রীর সন্ধানে।

শিশির। তা পাত্রটি কে ?

উপেন্দ্র। স্বয়ং আমি।

শিশির। বল কি ! তুমি আবার বিয়ে করবে ?

উপেন্দ্র। হয়তো করতাম না ; কিন্তু সদ্যবিধবা মেয়েটির মা আর তার বড় বোন, মেয়েটির আবার বিয়ে দেওয়ার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছেন। তাই শুনে, সেখানে গিয়েছিলাম।

শিবনাথ। তা শেষ পর্য্যন্ত কি হলো ?

উপেন্দ্র। মেয়েটির মায়ের ভাগ্য বড়ই খারাপ। ক'বছর আগে স্বামীকে হারিয়ে তিনি ভাইয়ের সংসারে এসেছেন। কষ্টে-সৃষ্টে বড়মেয়েটির কোনরকমে বিয়ে দেওয়ার বছর দুই পরেই মেয়েটি বিধবা হয়েছে। তারপর, এই মাস তিনেক আগে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ভিক্ষে-শিক্ষে করে ছোট মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন—তিন দিন যেতে না যেতেই সে মেয়েটিও বিধবা হয়েছে।

শিবনাথ। আহা !

উপেন্দ্র। দুঃখে শুধু হা-হুতাশ করলেই হবে না শিবনাথ। আমি ওঁদের কথা দিয়ে এসেছি—মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব।

শিশির। তারা জাতিতে কি ?

উপেন্দ্র। উগ্রক্ষত্রিয়। এতদিন অসবর্ণ আর বিধবা-বিবাহের অনুকূলে বুলি আউড়ে এসেছি, এখন নিজে সে কাজ করে, অনাথা মেয়েটিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবো।

শিশির। আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করি।

উপেন্দ্র। শুধু প্রশংসা করেই হবে না শিশির, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সাহায্য চাই। মেয়েটির মামার বিধবা-বিবাহে ঘোরতর আপত্তি ; তাই মেয়েটির মা আর দিদির সঙ্গে গোপনে দেখা করে বলে এলাম—আপনারা যদি বিশ্বাস করে, মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দেন, তাহলে একটি রাত মেয়েটিকে কোথাও রেখে, কালই আমি তাকে বিবাহ করবো।

শিবনাথ। বলিস্ কি উপেন ? তোর প্রস্তাবে মেয়ের মা রাজী হয়েছেন ?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ। আমি গাড়ী নিয়ে তাঁদের বাড়ী থেকে একটু দূরে অপেক্ষা

করবো, মেয়ের মা এবং দিদি সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার গাড়ীতে মেয়েটিকে তুলে দিয়ে যাবেন। এখন এই ব্যাপারে আমি তোর সাহায্য চাই।

শিবনাথ। তা তোর সঙ্গে গিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে আসা, বিয়ের ব্যবস্থা করা—সবই না হয় করলাম, কিন্তু অতবড় মেয়েটাকে এক রাতের জন্যে কার বাড়ীতে রাখ্‌বি ? কেউ রাখতে রাজী হবেন বলে তো মনে হয় না।

উপেন্দ্র। আমাদের সমাজের কাউকে বলে কয়ে যে করেই হোক—এ ব্যবস্থা তোকে করতেই হবে।

শিশির। মেয়েটির মামার কথা যা বল্‌ছো উপেন, তিনি যদি কোনও রকমে জানতে পারেন, তাহলে কিন্তু থানা-পুলিশ হয়ে যাবে।

উপেন্দ্র। শুধু একটা রাতের জন্যে মেয়েটিকে কেউ আশ্রয় দিলে, পরের দিনই তো সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তখন ওর মামা থানা-পুলিশ করে আর করবেন কি ?

শিবনাথ। মেয়েটির সঙ্গে তোর কথা হয়েচে ?

উপেন্দ্র। হয়েছে। স্পষ্টই বল্‌লে—মামার সংসারে মা-দিদির অবস্থা তো দেখ্‌ছি। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর পরণের একটা কাপড়ের জন্যে তাঁরা কি দুঃখ-কষ্টই না সহ্য করছেন! আমি আর সে দুঃখ কষ্ট বাড়াতে চাই না।

শিবনাথ। ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি গুরুচরণ মহলানবীশের কাছে যাচ্ছি—তাঁকে গিয়ে সব ঘটনা বল্‌ছি—তিনি এ সব ব্যাপারে খুব উৎসাহী। আমার মনে হয়, এক রাত্রির জন্যে মেয়েটিকে আশ্রয়

দিতে তিনি রাজী হলেও হতে পারেন। তুই একটু অপেক্ষা কর—আমি এক্ষুণি ওঁর সঙ্গে কথা বলে আসছি। এসো শিশির—

[শিশিরকুমার উঠ্‌তে যান, উপেন্দ্র বাধা দিয়ে বলে :]

উপেন্দ্র। তুই একা যা শিবনাথ—শিশিরের সঙ্গে আমার একটা জরুরী পরামর্শ আছে।

[শিবনাথ চলে যান। শিশির বলেন :]

শিশির। বলো—কি পরামর্শ ?

উপেন্দ্র। দেখো, Indian Radical League-এর কাজে এখানে ওখানে বহু জায়গাতেই তো বক্তৃতা করে বেড়ালাম, সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধও লিখ্‌লাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এর দ্বারায় দেশটাকে খুব তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা যাবে না। কারণ, এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। তারা প্রবন্ধও পড়ে না, আবার বক্তৃতার আসরেও উপস্থিত হতে চায় না। তাই মনে করেছি—নাট্যশালার মাধ্যমে আমি এ কাজ করবো।

শিশির। [সোৎসাহে] খুব ভাল কথা। একাজে আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি নিজে নাটক লিখ্‌তে পারো, কাজেই তুমি তোমার ইচ্ছেমত নাটক লিখে, তোমার মতবাদ প্রচার করতে পারবে।

উপেন্দ্র। কিন্তু সে কাজ করতে গেলে নিজস্ব নাট্যশালা চাই। Bengal Theatre-এ তোমার চেষ্টায় আমার "শরৎ-সরোজিনী" নাটক অভিনীত হয়েছিল। দর্শকের আসনে বসে দেখেছি—তারা দুঃখে কেঁদেছে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে—আবার যেখানে শরতের মুখ দিয়ে বলিয়েছি—"ফোর্ট উইলিয়াম, যদি আমরা নিতান্ত স্বার্থপর

ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হয়ে, কিয়ৎ পরিমাণেও মনুষ্য নামের অধিকারী হতেম, তাহলে তোমার এই উদ্ধত বাক্য এতদিন সহ্য করতে হত না, —তুমি কোন্‌কালে ভূমিশায়ী হতে—তোমার একখানি ইষ্টকের উপর আর একখানিও থাকত না।" কথাগুলি শুন্‌তে শুন্‌তে দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌তো। তুমি নাট্যশালাকে ভালবাস শিশির, আর এই ভালবাসার জন্যে প্রতিদিন তোমাকে বহু বিপক্ষ-সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বা হচ্ছে ; কিন্তু সেসব উপেক্ষা করে নাট্যশালার উন্নতির জন্যে তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছ। তুমি কি পার না শিশির, আমাকে একটা নাট্যশালা জোগাড় করে দিতে?

শিশির। চেষ্টা করবো। শুনছি, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অবস্থা এখন বিশেষ ভাল নয়। ভুবন নিয়োগীর সঙ্গে কথা বলে দেখি। আমার মনে হয়, তোমার মতন একজন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তিকে পেলে বাংলার নবজাত নাট্যশালা সুদীর্ঘ জীবন লাভ করবে।

উপেন্দ্র। নাট্যশালার ভবিষ্যৎ কি হবে, তা আমি জানি না শিশির, তবে লোকরঞ্জনের মাধ্যমে লোক-শিক্ষার হাতিয়াররূপে আমি নাট্যশালাকে পেতে চাই।

[ইতিমধ্যে শিবনাথ ফিরে আসেন ও ডাকেন :]

শিবনাথ। উপেন!

উপেন্দ্র। ফিরে! —কি হলো?

শিবনাথ। গুরুচরণবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। সব শুনে, উনি মেয়েটিকে একরাত্রির জন্যে আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছেন। সেইসঙ্গে কালই যাতে বিয়ে হয়, তারও ব্যবস্থা করে এলাম। গুরুচরণবাবু নিজে বিবাহবাসরে উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন।

উপেন্দ্র। বেশ, তাহলে তুই আর আমি আজ সন্ধ্যায় গিয়ে, মেয়েটিকে নিয়ে এসে, গুরুচরণবাবুর বাড়ীতে তুলে দেব।

শিশির। ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি উপেন, তোমার এবারের বিবাহিতজীবন যেন সুখের হয়।

তৃতীয় দৃশ্য

[ভবানীপুর। তখন সন্ধ্যা। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি গলির মুখ। মধ্যে মধ্যে পাল্কী বেহারাদের পাল্কী বয়ে নিয়ে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা যায়। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে গলির মুখে এসে দাঁড়ায় দু'টি মেয়ে। একজনের পরণে আধময়লা সাদা থান, অপর মেয়েটির পরণে অপেক্ষাকৃত ফরসা থান। হাতে দু' গাছি সরু চুড়ি। উভয়ের চোখে-মুখে ভয় ভাবনার ছাপ সুপরিস্ফুট। ছোট মেয়েটির নাম সৌরভিনী, অপর মেয়েটি তার দিদি। দিদি বলে :]

সৌঃ দিদি। কিরে, ভয় করছে না তো সৌরভ ?

সৌরভিনী। [মাথানেড়ে]—না।

সৌঃ দিদি। অচেনা, অজানা লোকের হাতে তোকে তুলে দিতে এই রাজ-রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি—জানি না, অদৃষ্টে তোর কি আছে ?

সৌরভিনী। অদৃষ্টে আমাদের যা ছিল, তা তো হয়েই গেছে দিদি, দুঃখ-ভোগ করতেই মা আমাদের পেটে ধরেছিলেন। এর চেয়ে আরও দুঃখ যদি অদৃষ্টে থাকে, ভোগ করবো।

সৌঃ দিদি। সকালে যিনি এসেছিলেন, তিনি তাঁর নাম বলে গেছেন—উপেন দাস। বড়লোকের ছেলে কিন্তু বাড়ীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কথাবার্ত্তা শুনে মনে হোল, বিদ্বান।

সৌরভিনী। আমারও তাই মনে হয়েছে দিদি, সেইজন্যেই এই বিয়েতে মত দিয়েছি। ভাগ্য নিয়ে পাশা খেলতে বসে, এখন পেছিয়ে গেলে চল্‌বে কেন?

সৌঃ দিদি। ঠিক বলেছিস্। মনে এই সাহস সব সময়ের জন্যে রাখিস্ সৌরভ! তাহলে জান্‌বি, কেউ তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

সৌরভিনী। আসবার সময়ে মা বড় কান্নাকাটি করছিলেন, তুমি তাঁকে দেখো দিদি।

সৌঃ দিদি। মার জন্যে তুই ভাবিস্ না, আমি তো তাঁর কাছে রইলাম। তুই যদি কোনদিন সুখী হোস, তাহলে মা-র সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

[ইতিমধ্যে ঘোড়ার গলার ঘণ্টা ও ক্ষুরের শব্দ দূর থেকে ভেসে আসে—
তাই শুনে, সৌরভিনীর দিদি বলে:]

—ঐ একটা ঘোড়ার গাড়ী আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে—

[হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ থেমে যায়। সৌরভিনীর দিদি নেপথ্যের
দিকে চেয়ে বলে:]

—ঐ যে দুটি ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নামলেন। সৌরভ! ওঁরা এদিকেই আসছেন।

[সহসা উপেন ও শিবনাথ প্রবেশ করে। উপেন বলে:]

উপেন্দ্র। এই যে, আপনারা কতক্ষণ এসেছেন?

সৌঃ দিদি। এই একটু আগে।

উপেন্দ্র। কই, আপনাদের মা আসেন নি?

সৌঃ দিদি। না। মামা আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরেছেন বলে, মা

আর আসতে পারলেন না। তিনজনে একসঙ্গে বেরোলে মামা সন্দেহ করতে পারেন তো? তাই আমি একাই সৌরভকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। যাক্, আর দেরী করবেন না, গাড়ী যখন নিয়ে এসেছেন, তখন সৌরভকে এইবেলা আপনারা নিয়ে যান। এর মধ্যে যদি কেউ দেখে ফেলে, তাহলে মুস্কিল হবে!

শিবনাথ। আপনার বোনকে যখন নিতে এসেছি—নিয়ে যাবো; কিন্তু কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, তা তো একবারও জানতে চাইলেন না?

সৌঃ দিদি। জলে যে ডুবে যায়, তাকে যদি তাড়াতাড়ি জল থেকে তোলা হয়, তাহলে অনেক সময় সেই জলে ডোবা মানুষও বেঁচে ওঠে। আপনারা জলে ডোবা সৌরভকে বাঁচাতে এসেছেন। সত্যিই যদি ও বাঁচে, তাহলে বুঝ্‌বো আপনাদের দয়াতেই ও বাঁচ্‌লো। আর যদি না বাঁচে, তাহলে বুঝবো—ওকে আমরা জলেই দিয়ে গেলাম।

শিবনাথ। সাধারণ গেরস্থঘরের মেয়ে হয়ে, আপনি আজ যে কথা বল্‌লেন, তার তুলনা হয় না। তবে এইটুকু আপনাকে বল্‌তে পারি, আপনাদের মত মা-বোনের চেষ্টায় উনি আবার পুনর্জীবন লাভ করতে চলেছেন। এসো বোন।

[সৌরভিনী তার দিদিকে প্রণাম করে। দিদি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। তারপর সৌরভিনীকে ছেড়ে সে বাড়ী ফিরে যেতে উদ্যতা হয়। শিবনাথ পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে সৌরভিনীর দিদিকে বলে :]

শুনুন,—আমাদের এই বাসার ঠিকানাটা নিয়ে যান। পারেন তো আপনার মাকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে আসবেন।

[সৌরভিনীর দিদি সকৃতজ্ঞ চিত্তে কাগজটি নিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। একদিকে সৌরভিনী, উপেন্দ্রনাথ ও শিবনাথ—অন্যদিকে সৌরভিনীর দিদি চলে যান।]

চতুর্থ দৃশ্য

[রমণীসুন্দরীর ঘর। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রমণীসুন্দরী পানের বাটা নিয়ে পান সাজতে বসেছেন। সহসা সোল্লাসে গান গাইতে গাইতে সুরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করে।]

গান

গঙ্গার ঘাটে কেউ হাওয়া খান,
কেউ সাহেবের বকুনি খান।
(আর) আমি শুধু খাই মনের সুখে—
মায়ের হাতের মিষ্টি পান॥

রমণীসুন্দরী। কিরে, আজ যে তোকে খুব হাসিখুশী দেখছি—কি ব্যাপার ?

সুরেন্দ্র। আমাকে তুমি আবার কখন গোম্‌ড়ামুখো দেখো মা ?

রমণীসুন্দরী। তা ঠিক। বাড়ীর এ আবহাওয়াকে তুই যা একটু হাল্কা করে তুল্‌তে চেষ্টা করিস ; কিন্তু আজকে তোকে একটু বেশী খুশী দেখছি বলেই কথাটা জিজ্ঞেস করলাম।

সুরেন্দ্র। সত্যি মা, আজ আমি ভারী খুশী হয়েছি। আনন্দে আজ আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

রমণীসুন্দরী। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

সুরেন্দ্র। ব্যাপারটা শুন্‌লে তুমিও খুব খুশী হবে মা! দাদা আবার বিয়ে করেছেন।

রমণীসুন্দরী॥ বিয়ে করেছে ? আহা ! ও সুখী হোক্। ওর জন্যে সব সময়ে আমার ভাবনা! যাহোক্, ওকে দেখবার তবু একজন লোক হোল। তা হ্যাঁরে, কোথায় বিয়ে করলো ?

সুরেন্দ্র। তা জানি না, তবে লোকে বল্‌ছে অন্যজাতের এক বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছেন।

রমণীসুন্দরী। বলিস্ কি! বিধবা মেয়ে?

সুরেন্দ্র। চম্‌কে উঠ্‌লে কেন মা? দাদা বিধবা বিয়ের জন্যে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবেন, আর নিজে অন্য রকম করবেন—তা কি হয়?

রমণীসুন্দরী। যাক্ যা করেছে—করেছে। ও নিয়ে আর পাঁচ কান করিস নি।

সুরেন্দ্র। দাদা এত বড় একটা কাজ করেছেন, এ কি পাঁচ-কান হতে বাকী থাকবে মা? এরই মধ্যে কোনদিন হয় তো দেখ্‌বে, ফলাও করে খবরের কাগজে খবরটা বেরিয়ে যাবে। ভাব্‌ছি, চুপি চুপি একদিন দাদার বাসায় গিয়ে নতুন বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসবো।

রমণীসুন্দরী। যেদিন যাবি আমাকে বলিস্। একখানা শাড়ী দেব, নিয়ে যাস্। বল্‌বি, মা এটা পাঠিয়েছেন।

সুরেন্দ্র। শাড়ীখানা দাদার সামনে বৌদির হাতে তুলে দিয়ে বল্‌বো—এই নাও বৌদি—মা-র আশীর্ব্বাদ!

[এরমধ্যে জ্ঞানেন্দ্রকে একতাড়া প্রুফ্ হাতে নিয়ে বারান্দা দিয়ে যেতে দেখা যায়। তাকে দেখে সুরেন্দ্র বলে ওঠে :]

মেজদাদা, শোন—শোন—

[জ্ঞানেন্দ্র দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে :]

জ্ঞানেন্দ্র। কি রে?

সুরেন্দ্র। আঃ! জুতোটা খুলে এসোই না মা-র ঘরে।

[জ্ঞানেন্দ্র জুতো খুলে ঘরে এসে বলে :]

জ্ঞানেন্দ্র। বল্, কি বল্‌বি ?

সুরেন্দ্র। [অনুচ্চকণ্ঠে] দাদার খবর শুনেছ ?

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি। কলকাতা শুদ্ধু লোকের একথা শুন্‌তে আর বাকী নেই। আজ এক খবরের কাগজের অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখে এলাম, খবরটা খুব ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। খবরটা শুনে দাদার বাসায় গিয়েছিলুম ; কিন্তু দাদার দেখা পেলাম না—ফিরে এলাম।

সুরেন্দ্র। তা অতদূর গেলে ; নতুন বৌদির সঙ্গে একবার দেখা করে এলে না ?

জ্ঞানেন্দ্র। দাদা বাড়ীতে নেই, কে আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে—তাই চলে এলাম। পথে শিবনাথ দাদার সঙ্গে দেখা, তিনি বল্‌লেন, থিয়েটার নিয়ে দাদা নাকি খুব ব্যস্ত আছেন।

রমণীসুন্দরী। থিয়েটার! ও কি শেষ পর্যন্ত থিয়েটার করছে নাকি ?

জ্ঞানেন্দ্র। না। দাদা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টার হয়েছেন। দাদাই এখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সর্ব্বেসর্ব্বা।

সুরেন্দ্র। বল কি মেজদাদা! কথাটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে —কি বল্‌বো!

রমণীসুন্দরী। থাম্। থিয়েটারের কথা শুনে, আমার মোটেই ভাল লাগছে না। উপেন এত কাণ্ড করে শেষে কিনা থিয়েটারে ঢুক্‌লো ?

সুরেন্দ্র। কেন মা, থিয়েটার কি খারাপ ?

রমণীসুন্দরী। জানি না। তবে বেশীর ভাগ লোকই ত থিয়েটারকে ঘেন্না করে।

জ্ঞানেন্দ্র। তারা থিয়েটারের মন্দটাই দেখে, ভাল দিক্‌টা দেখে না বলেই ঘেন্না করে—নিন্দে করে। দাদা যে কারণে থিয়েটারটা হাতে নিয়েছেন, তার একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে মা!

রমণীসুন্দরী। জানি না, কি ভাল আর কি মন্দ! তবে ওর ভালর চেয়ে মন্দটাই সবাই বেশী করে দেখে বলে, ও যা করে তাতেই আমার ভয় হয়।

জ্ঞানেন্দ্র। এর আগে বেঙ্গল থিয়েটারে দাদার যে নাটক অভিনয় হয়েছিল, সকলেই তো সে নাটকের প্রশংসা করেছিল মা!

সুরেন্দ্র। তুমি ভেবো না মা! আমাদের দেশে থিয়েটারে মেয়ে নিয়ে অভিনয় এই প্রথম হয়েছে তো, তাই অনেকেই 'গেল—গেল' রব তুলেছে! বিদ্যাসাগর মশাইও তো গোড়ায় থিয়েটারের খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। মাইকেলের কথায় থিয়েটারওলারা যেই মেয়ে নিয়ে অভিনয় সুরু করলো—অম্‌নি উনি নাক বেঁকিয়ে সরে দাঁড়ালেন।

রমণীসুন্দরী। ঐ মেয়ে নেওয়ার জন্যেই তো থিয়েটারের এত নিন্দে! একে ঐরকম বিয়ে করে বস্‌লো, তার ওপর আবার থিয়েটার! জানি না ওঁর কানে এসব কথা গেলে আবার কি কাণ্ড করে বসবেন।

সুরেন্দ্র। কাণ্ড আবার কি করবেন? বড়জোর একটু চেঁচামেচি করবেন; কিন্তু তাতে আর এখন হবেটা কি? দাদা তো এখন নাগালের বাইরে—

রমণীসুন্দরী। তোরা তো সবাই এখন নাগালের বাইরে। তাইতো তোদের নিয়ে আমার এত জ্বালা!

[ইতিমধ্যে গড়গড়া হাতে পাণ্ডব আসে, তাকে দেখে সুরেন্দ্র বলে :]

সুরেন্দ্র। কি রে পাণ্ডব--ব্যাপার কি? তামাক নিয়ে এ ঘরে ঢুকলি যে?

পাণ্ডব। মক্কেলরা সব চলে গেল, তাই বাবু বল্লেন—তামাকটা আমার ঘরে দিয়ে আয়—আমি যাচ্ছি—

[গড়গড়া রেখে পাণ্ডবের প্রস্থান। সুরেন্দ্র বলে :]

সুরেন্দ্র। ব্রুফের তাড়া হাতে আর দাঁড়িয়ে থেকো না মেজদাদা, যাও—নিজের কাজে যাও—

রমণীসুন্দরী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোরা যা। আমায় একটু একা থাকতে দে। আমার আর কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

[সুরেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র চলে যায়। রমণীসুন্দরী পানের বাটা গোছ করে তুলে রাখেন। ইতিমধ্যে শ্রীনাথ ঘরে আসেন ও খাটের ওপর বসে গড়গড়া টানতে থাকেন। রমণীসুন্দরী বলেন :]

—কিগো! আফিসঘর থেকে আজ সকাল সকাল চলে এলে যে?

শ্রীনাথ। আজ দু'চারটে মক্কেল ছিল—তাড়াতাড়ি কাজ মিটে গেল, তাই চলে এলাম।

রমণীসুন্দরী। আফিসঘর থেকে তুমি তাড়াতাড়ি ফির্‌লে আমার ভয় হয়।

শ্রীনাথ। কেন?

রমণীসুন্দরী। শরীর-টরীর খারাপ না হলে তো আর তুমি সকাল সকাল আফিসঘর থেকে উঠে আসো না।

শ্রীনাথ। তা বটে। তবে সে ভয় তোমার নেই; শরীর আমার ভাল আছে। ভাব্‌ছি, কাজকর্ম্ম এবার থেকে কমিয়ে দেব। কি হবে

এত বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি নিয়ে? যাদের জন্যে সারাজীবন এতো খাটলাম, তারাই যখন আমার মুখের দিকে চাইছে না—তখন আমি অনর্থক ভূতের ব্যাগার খেটে মরি কেন?

রমণীসুন্দরী। আমি একটা কথা বল্‌বো?

শ্রীনাথ। বেশ তো বলো।

রমণীসুন্দরী। বল্‌ছিলাম কি, জীবনে তো অনেক টাকা রোজগার কর্‌লে, অনেক বিষয়-সম্পত্তি কর্‌লে; কিন্তু যাঁর আশীর্ব্বাদে এ সব হয়েছে, তাঁর সেবার তো কোন ব্যবস্থা করলে না?

শ্রীনাথ। কি করতে বলো তুমি?

রমণীসুন্দরী। আমি বলি কি, আমাদের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন আর মা মঙ্গলচণ্ডীর সেবার জন্যে এবার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করো।

শ্রীনাথ। কথাটা যে আমার মনের কোণে কখনও-সখনও উঁকি-ঝুঁকি দেয়নি তা নয়। তবে ভাব্‌ছি কি জানো—মহাআগ্রহে আমার বাবা যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—আমার জীবদ্দশায় দেবোত্তরের আয় থেকে দেব-সেবার হয়তো কোনও ত্রুটি হবে না; কিন্তু আমার পরে, ছেলেরা হয় তো মনে করবে—তারা দেবতাকে অনুগ্রহ করছে। তারপর আবার তাদের ছেলেরা হয়তো দেবোত্তরের টাকা আত্মসাৎ করে, সেই দেবতার নিগ্রহ করবে। তাই ভয় হয়—

রমণীসুন্দরী। কেন, আত্মসাৎই বা করবে কেন? যদি এমন ব্যবস্থা করে যাও—যে দেবতার সম্পত্তির ওপর কেউ হাত দিতে পারবে না—তাহলেই তো সব দিক রক্ষা হয়।

শ্রীনাথ। হ্যাঁ। শেষ পর্য্যন্ত ঐরকম একটা কিছু করতে হবে, নইলে কি নিয়ে থাক্‌বো আমরা? ছেলেদের তো ব্যাপার-স্যাপার

দেখ্‌ছো—সব স্ব-স্ব প্রধান। কেউ আমার কাছে ঘেঁসে না। সকলেই এড়িয়ে চলে।

রমণীসুন্দরী। তা চলুক; কিন্তু ছেলেরা তো কেউ মুখ্যু নয়—লেখা-পড়ায় তো সবাই ভালো।

শ্রীনাথ। তা ঠিক; কিন্তু লেখাপড়া শিখে কেউ তো আমার ডানহাত-বাঁহাত হলো না। সবাই তো আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। উপেনটা তো জাত খুইয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠ্‌লো। তার ওপর আবার যা করে বসেছে শুন্‌ছি, তা তো আর লোকের কাছে বল্‌বার নয়। কোর্টে আজ একজন বল্‌লে—ও নাকি এক উগ্রক্ষত্রিয় বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছে।

রমণীসুন্দরী। তা ওর যা খুশী হয়, করুক গে যাক্। ওকে তো তুমি ত্যাজ্য করে দিয়েছো। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, সে কথা জানিয়েও দিয়েছো যে, ওর সঙ্গে তোমার আর কোনও সম্পর্ক নেই।

শ্রীনাথ। তা দিয়েছি। কিন্তু শহরের লোক তো এখনও ওকে শ্রীনাথ দাসের ছেলে বলেই জানে। ও যদি এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়ে যা খুশী তাই করতো, তাহলে আমার এত লজ্জা হোত না।

রমণীসুন্দরী। বুঝেছি। মুখে তুমি যতই কঠিন হও না কেন, কিন্তু মনে মনে যে তুমি ছেলেদের কথা ভাবো—তা আমি জানি; নইলে যে ছেলেকে তুমি ত্যাজ্য করেছো, তার কাজের জন্যে এখনও তোমার লজ্জা হয় কেন? সে তো জাত-ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব খুইয়ে তোমার কাছ থেকে চলে গেছে—তবুও কেন তুমি মনে করতে পার না যে, উপেন নেই,—উপেন মরে গেছে!

শ্রীনাথ। উপেন মরে গেছে! —গিন্নি! নদী বালিতে ঢাকা থাক্‌লেই

কি জলের অস্তিত্ব লোপ পায়? পায় না। তাই আমিও ভুল্‌তে পারি না যে—উপেন আমার ছেলে,—আমার অবাধ্য দুর্ব্বিনীত—কুলত্যাগী ছেলে!

পঞ্চম দৃশ্য

[গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের একাংশ। মঞ্চের ওপর সতরঞ্চি পাতা। তার ওপর একটি হারমোনিয়াম। গ্রীনরুমের ভৃত্য কুড়োরাম বাঁয়া-তব্‌লাটা এনে রেখে, চলে যেতে যায়—এমন সময়ে মঞ্চের মালিক ভুবনমোহন প্রবেশ করে বলেন:]

ভুবন। এই কুড়ো—শোন্—রিহার্স্যালের সব জোগাড় করেছিস্?

কুড়োরাম। আজ্ঞে হ্যাঁ। আরও পোয়াটাক তামাক এনে রাখতে হবে।

ভুবন। কাল তো তিনপো তামাক আন্‌লি—এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল!

কুড়োরাম। আজ্ঞে কি করি বলুন? ছেলে-ছোক্‌রারাও যে আজকাল তামাক খাচ্ছে।

ভুবন। বলিস্ কি! ওদের তো হুঁকো নেই! ওরা হুঁকো পাচ্ছে কোথায়?

কুড়োরাম। আজ্ঞে, ওরা দুটো হুঁকো কিনে এনে, আমার কাছে রেখে দিয়েছে।

ভুবন। তাহলে এবার ওদের তামাকও আনতে বলিস্। ছেলে-ছোক্‌রাদের তামাক জোগাতে আমি পারব না। গাছে না উঠ্‌তেই সব এক কাঁদি! কেউ দু'টো কথা বল্‌বেন, কেউ নির্ব্বাক দাঁড়াবেন, তাদের জন্যে আমায় তামাক জোগাতে হবে? শোন্, ছেলে-ছোক্‌রারা তামাক চাইলে আমার নাম করে বল্‌বি—মালিকের হুকুম নেই।

কুড়োরাম। যে আজ্ঞে—তাই বলে দোব।

ভুবন। আর শোন্—ভূণীবাবুর জন্যে একটা গড়গড়ার ব্যবস্থা করবি। গড়গড়া তো আছে—টেরিটিবাজার থেকে একটা নল কিনে নিয়ে আসিস্।

কুড়োরাম। যে আজ্ঞে।

ভুবন। আর শোন্, আমি এখন বেরুচ্ছি—আজ আর বোধহয় আসতে পারবো না। যদি কেউ খোঁজ করে, বলিস্—কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

কুড়োরাম। যে আজ্ঞে—

[ভুবনবাবু চলে যান। অপর দিকে কুড়োরাম প্রস্থান করে। একটু পরে গোষ্ঠবিহারী, সঙ্গীত পরিচালক রামতারণ সান্যাল ও সঙ্গতকার বিধুমৌলী বাগচী প্রবেশ করেন। সতরঞ্চিতে বসতে বসতে গোষ্ঠ বলে :]

গোষ্ঠ। তাহলে রামতারণদাদা, নতুন নাটক খোলার আগে 'শরৎ-সরোজিনী' দু'এক রাত্তির অভিনয় হবে ?

রামতারণ। হ্যাঁ। উপেনবাবু আমাকে তাইতো বল্লেন। সেইজন্যেই তো সকাল সকাল এসে, গানের সুর-সারগুলো একটু ঝালিয়ে নিতে এলাম।

[রামতারণ হারমোনিয়ামে একটি গানের সুর বাজাতে থাকেন—তার সঙ্গে বিধুমৌলী সঙ্গত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে গোষ্ঠ ডাকে :]

গোষ্ঠ। ওরে কুড়ে—কুড়ে—

[ব্যস্তসমস্তভাবে কুড়োরাম প্রবেশ করে ও বলে :]

কুড়োরাম। কুড়ে—কুড়ে! —কুড়ে কি ? কুড়োরাম বল্তে পার না ? সারাদিন তোমাদের খিদ্মৎ খাটতে খাটতে প্রাণ গেল! তার ওপর ডাকার সময় কুড়ে!

গোষ্ঠ। নে—নে,—আর কথা বাড়াস্ নি—এক ছিলিম তামাক দে—

কুড়োরাম। আজ থেকে তোমাদের তামাক বন্ধ গোষ্ঠদাদা! ও সব আর আমি দিতে পারবো না—মালিকের হুকুম।

রামতারণ। সে কি বাবা কুড়োরাম! তামাক না পেলে গলায় সুর আসবে কেন বাবা?

কুড়োরাম। না—না, আপনাদের সব তামাক আছে। ছেলে-ছোক্রাদের বারণ হয়েছে। [গোষ্ঠকে] তামাক যদি খেতে চাও—হুঁকো এনেছো—তামাকও কিনে নিয়ে আসবে।

গোষ্ঠ। বেশ, তাই হবে। এখন তুই রামতারণদাদাকে একটু দে তো—তাহলেই বামুনের পেসাদ পাবো।

[কুড়োরাম চলে যায়। রামতারণ গাইতে সুরু করেন—সঙ্গে বিধুমৌলী সঙ্গত করতে থাকেন:]

রামতারণ।

গীত

[রাগিণী: কালাঙ্গড়া। তাল: জলদ তেতালা]

কল্‌কেতার কথা কইতে গেলে অবাক হতে হয়।
জোচ্চুরি-বাটপাড়ি যত হুতুমে আছে পরিচয়॥
নূতন বলিব কত, দৃষ্টান্ত শত শত,
বুঝি এ কলি মাহাত্ম্য বেদবাক্য মিথ্যা নয়॥

[গোষ্ঠবিহারী রামতারণের গান শুন্‌ছে—ইতিমধ্যে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে অতি সন্তর্পণে গোলাপসুন্দরী প্রবেশ করে ও গোষ্ঠর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে:]

গোলাপসুন্দরী। বলি, খুব তো গান শুন্‌ছেন মশাই, কিন্তু ওদিকের খবর শুনেছেন?

গোষ্ঠ। খবর ? কিসের খবর ?

গোলাপসুন্দরী। ভালবাসার খবর। উপেনদাদার কানেও যে আমাদের ভালবাসার খবরটা পৌঁচেছে।

গোষ্ঠ। আমাদের ভালবাসার খবর থিয়েটার শুদ্ধ সবাই জানে, উপেনদাদার কানে পৌঁছুবে তা আর বেশী কি ?

রামতারণ। নে বাবা, তোরা আবার ভালবাসা সুরু করলি ? তা তোরা ভালবাসার পাট্‌টা চুকিয়ে নে—আমি ততক্ষণ দেখি, কুড়োরাম তামাকের কদ্দূর কি করলে। এস হে বিধুদা—

[রামতারণ ও বিধুবাবু চলে যান। গোষ্ঠ বলে :]

গোষ্ঠ। আচ্ছা গোলাপ, তোর কি কোনও বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই ? বুড়ো বাগচী মশাই আর রামতারণদাদার সামনে ভালবাসার কথা সুরু করলি ?

গোলাপসুন্দরী। তাতে কি ? উপেনদাদার কাছে কথাটা শুনে, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে—তোমায় কি বল্‌বো ?—তাইতো ছুটে এলাম। উনি কিন্তু আমাদের এই লুকোচুরির ভালবাসাটা পছন্দ করছেন না।

গোষ্ঠ। তার মানে ?

গোলাপসুন্দরী। মানে আর কি ! বল্‌লেন—দেখ গোলাপ, তোমাদের এই ভালবাসাটাকে তোমরা বৈধ করে নাও।

গোষ্ঠ। অর্থাৎ ?

গোলাপসুন্দরী। অর্থাৎ বিয়ে করো। নইলে, কোনদিনই তোমরা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে না। কথাটা আমার ভারী মনে ধরেছে। তাই বলছি—এসো না, বিয়ে করে আমরা ঘর-সংসার করি।

গোষ্ঠ। বিয়ে! বল কি? বাবা যে তাহলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে—

গোলাপসুন্দরী। আমার মা-ই কি আর খুশী হবে? কিন্তু ভাব্‌ছি কি জানো, উপেনদাদা যা বল্‌ছেন, তা যদি আমরা করতে পারি—তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয়। স্বামী-স্ত্রী হয়ে দু'জনে বেশ ঘর-সংসার করবো।

গোষ্ঠ। ঘর বাঁধার দরকার কি গোলাপ? এই তো আমরা বেশ আছি।

গোলাপসুন্দরী। বেশ আর কি আছি? নিন্দে কুড়িয়ে, লোকের হেয় হয়ে আছি। উপেনদাদার কথাটা আমার কিন্তু ভারী ভাল লেগেছে। আমি তোমার বিয়ে করা বৌ হলে, তখন আর কেউ আমাদের নিন্দে করতে পারবে না।

গোষ্ঠ। নিন্দে যারা করবার তারা করবেই, মাঝখান থেকে দু'জনেই আমরা ঘরছাড়া হবো।

গোলাপসুন্দরী। হই হবো। তবু তো লোকে বল্‌বে আমি তোমার বিয়ে করা বৌ।

গোষ্ঠ। গোলাপ, আমাকে তুমি আর একটু ভাবতে সময় দাও।

গোলাপসুন্দরী। ভাবো; কিন্তু জেনে রাখো—লোকনিন্দার ভয়ে তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে না চাও, তাহলে লোকনিন্দাকে গায়ে মেখে তোমাকে ভালবাসাও আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

[গোলাপসুন্দরী চলে যেতে যায়। ইতিমধ্যে বেলবাবু, রাজকুমারী, জগত্তারিণী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী ও মতিলাল প্রভৃতি শিল্পীরা প্রবেশ করেন। তাঁদের দেখে গোলাপসুন্দরী বলে:]

—আজ কি নতুন নাটক পড়া হবে বেলবাবু?

বেলবাবু। হ্যাঁ, সেই রকমই তো কাল শুনেছিলাম। উপেনবাবুর নাটক লেখা হয়ে গেছে। উনি বল্‌ছিলেন দু'এক রাত্তির "শরৎ-সরোজিনী" অভিনয় করেই নতুন নাটক খুল্‌বেন।

ক্ষেত্রমণি। যাক বাবা, ভালোই হয়েছে—শরৎ-সরোজিনীতে আমার কোনও পার্ট নেই—দু'দিন ছুটি ভোগ করা যাবে।

বেলবাবু। ছুটি কি আর পাবে ক্ষেত্তর? রোজই তো নতুন নাটকের রিহার্সাল হবে।

ক্ষেত্রমণি। তাই নাকি?

বেলবাবু। হ্যাঁ। উপেনবাবুর কাছে সেই রকমই তো শুন্‌ছিলাম।

গোষ্ঠ। উপেনদাদা খুব করিতকর্ম্মা লোক। ওঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। সেদিন কথায় কথায় আমায় বল্‌ছিলেন,—জানিস্ গোষ্ঠ—থিয়েটারটা হাতে নিলাম অনেক আশা নিয়ে।

কাদম্বিনী। শুনছিলাম ওঁর বাবা নাকি বিদ্যাসাগর ম'শায়ের খুব বন্ধু?

গোষ্ঠ। হ্যাঁ।

জগত্তারিণী। [ঠোঁট বেঁকিয়ে] বিদ্যেসাগর? যিনি আমাদের নিয়ে থিয়েটার করাটা একেবারেই পছন্দ করেন না?

মতিলাল। উপেনবাবুর সঙ্গে এখন আর তাঁর বাপের কোন সম্পর্ক নেই; কাজেই, বিদ্যাসাগর মশাই কি পছন্দ করেন না করেন, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

কাদম্বিনী। যা বলেছেন মতি দাদা! বিদ্যেসাগর কেন? আমাদের থিয়েটার করাটা কি আমাদের মা-মাসীরাই পছন্দ করছে? আমি যখন থিয়েটারে আসি, আমার মা কি তখন কম আপত্তি করেছিল? কিন্তু আমি মা-র কোন আপত্তিই শুনিনি। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের

সঙ্গে মিশ্‌তে পারবো, দুটো ভালো কথা মানুষকে শোনাতে পারবো, ভালো অভিনয় করতে পারলে; প্রশংসা পাবো—এই আশাতে মায়ের মতের বিরুদ্ধে থিয়েটারে এসেছি বলে, সেই থেকে মা আমার সঙ্গে কথা কয় না।

গোলাপসুন্দরী। কথা না কইলো তো বয়েই গেল! আমার মা-ও তো এইজন্যে সব সময়ে মুখ বেঁকিয়েই আছে। ভাগ্যিস্ থিয়েটারে এসেছিলাম, তাই তো এতলোক আমাদের চিন্‌ছে—জান্‌ছে।

জগত্তারিণী। যা বলেছিস্ গোলাপ।

রাজকুমারী। সেদিন তোর মা আমাকে ঠেস্ দিয়ে কি বল্‌লে জানিস গোলাপ? বল্‌লে—'কি লা, জাত ভাঙ্গিয়ে তো বোষ্টম হয়েছিস্, কিন্তু যাদের সঙ্গে মেলামেশা করিস্ তারা কি তোদের জাতে তুলে নিল?

গোলাপসুন্দরী। মার ঐ রকম কথা। ঠেস্ দিয়ে আমাকেও বলে—আমি কোন উত্তর দিই না।

রাজকুমারী। আমি কিন্তু বাপু চুপ করে থাকিনি। ভালই বলুক, আর মন্দই বলুক, তোর মার মুখের ওপর উত্তর দিয়েছি।

ক্ষেত্রমণি। দিয়েছো—বেশ করেছো, চুপ করে সয়ে থাকলেই, সয়ে থাকা। মাঝে মাঝে একটু-আধটু উত্তর দেওয়ার দরকার।

কাদম্বিনী। হ্যাঁ লা রাজা, তা কি উত্তর দিলি?

রাজকুমারী। বল্‌লুম—জাতে তুলে নিয়েছে কিনা জানি না, তবে যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে তারা অনেক দূরে তুলে নিয়ে এসেছে।

জগত্তারিণী। ওদের কথা বাদ দে। ওরা চায় শুধু খানা-পিনা আর সোনা-দানা। ওরা তো জানে না যে, এ ষ্টেজে দাঁড়িয়ে আমরা যখন

অভিনয় করি, তখন সোনা-দানার চেয়েও আমরা অনেক বড় জিনিষ পাই। "নীলদর্পণ" নাটকে ক্ষেত্রমণি সেজে রোগ সাহেবের কাছ থেকে নিজেকে যখন বাঁচাবার চেষ্টা করি, লালমুখো সাহেবকে যখন আক্রোশে বাপ-চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি করি, তখন মনের মধ্যে যে ভাব হয়, সে ভাব যদি ওদের মনে হোত, তাহলে কখনই ওরা সোনা-দানার কথা মুখে আনতে পারত না।

মতিলাল। ঠিক বলেছো জগ—ঠিক বলেছো। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—সেদিন মাইকেল যে আশা করে তোমাদের মঞ্চে টেনে আনার কথা বলেছিলেন, সে আশা তাঁর সফল হয়েছে।

[উপরোক্ত আলোচনার মাঝে সকলের অলক্ষ্যে উপেন্দ্রনাথ কখন যে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন, কেউ তা টের পায় না। মতিলালের কথার শেষে উপেন্দ্রনাথ বলে ওঠেন :]

উপেন্দ্র। আপনি ঠিক বলেছেন মতিবাবু। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, যে মঞ্চে আসা ওদের সার্থক হয়েছে; কিন্তু ওদের জীবন-গুলোকেও সার্থক করে তুলতে হবে। ওদের সামাজিক মর্য্যাদা দিতে হবে। মানুষকে আনন্দ দিয়ে, ওরা যে নিঃস্ব হয়ে থাকবে—তা হবে না। আমি অনেক আশা নিয়ে রঙ্গমঞ্চ হাতে নিয়েছি।

[ইতিমধ্যে অমৃতলাল প্রবেশ করেন]

অমৃতলাল। কুড়োরাম!

উপেন্দ্র। এসো ভূণী।

অমৃতলাল। তারপর কি ঠিক করলে উপেন?

উপেন্দ্র। ভাবছি রিহার্সালের সঙ্গে—দু'এক রাত্তির "শরৎ-সরোজিনী" অভিনয় করে তারপর নতুন নাটক খুলবো।

অমৃতলাল। বেশ, ভাল কথা। মেয়েদের মধ্যে সুকুমারী আর জগত্তারিণী তো রয়েছে, কেবল দু'একটা নতুন পার্ট শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

উপেন্দ্র। তুমি যখন আছো, ও সবের জন্যে আমি ভাবি না।

অমৃতলাল। তোমার নতুন নাটকে আর কিছু Change করলে নাকি?

উপেন্দ্র। না। সোজা কথাকে আমি সোজা ভাবেই বলবো। সরকারের ভয়ে মনের কথা কোনদিনই চেপে রাখিনি, এখনও রাখবো না। শিশিরকে নাটকটা পড়তে দিয়েছি—দেখি, ও কি বলে।

বেলবাবু। তাহলে বোধহয় আজ আর নাটক পড়া হবে না?

উপেন্দ্র। না। ভাবছি কাল পড়বো।

বেলবাবু। তাহলে আজ আর আমরা বসে থেকে কি করবো? আমরা না হয় যাই—

অমৃতলাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বই যখন আজ আর পড়া হচ্ছে না, তখন—

উপেন্দ্র। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আজ আপনারা যেতে পারেন।

[সকলে চলে যেতে যায়। উপেন্দ্রনাথ গোষ্ঠকে বলেন :]

—গোষ্ঠ, তুমি একটু থাকো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

[গোষ্ঠবিহারী ও অমৃতলাল ছাড়া সকলে চলে যায়। উপেন্দ্রনাথ বলেন :]

—বসো।

[গোষ্ঠ বসে। উপেন্দ্রনাথ বলেন :]

—দেখো, তোমাকে আমি ছোট ভাইয়ের মত দেখি বলেই, কথাটা বলছি, কিছু মনে কোর না।

গোষ্ঠ। না-না, মনে আবার কি করবো—আপনি বলুন—

উপেন্দ্র। গোলাপকে সত্যিই কি তুমি ভালবাস?

[গোষ্ঠ লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করে থাকে, কোনও জবাব দেয় না।
অমৃতলাল বলেন :]

অমৃতলাল। আরে বাপু, লজ্জায় মাথা নীচু করে আছিস কেন? তোদের ভালবাসার খবর এ থিয়েটারের প্রতিটি মানুষই তো জানে। ভূম্ করে বলে ফেল্ না—ভালবাসি।

গোষ্ঠ। ভালবাসি।

উপেন্দ্র। কিন্তু তোমাদের এ ভালবাসার কোন মূল্য নেই গোষ্ঠ—এ বিলাস। আমি চাই, তোমাদের এই ভালবাসাকে বিধিবদ্ধ করতে।

গোষ্ঠ। বুঝেছি, আপনি কি বল্‌তে চাইছেন; কিন্তু কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজে আমাদের একটু নামডাক আছে—আমি এ কাজ করি কি করে?

উপেন্দ্র। কলকাতার কায়স্থ সমাজে আমার বাবারও নামডাক আছে; কিন্তু সত্যের জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করে এসেছি। তুমি কি তোমার সত্যিকারের ভালবাসার জন্যে তোমাদের পারিবারিক মোহটুকু ত্যাগ করতে পার না? আমি চাই, তুমি তাকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়ে, তোমাদের ভালবাসাটাকে সার্থক করে তোল।

গোষ্ঠ। কিন্তু বিয়ে কর্‌লে বাড়ীর দরজা যে আমার চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে উপেনদাদা!

উপেন্দ্র। তা যাবে; কিন্তু থিয়েটারের দরজা তোমার জন্যে চিরদিনই খোলা থাকবে। মনে রেখো, আমরা কোন দিনই তোমাকে ত্যাগ করব না—কারণ, বারাঙ্গনা নিয়ে অভিনয় করার অপবাদ থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করতে তুমিই প্রথম এগিয়ে আসবে। গোলাপ-সুন্দরী "সরোজিনী" নাটকে সার্থক অভিনয় করে সুকুমারী হয়েছে—

আমি চাই, গোষ্ঠবিহারী দত্তের বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে, সে হোক—মিসেস্ সুকুমারী দত্ত।

[সহসা গোষ্ঠের হাত দু'টি ধরে উপেন্দ্রনাথ বলেন :]

—বলো—বলো, তুমি আমাকে কথা দাও—

গোষ্ঠ। আমি কথা দিচ্ছি উপেনদাদা—থিয়েটারের সম্মান যদি বাড়ে, তাহলে আমাদের সকলের সম্মানই বাড়বে। সকলের সম্মানের কাছে আমার ব্যক্তিগত সম্মান বড় নয়। আমি গোলাপকে বিয়ে করবো।

উপেন্দ্র। তোমার কথা শুনে, মনটা আমার হাল্কা হয়ে গেল। দু'এক দিনের মধ্যেই তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবো। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো।

[গোষ্ঠ ধীর পদক্ষেপে চলে যায়। মঞ্চের আলো ক্রমশঃ নিভে যায়।···পুনরায় ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো জ্বলে ওঠে। দেখা যায়, তখন অপরাহ্ণ কাল। সেই একই জায়গায় উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসে আছেন :]

[ইতিমধ্যে কুড়োরাম গড়গড়া নিয়ে আসে ও অমৃতলালের পাশে রাখে। অমৃতলাল বলেন :]

অমৃত। কি ব্যাপার কুড়োরাম, আজ যে একেবারে গড়গড়ার ব্যবস্থা করেছিস্।

কুড়ো। আজ্ঞে হ্যাঁ ম্যানেজারবাবু—মালিকের হুকুম।

অমৃত। বেশ বেশ!

[কুড়োরাম চলে যায়। অমৃতলাল কিছুক্ষণ তামাক টানেন, তারপর বলেন :]

অমৃতলাল। দেখ উপেন, তুমি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারটা হাতে নেওয়ায় শহরে বেশ একটু হৈ-হৈ পড়ে গেছে!

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, কাগজের লেখাগুলো থেকে তা বেশ বুঝতে পারছি। কেউ

গালাগালি দিচ্ছে, কেউ বা থিয়েটার থেকে আমি কিছু করবো বলে আশা করছে।

অমৃতলাল। যারা গালাগালি দিচ্ছে, তারা তো আর জানে না, কি উদ্দেশ্যে তুমি থিয়েটারটা হাতে নিয়েছ? সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন আমরা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলাম; কিন্তু গিরিশ "ন্যাশনাল," শব্দটার প্রতি আপত্তি জানিয়ে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিল না।

উপেন্দ্র। 'ন্যাশনাল' শব্দটার প্রতি একান্ত মমতা বশতঃই গিরিশবাবু সে-দিন যে আপত্তিই করে থাকুন না কেন, আমি তোমাকে বলে রাখছি ভূণী, খুব শীঘ্রই গিরিশবাবুকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করতেই হবে।

অমৃতলাল। কি করে বুঝলে? এর মধ্যে তোমার সঙ্গে তাঁর কি কোনও কথা হয়েছে?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ। আমি "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী"র পরে "গজদানন্দ" নামে যে নাটকটা লিখছি—তার গান লিখে দিতে উনি রাজী হয়েছেন এবং মহলায়ও আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।

অমৃতলাল। তাই নাকি? তোমার কাছে এ কথা শুনে, সত্যিই খুব খুশী হলাম! কিন্তু তুমি কি "গজদানন্দ" অভিনয় করবে বলে ঠিকই করেছো?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ। হেমচন্দ্রের "বেঁচে থাক মুখুজ্যের পো" কবিতাটা আজ লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তাই দেখে, উৎসাহিত হয়েই আমি "গজদানন্দ" লিখছি।

অমৃতলাল। কিন্তু কবিতা আর নাটক এক নয় উপেন। আমার মনে হয়—"গজদানন্দ" মঞ্চস্থ হলে, জগদানন্দ মুখুজ্যে এই নিয়ে গণ্ডগোল বাধাতে পারেন।

উপেন্দ্র। বাধান না। প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্‌কে বাড়'র মেয়েদের দিয়ে বরণ করিয়ে, দেশের লোকের কাছে যে সুনাম কিনেছেন, সে সুনাম যদি বাড়াতে চান, তাহলে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করবেন। সমাজকে সচেতন করতে "গজদানন্দ" মঞ্চস্থ করার প্রয়োজন আছে। দেখ, সামান্য ক'বছরের মধ্যে নাট্যশালা অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছে। আচ্ছা ভূণী, মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করার ব্যবস্থা যে এত তাড়াতাড়ি হবে, একি তোমরা সেদিন কল্পনা করেছিলে?

অমৃতলাল। সত্যি। সেদিনের 'নীলদর্পণ' নাটকের 'সৈরিন্ধ্রী' আমি। আজ যে আমি পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবো, সেদিন একথা কল্পনাও করতে পারিনি।

[সহসা শিশিরকুমারকে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের পাণ্ডুলিপি হাতে আসতে দেখে, অমৃতলাল তাড়াতাড়ি গড়গড়ার নলটি রেখে দিয়ে বলেন :]

অমৃতলাল। আসুন দাদা, আসুন।

উপেন্দ্র। আরে—এসো শিশির, এসো—

শিশিরকুমার। কি? তোমাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটালাম নাকি?

উপেন্দ্র। আরে—না-না, বোস। তারপর নাটকটা পড়্‌লে?

শিশিরকুমার। হ্যাঁ, পড়্‌লাম। এই নাও তোমার Script. বেশ লিখেছো। আমার মনে হয় তোমার 'শরৎ-সরোজিনী'র চেয়ে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' আরও জোরদার হয়েছে।

[সহসা এই কথার মাঝে ত্রিলোচন লোধ প্রবেশ করেন। তাঁর মাথার চুল কাঁচার চেয়ে পাকাই বেশী। পরণে চওড়া কালাপাড় কোঁচান দেশী ধুতি, গায়ে চুনোট্ করা পাঞ্জাবী, গলায় পাকানো চাদর। পায়ে পাম্প-সু, হাতে ছড়ি। ভদ্রলোক সহসা ঘরে প্রবেশ করেই অমৃতলালকে জিজ্ঞাসা করেন :]

ত্রিলোচন। উপেন দাস কে মশাই ?

[অমৃতলাল উপেন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বলেন :]

অমৃতলাল। ইনি।

[ত্রিলোচন উপেন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে এসে বলে :]

ত্রিলোচন। ওঃ! আপনিই উপেন দাস ?

উপেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—বসুন।

ত্রিলোচন। না-না আমার বসা-টসার দরকার নেই। দেখুন, আমি গোলাপী মা-র কাছ থেকে আসছি।

উপেন্দ্র। গোলাপী ?

ত্রিলোচন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাকে আপনারা গোলাপসুন্দরী বলেন।

অমৃতলাল। ওঃ! বুঝতে পেরেছি; কিন্তু এখন তো আর তাকে আমরা গোলাপসুন্দরী বলি না—বলি, সুকুমারী।

ত্রিলোচন। ওসব আপনাদের থিয়েটারের দেওয়া নাম। গোলাপীকে সুকুমারী করেছেন, আবার কোনদিন শুনবো—সুকুমারী মোক্ষদা-সুন্দরী হয়েছে। তা যাক গে যাক্—মরুক গে যাক্—নামে কিছু এসে যায় না। নাম নিয়ে আপনারা যা ইচ্ছে তাই করুন গে যান। এখন আমি যে জন্যে এসেছি শুনুন—গোলাপীর মা কোথা থেকে

নাকি শুনেছে, আপনি গোলাপীর বিয়ে দিয়ে—তাকে ঘরগেরস্থ সংসারী করে তোলার চেষ্টা করছেন।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—ঠিকই শুনেছেন, আমি সেই চেষ্টাই করছি।

ত্রিলোচন। দেখুন মশাই, ওসব করার চেষ্টা করবেন না, এতে গোলাপীর মা'র ক্ষতি হবে।

শিশিরকুমার। বল্‌ছেন কি! ক্ষতি হবে?

ত্রিলোচন। হবে না? ওসব আমার ঢের জানা আছে মশাই। অনেকেই ওরকম বিয়ের লোভ দেখায়, আবার সখ মিটে গেলেই ছেড়ে দিয়ে পালায়। গোলাপীর যদি সে রকম অবস্থা কোনদিন হয়, তখন আপনারা তাকে দেখবেন কি?

উপেন্দ্র। দেখবো না—তাই বা আপনি জান্‌ছেন কি করে?

ত্রিলোচন। ও রকম লম্বা লম্বা কথা অনেকেই বলে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ম্যাও ধরার আর কেউ থাকে না। আঠারো বছর বয়েস থেকে আমি ও পাড়ায় যাতায়াত করছি, আর এখন আমার বয়েস হলো আটষট্টি, এ বয়েসে অনেক দেখলাম। ও পাড়ার প্রতিটি বাড়ীর হাঁড়ির খবর আমি রাখি—বুঝ্‌লেন মশায়?

অমৃতলাল। ওঃ! তাহলে তো আপনি মহাশয় ব্যক্তি।

ত্রিলোচন। তা বল্‌তে পারেন। ও পাড়ায় প্রত্যেকটি মেয়ে আমায় ভক্তি করে—ভালবাসে।

অমৃতলাল। তাতো আপনার কথাতেই বুঝতে পারছি। নইলে, গোলাপীর জন্যে আপনার নাড়ী এত টন্‌টন্‌ করে উঠবে কেন?

[অমৃতলালের কথায় সকলে হেসে্‌ ওঠে, তাই দেখে ত্রিলোচন আরও চটে গিয়ে উত্তেজিতভাবে লাঠি ঠুকে বলে:]

ত্রিলোচন। কি ?—আপনারা উপহাস করছেন ?—হাসছেন ? [লাঠি ঠুকে] জানেন, আমি আপনাদের কি করতে পারি ?

উপেন্দ্র। আপনি যাই করতে পারুন না কেন, মেয়েকে ফুস্‌লে আনার দায়ে পুলিশ কেস্‌ করতে পারেন না—কারণ, গোলাপীর আঠারো বছর বয়েস অনেকদিন পার হয়ে গেছে।

[উপেনের কথায় আবার সকলে হেসে ওঠেন। ত্রিলোচন পুনরায় লাঠি ঠুকে বলে :]

ত্রিলোচন। কি বল্‌লেন—পার হয়ে গেছে ? আমি জানি না পার হয়ে গেছে কিনা ? ঠিক আছে—পার হয়ে গেছে, কি পারঘাটায় আছে —সেটা আমি দেখিয়ে দেবো। কাল থেকে গোলাপীর থিয়েটারে আসা আমি বন্ধ করে দেবো—দেখি, কি করে আপনি ওর বিয়ে দেন। মনে রাখবেন—আমার নাম ত্রিলোচন লোধ—

[ত্রিলোচন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অমৃতলাল বলেন :]

অমৃতলাল। উনি যে ত্রিলোচন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তৃতীয় নয়নে সব কিছু দেখেশুনে তবে উনি আমাদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করে গেলেন।

[কথা ক-টি বলে অমৃতলাল হেসে ওঠেন]

শিশিরকুমার। না—না, হাসির কথা নয় ভূণী, ওর কথা একেবারে উড়িয়ে দিও না। আমার মনে হয়, গোলাপসুন্দরীর মায়ের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি আছে।

উপেন্দ্র। কিন্তু গোলাপের এ বিয়েতে মত আছে। মায়ের আপত্তিতে কিছু যায় আসে না শিশির! কারণ গোলাপ এখন সাবালিকা। ওর সঙ্গে গোষ্ঠর বিয়ে আমি দেবই।

শিশিরকুমার। তোমার শিল্পী গোষ্ঠবিহারী দত্ত?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, তাই আমি ঠিক করেছি শিশির, ১৮৭· সালের তিন আইনে ওদের বিয়ে দিয়ে, ভদ্রপল্লীতে ওদের ঘর-সংসার আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দেব।

অমৃতলাল। কিন্তু লোকটা শাসিয়ে গেল, ওকে আর থিয়েটারে আসতে দেবে না—কাজেই গোলাপ আজ এলে, ওকে এই থিয়েটারে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করো উপেন। নইলে নতুন নাটক অভিনয় করার শুধু অসুবিধে হবে না, সেইসঙ্গে চল্‌তি নাটকেরও অভিনয় করা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌বে।

উপেন্দ্র। বেশ, তাহলে ওকে আজ আর বাড়ী যেতে দিও না।

শিশিরকুমার। দেখো উপেন, আমার মনে হয়—এ সব ঝঞ্ঝাটের ভেতর এখন তোমার না যাওয়াই ভালো। এমনিই তো দেশের বেশীর ভাগ মানুষ থিয়েটারটাকে ভালো চোখে দেখ্‌ছে না, তার ওপর এই নিয়ে একটা বিতর্কের ঝড় তোলা বোধহয় উচিত হবে না। কথাটা একটু ভেবে দেখো—আমি তাহলে এখন আসি—ভূণী, আসি ভাই—

[শিশিরকুমার চলে যান। উপেন্দ্রনাথ বলেন :]

উপেন্দ্র। ঐ দুশ্চরিত্র লোকটা আসার ফলেই, জেদটা আমার আরও বেড়ে গেল ভূণী—না, এখন আর আমি কিছুতেই পিছোতে পারবো না। ওরা সমাজবিরোধী। এই সব মেয়েগুলোর ভাগ্য নিয়ে যে ওরা ছিনিমিনি খেল্‌বে—তা হবে না।

[উপেন্দ্রনাথ উত্তেজিতভাবে গায়ের চাদরটি কাঁধে ফেলে উঠে চলে যান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[উপেন্দ্রনাথের বাসাবাড়ী। উপেন্দ্রনাথের সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী সৌরভিনী শ্লেটের ওপর পেন্সিল দিয়ে কি যেন লিখছিল। ইতিমধ্যে উপেন্দ্রনাথ ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখে সৌরভিনী তাড়াতাড়ি শ্লেটের লেখাগুলি মুছে ফেলে। তা দেখে উপেন্দ্রনাথ বলেন :]

উপেন্দ্র। ওকি! মুছে ফেল্‌লে কেন?

সৌরভিনী। আমার যা বিশ্রী লেখা! তোমায় দেখাবো না বলেই মুছে ফেল্‌লাম।

উপেন্দ্র। তোমার ভাল-মন্দ সবকিছুর দায়িত্বই যখন আমি নিয়েছি—

সৌরভিনী। সেইজন্যেই তো আমার এত লজ্জা!

উপেন্দ্র। লজ্জার কি আছে? ধরে ধরে লেখার চেষ্টা করো—আপনিই তোমার লেখা ভাল হবে।

সৌরভিনী। চেষ্টা তো করছি; কিন্তু তুমি যেমনটি দেখিয়ে দিচ্ছ, তেমনটি যে হচ্ছে না।

উপেন্দ্র। হবে—হবে, চেষ্টা করলেই হবে।—মোটকথা লেখাপড়া তোমাকে শিখতেই হবে।

সৌরভিনী। আমাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে তুমি নিজে পড়াচ্ছ, লেখাচ্ছ। কিন্তু আমি যে কিছুতেই লেখাপড়ায় মন বসাতে পারছি না। পড়তে বসলেই, আমার মা আর দিদির কথা মনে পড়ে। আমি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

উপেন্দ্র। তোমার পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক—তা আমি জানি সৌরভ!

সৌরভিনী। [কেঁদে ফেলে] আমার মা-দিদির যে আর কেউ নেই!

উপেন্দ্র। কেন? তুমি আছ—আমি আছি। দরকার হলে আমরা তাঁদের দেখবো।

সৌরভিনী। এর আগে এমন করে ভরসা দিয়ে কেউ আমাদের বলেনি। মামার সংসারে এসে পর্য্যন্ত মা আমার শুধু লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই সয়ে আছেন। জানো, বাবা মারা গেলে, মা মামার বাড়ীতে আসার কিছুদিন পরেই মামীমা রাঁধবার লোকটাকে ছাড়িয়ে দিলেন। একদিন স্পষ্টই বলে ফেল্‌লেন—এ ভাবে মেয়েদের নিয়ে বসে বসে খাওয়া চল্‌বে না—গতর খাটিয়ে খেতে হবে। সেই থেকে মা দু'বেলাই রান্না করেন। শরীর খারাপ হলেও রেহাই নেই—মাকে হেঁসেলে ঢুকতেই হয়।

উপেন্দ্র। বেশ তো, তুমি যদি ইচ্ছে করো, তাহলে তোমার মা আর দিদিকে এখানে নিয়ে এসো—যা হোক করে আমাদের চলে যাবে।

সৌরভিনী। মা আর দিদি কোনদিনই আমার কাছে এসে থাকবেন না।

উপেন্দ্র। কেন?

সৌরভিনী। মাকে ছেড়ে যেদিন আমি চলে আসি, সেদিন মা আমাকে ছাদের ওপর ডেকে নিয়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন—'পাশের বাড়ীর শম্ভুনাথকে কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম—কেউ যদি তোকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে আমি আবার তোর বিয়ে দোব। তার চেষ্টাতেই তোর বিয়ের এই ব্যবস্থা হয়েছে। দেখছিস তো, তোর দিদি আর আমার অবস্থা? জানি, তোর এই বিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের আরও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হবে। তোর কাছে গিয়েও যে আমরা দু'দিন জ্বালা জুড়োবো—তার উপায়ও আর রাখলাম না মা!'

উপেন্দ্র। কেন? তোমার মা-দিদি কি তোমার কাছে এসে দুদিন থাকতে পারেন না?

সৌরভিনী। না। তাহলে মামা জাত যাবার ভয়ে আর কোনদিনই মা আর দিদিকে জায়গা দেবেন না।

উপেন্দ্র। জাত যাবে? আচ্ছা, আমি নিজে যাবো তোমার মামার কাছে। দেখি, তিনি তোমার মা আর দিদিকে পাঠাতে চান কি না?

সৌরভিনী। না—না, অমন কাজও কোর না। মামা তোমাকে যা-তা বলে অপমান করবেন, হয়তো বা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। মাকে অকথা-কুকথা বল্‌বেন। তার চেয়ে ওঁরা যেমন আছেন, তেমনি থাকুন। শম্ভুদা তো তোমার খুব বন্ধু—পারো যদি তুমি মধ্যে মধ্যে ওঁর কাছ থেকে ওঁদের খবরটা এনে দিও—তাহলেই আমি শান্তি পাব।

[ইতিমধ্যে শিবনাথের গলা শোনা যায় :]

শিবনাথ। [নেপথ্যে] উপেন! —উপেন আছিস্?

উপেন্দ্র। [সাগ্রহে] আয়—আয়—

[শিবনাথের প্রবেশ। উপেন্দ্র বলে :]

—তোর কি ব্যাপার বলতো শিবনাথ? ক'দিনের মধ্যে আর যে তোর দেখাই নেই?

শিবনাথ। আর বলিস্ কেন? বিরাজমোহিনীকে আনতে গিয়েছিলাম।

উপেন্দ্র। বিরাজমোহিনী?

শিবনাথ। হ্যাঁরে—আমার দ্বিতীয়া পত্নী। এরই মধ্যে সব ভুলে গেলি? আমার প্রথম পক্ষের শ্বশুরের সঙ্গে বাবার মতান্তর হওয়ায় আবার একবার আমার বিয়ে দিয়েছিলেন না? *

উপেন্দ্র। ওঃ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। সে তো ঐতিহাসিক ঘটনা—ভুলেই গিয়েছিলাম—

[ইতিমধ্যে সৌরভিনী চলে যেতে যাচ্ছিল। শিবনাথ বলেন :]

শিবনাথ। চলে যেও না বৌঠান—শোনো, আমার জীবনে এ এক কলঙ্কময় ঘটনা। সতেরো বছরের ভেতর আমি দু'বার বিয়ে করেছি। আমার প্রথম পক্ষের শ্বশুরের ওপর রাগ করে, বাবা আবার আমার বিয়ে দিয়েছিলেন।—নামেই বিয়ে হলো, কিন্তু তাকে নিয়ে কোনদিনই আমি ঘর করিনি। হ্যাঁ, বিয়ের অল্পদিনের ভেতরেই বাবার সঙ্গে আমার প্রথম পক্ষের শ্বশুরের সব মিটমাট্ হয়ে গেল। প্রথমা স্ত্রী প্রসন্নময়ী আবার আমার ঘরে এলেন। আর দ্বিতীয়া স্ত্রী বিরাজ-মোহিনী পড়ে রইলেন তাঁর বাপের বাড়ীতে। কিছুদিন আগে হঠাৎ খবর পেলাম—তাঁর বাপ-মা-ভাই সব অকালে মারা গেছে। বিরাজমোহিনী আছেন তাঁর খুড়োর সংসারে—ঝাঁটা-লাথি খেয়ে!

সৌরভিনী। ঠিক আমাদের অবস্থা দাদা।

শিবনাথ। ঠিক বলেছো বৌঠান, তোমাদের মতই অবস্থা। আর এই অবস্থার জন্যে দায়ী আমি। তাই ছুটে গিয়েছিলাম খোঁজ-খবর নিতে।

উপেন্দ্র। তা কি ঠিক করলি? এখন কি দু' বৌকে নিয়েই ঘর করবি?

শিবনাথ। না। ঘর আমি তার সঙ্গে কোনদিন করিও নি—আর করবোও না। অপরিণত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে বাবা আমাকে দিয়ে সেদিন যা করিয়েছিলেন—আজ আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

উপেন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করবি! কি করে? পঞ্চগব্য আর গোবর মুখে ছুঁইয়ে?

শিবনাথ। না। যে বালিকার সঙ্গে সেদিন কেবলমাত্র নারায়ণ সাক্ষী করে আর মালাবদল করে বিয়ে হয়েছিল, মন্ত্রের মানে না বুঝে, সেদিন যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম, অথচ যার সঙ্গে কোনদিনই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার আবার বিয়ে দেবো।

[উপেন্দ্র উল্লাসে শিবনাথকে জড়িয়ে ধরে বলেন :]

উপেন্দ্র। তা যদি তুই পারিস শিবনাথ, তাহলে বুঝবো তুই একটা সত্যিকারের কাজ করলি।

শিবনাথ। পারবো কি না জানি না, তবে চেষ্টা করবো। আর বিরাজ যদি শেষ পর্য্যন্ত রাজী না হয়, তাহলে তাকে লেখাপড়া শেখাব। যাতে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার জন্যে চেষ্টা করবো। যাক্, তোদের সংসার কেমন চলছে বল্ ?

উপেন্দ্র। ও কথাটা আমাকে না জিজ্ঞেস করে, সংসারটা যে চালাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস কর্।

[সৌরভিনী লজ্জায় মাথা নীচু করে। শিবনাথ বলেন :]

শিবনাথ। না—না। লজ্জার কি আছে বৌঠান—ঘরে ঢুকে ঘরের গোছগাছ দেখেই বুঝতে পারছি, তুমি একজন পাকা গিন্নী। তুমি যদি এই খামখেয়ালী মানুষটাকে সামলে নিয়ে চল্‌তে পারো, তাহলে বুঝবো যে তুমি সত্যিকারের সহধর্ম্মিণী।

সৌরভিনী। আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন—তা যেন আমি পারি।

শিবনাথ। পারবে—পারবে—সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি উপেন ?

সৌরভিনী। ওকি! একটু কিছু মুখে না দিয়েই চলে যাবেন ?

শিবনাথ। হ্যাঁ। সমাজের কাজে আজ একটু ব্যস্ত আছি। অনেকদিন দেখাশোনা হয়নি বলেই আজ শুধু দেখা করতে এলাম। এবার যেদিন আসবো, সেদিন আর একটু কিছু মুখে দিয়ে যাব না—একেবারে তোমার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জন মুখে দিয়ে তবে যাব।

সৌরভিনী। আমার হাতে আপনি ভাত খাবেন?

শিবনাথ। কেন? তুমি কি মনে করো বৌঠান, তোমার হাতে ভাত খেলে আমার জাত যাবে?

সৌরভিনী। না—না—তবে—

শিবনাথ। বুঝেছি। ব্রাহ্মণ সন্তান বলে ভাত খাওয়াতে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে। কোনও সঙ্কোচ নেই বৌঠান—কোন সঙ্কোচ নেই। যে ব্রাহ্মণ বংশ একদিন দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিল, সেই বংশের সন্তান হয়ে, আমি পৈতে ত্যাগ করেছি। ব্রাহ্মণত্ব খুইয়ে এখন মানুষ জাত হয়েছি। কাজেই, মানুষের হাতে অন্ন খেতে এখন আর আমার কোনও আপত্তি নেই। আসি বৌঠান—

[শিবনাথ চলে যান। সৌরভিনী বলে :]

সৌরভিনী। যত দিন যাচ্ছে, তোমাকে আর তোমার বন্ধুকে দেখে আমি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি! ভাবছি তোমাদের মতন এমন সাহস যদি আরও অনেকের থাকতো, তাহলে গোঁড়ামীর হাঁড়িকাঠে মাথা দিয়ে এমন করে মানুষ মরতো না।

উপেন্দ্র। এতদিনের সংস্কার একদিনে কি কাটিয়ে উঠতে পারে সৌরভ! আমাদের আজকের এই চেষ্টা হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে সফল হবে।

সৌরভিনী। 'কবে কি হবে বলে তারজন্যে আজকে তোমরা হাসিমুখে

যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছো, আমি শুধু তার কথা ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি লেখাপড়া জানি না; কিন্তু তবুও কেন জানি না— মনে হয়, তোমাদের কাজে যদি কিছু সাহায্য করতে পারতাম!

উপেন্দ্র। আমাদের কাজে তুমি অনেক সাহায্য করেছ সৌরভ! আমাদের উদ্দেশ্যকে তুমি সফল করেছ।

সৌরভিনী। কি করে?

উপেন্দ্র। কেন? বৈধব্যের হাত থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তি নিয়ে।

সৌরভিনী। এ মুক্তি তো আমি নিই নি। মা নিজেকে মুক্ত করার জন্যেই আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

উপেন্দ্র। তোমার মা যা পেরেছেন, বাংলাদেশের ক'টি মা তা পারেন? যে বয়েসে মেয়েরা পুতুলখেলা করে, সেই বয়েসে কত মেয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে, দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে, বাপের ঘরে ফিরে আসে। তারা বুঝতে পারে না, জানতে পারে না—স্বামী কি? সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে বাপ-মা শুধু হতভাগিনী মেয়েগুলোর মুখের দিকে চেয়ে সারাজীবন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। মেয়েকে সুখী করে তোলার কোন চেষ্টাই তাঁরা করতে পারেন না; কিন্তু তোমার মা এর ব্যতিক্রম; তাই তিনি আমাদের নমস্যা।

[সহসা বাইরে থেকে সুরেনের গলা শোনা যায়:]

সুরেন্দ্র। [নেপথ্যে] দাদা—

উপেন্দ্র। কে?

সুরেন্দ্র। [নেপথ্যে]—আমি—সুরেন—

উপেন্দ্র। সুরেন! আয়—আয়—

[সুরেন্দ্র প্রবেশ করে। তার হাতে প্যাকেটে মোড়া একটি শাড়ী। ঘরে ঢুকে সে প্রথমে উপেনকে প্রণাম করে। পরে সৌরভিনীকে প্রণাম করতে যায়। সৌরভিনী সসঙ্কোচে পেছিয়ে যায়। সুরেন্দ্র বলে :]

সুরেন্দ্র। ওকি! অমন করে পিছিয়ে গেলে তো চলবে না বৌদি, এটা যে আমার অধিকার আর তোমার পাওনা। তোমার পাওনা তুমি ছেড়ে দিলেও—আমার অধিকার তো আমি ছাড়ব না।

উপেন্দ্র। বেশ বলেছিস! দাও সৌরভ—ওকে প্রণাম করতে দাও—ও আমার ছোটভাই—তোমার ছোট দেওর।

[সৌরভিনী উপেন্দ্রের কথা শুনে সুরেন্দ্রের হাত দু'টি ধরে বলে :]

সৌরভিনী। জীবনে কেউ আমায় কোনদিন প্রণাম করে নি ভাই, তাই প্রণাম নিতে আমি জানি না। আমি জানি, সকলকে আমার প্রণাম করতে হয়। তোমার "বৌদি" বলে ডাকের চেয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটাই কি বড় ভাই?

সুরেন্দ্র। যা শুনেছিলাম—তুমি তো তা নও বৌদি! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আমার দাদার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী। যদি উপায় থাকতো—তাহলে এক্ষুনি তোমাকে মার কাছে নিয়ে যেতাম—কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই চোরের মতন চুপিচুপি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

উপেন্দ্র। হ্যাঁরে সুরেন, বাড়ীর খবর কি?

সুরেন্দ্র। খবর আর কি? ঘড়ির কাঁটার মতন চল্‌ছে। ঘড়ি যেমন কিছু বলতে পারে না, কেবল সময়ের নির্দ্দেশ দিয়ে যায়, আমাদের বাড়ীটাও তেমনি নির্দ্দেশ মেনে চলছে—কোনও পরিবর্ত্তন নেই। বৌদি, এই শাড়ীটা মা তোমায় পাঠিয়েছেন—তাঁর আশীর্ব্বাদী।

[সুরেন্দ্রের হাত থেকে শাড়ীটা নিয়ে সৌরভিনী মাথায় ঠেকায়—তারপর বলে :]

সৌরভিনী। মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো—দূর থেকে তিনি আশীর্ব্বাদ করে আমায় কাছে টেনে নিলেন, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে, কাছে গিয়ে আমি তাঁকে প্রণাম করতে পারলাম না।

সুরেন্দ্র। পারবে বৌদি—পারবে। আমি বল্‌ছি—তুমি দেখো—একদিন না একদিন তোমার বাসনা পূর্ণ হবেই—

উপেন্দ্র। কিন্তু আমি জানি সুরেন, কোনদিনই তা পূর্ণ হবার নয়।

সুরেন্দ্র। বাবার কথা ভেবেই তুমি একথা বল্‌ছো—তা জানি দাদা; কিন্তু মাঝে মাঝে বাবার এক-একটা কথা শুনে মনে হয়—বোধহয় আজকাল তাঁরও প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। তা যাক্—তোমার থিয়েটারের খবর কি দাদা? কেমন চল্‌ছে?

উপেন্দ্র। রং-তামাসায় দর্শকদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করলে হয়তো আরও ভাল চল্‌তো; কিন্তু আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমি যে তা পারছি না।

সুরেন্দ্র। জানি তুমি তা পারবেও না। তা যদি পারতে, তাহলে আমাদের সকলকে ছেড়ে, এই একখানা ঘরে মাথা গুঁজে থাকতে পারতে না।

উপেন্দ্র। লোকে বলে আমি খেয়ালী। এ আমার খেয়াল!

সুরেন্দ্র। তা হয়তো সত্যি; কিন্তু তোমার অতি বড় শত্রুও বল্‌তে পারবে না যে এটা তোমার বদ্‌খেয়াল। তোমার কাছে এসে আমার খুব ভাল লাগলো দাদা। সময় পেলে আবার আসব। আজ তাহলে আসি বৌদি?

সৌরভিনী। এসো ভাই—তুমি আবার এসো।

উপেন্দ্র। এর মধ্যেই চলে যাবি?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ। মা যে আমার কাছ থেকে তোমাদের খবর জানবার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছেন।

উপেন্দ্র। সুরেন! এমনি করে মাঝে মাঝে এসে তোরা আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে যাস ভাই! আমি ভুল করেছিলাম। মা আমার শাড়ীটা পাঠিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন—রক্তের সম্পর্ক কখনও অস্বীকার করা যায় না।

সুরেন্দ্র। দাদা!

[সুরেন্দ্রনাথ আবেগে উপেন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরে। পরে ধীরে ধীরে প্রস্থান করে। উপেন্দ্রনাথ চশমা খুলে চোখ মোছেন।]

সপ্তম দৃশ্য

[গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। মেয়েদের সাজঘর। তখন সন্ধ্যা] রাজকুমারী, গোলাপ-সুন্দরী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী ও জগত্তারিণী প্রভৃতি শিল্পীদের দেখা যায়। কেউ বা মেক-আপ্ করছে—কেউ বা পোষাক-পরিচ্ছদ পরছে। গোলাপসুন্দরী বলে :]

গোলাপসুন্দরী। অনেককাল বাদে আবার এই পৌরাণিক-বইয়ের সাজ-পোষাক পরতে হচ্ছে। এ সব কি কম হাঙ্গামা? কাদুদি, দে না ভাই আমার সেপ্টিপিন্‌টা এঁটে।

[কাদম্বিনী তখন চোখ আঁকছিল—বলে :]

কাদম্বিনী। দাঁড়া—দিচ্ছি—

জগত্তারিণী। ড্রেসাররা সব গেল কোথায়? কাজের সময়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

গোলাপসুন্দরী। খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন? এসেছিল—আমিই তাকে বললাম এখন যাও, দরকার হলে ডাকব।

ক্ষেত্রমণি। একবার যখন ছেড়েছিস, তখন কি আর ডাকলেই পাবি? একটা নয়—দু' দুটো নাটকের মেক্‌-আপ্‌, সাজ-পোষাক। কর্তাদের কখন যে কি হুকুম হয়?

জগত্তারিণী। হুকুম কি সাধে হয়েছে রে? ব্যাপার আছে।

ক্ষেত্রমণি। ব্যাপার আবার কি?

জগত্তারিণী। ওমা! শুনিস্‌ নি? ম্যানেজার বাবু বলে গেলেন—পুলিশের আবার নজর পড়েছে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকের ওপর। তাই ম্যানেজার বাবু বল্‌লেন—বিজ্ঞাপন যখন করা হয়েছে, তখন "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী"রই আমরা অভিনয় করবো; যদি পুলিশ আসছে জানতে পারি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে "সতী কি কলঙ্কিনী" আরম্ভ করতে হবে। তাই তো তোরা সাজছিস্‌—"সতী কি কলঙ্কিনী", আর আমরা সাজছি "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী"।

ক্ষেত্রমণি। ওঃ! এই ব্যাপার! তাহলে কর্তাদের আরো একজন ড্রেসারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

রাজকুমারী। তা যা বলেছিস্‌। আর এও বলি বাপু—পুলিশের কি মরণের আর জায়গা নেই র‍্যা! দেশে এত চোর-ডাকাত থাকতে এই থিয়েটার নিয়েই বা এত উঠে পড়ে লেগেছে কেন?

[রাজকুমারীর ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে সহসা দত্তবাবু নামে জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সাজ-ঘরে প্রবেশ করেন। ভদ্রলোকের বেশভূষার পারিপাট্য; পরণে কোঁচানো কালাপাড় দেশী ধুতি, গায়ে সাটিনের আচকান, মাথায় শাম্‌লা, কাঁধে জরিপাড় চাদর, হাতে রূপো বাঁধানো লাঠি, বুকের মাঝে সোনার ঘড়ি ও ঘড়ির চেন, দু'হাতের দশ আঙুলে আটটি আংটি। রাজকুমারী তাকে দেখে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে :]

একি! একি! আপনি এখানে কেন?

দত্তবাবু। ভয় নেই মা-লক্ষ্মীরা—ভয় নেই, ভুল করে এখানে ঢুকে পড়েছি।

রাজকুমারী। হ্যাঁ—ভুল ওরকম সবাই করে।

জগত্তারিণী। যা বলেছিস্ রাজা। কাপ্তেনটি সেজে, উনি ভুল করে মেয়েদের ঘরে ঢুকেছেন!—মরণ! সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও লোচ্চামী করতে লজ্জা করে না? যান্—বেরিয়ে যান্ বল্‌ছি—

দত্তবাবু। যাচ্ছি—রূপসীরা যাচ্ছি। ভয় নেই, আমি বুড়োমানুষ।

রাজকুমারী। চোখের যখন ঠাওর আছে, তখন বুড়ো বল্লেও ভরসা নেই! ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে যান্—নইলে দরোয়ান ডাকবো বলে দিচ্ছি।

দত্তবাবু। কিচ্ছু করতে হবে না—আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। দরোয়ানটা বল্‌লে—গোষ্ঠ এই সাজঘরেই আছে। তাই—

কাদম্বিনী। এটা তো মেয়েদের সাজঘর, গোষ্ঠ এখানে থাকবে কেন? ছেলেদের সাজঘরে যান।

দত্তবাবু। ছেলেদের সাজঘর চিন্‌তে না পেরেই তো ভুল করে এ ঘরে ঢুকে পড়লাম। সে হতভাগাটা কোথায় বসে—আমায় একবার দেখিয়ে দিতে পার?

কাদম্বিনী। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, কুড়ো বলে একটা চাকর আছে, তাকে ডেকে সব বল্লেই সে-ই বলে দেবে গোষ্ঠ কোথায় বসে।

[সহসা অমৃতলাল প্রবেশ করে বলেন:]

অমৃতলাল। কি রে রাজা, কি? ব্যাপার কি?

রাজকুমারী। এই দেখুন না ম্যানেজারবাবু, বলা নেই, কওয়া নেই, হুট্ করে এই বুড়োটা গোষ্ঠর খোঁজ করতে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে!

দত্তবাবু। বলছি তো, ইচ্ছে করে নয়—ভুল করে ঢুকে পড়েছি।

[ইতিমধ্যে আরও দু'চারজন শিল্পী চেঁচামেচি শুনে ঘরে আসে। অমৃতলাল বলেন:]

অমৃতলাল। যা করেছেন—করেছেন। চলুন, এখন বাইরে চলুন। তা গোষ্ঠর সঙ্গে কি দরকার আপনার?

দত্তবাবু। দরকার মানে? সে হারামজাদা আমার ছেলে।

[গোলাপসুন্দরী ভদ্রলোকের পরিচয় পেয়ে দত্তবাবুকে ঢিপ্ করে প্রণাম করে। অমৃতলাল বলেন:]

অমৃতলাল। আর এই হচ্ছে আপনার ছেলের বৌ! তাহলে তো আপনি ভুল করেন নি মশাই! সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, আপনি আপনার পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন।

দত্তবাবু। কি? এই বিশ্বেশ্বরীকে আমি আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি? কেন? গঙ্গায় কি জল নেই? আমি সে হারামজাদাকে বল্‌তে এসেছি, তাকে আমি লেখাপড়া করে ত্যাজ্য করেছি, তার সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

[ইতিমধ্যে গোষ্ঠ প্রবেশ করে। তার পিতার কথাগুলো কানে যায়—সে বলে:]

গোষ্ঠ। তা এই কথাটা এত কষ্ট করে থিয়েটারে জানাতে না এসে, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই তো পারতেন বাবা?

দত্তবাবু। কি বল্‌লি হতভাগা? তোর লাজ-লজ্জা নেই বলে কি আমারও নেই? আমি কি লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েছি? এই কলঙ্কের কথা আমি আবার পয়সা খরচ করে খবরের কাগজে জাহির করবো?

অমৃতলাল। না—না, ভালই করেছেন। Good money after bad money. নিন—চলুন—আর গণ্ডগোলে কাজ নেই; এখুনি আবার অভিনয় আরম্ভ হবে।

দত্তবাবু। যাচ্ছি—যাচ্ছি। ঐ কুলাঙ্গারকে যখন সামনে পেয়েছি, তখন

যাবার আগে গোটাকতক কথা বলে যাই। শোন্—তুই যখন আমাদের বংশের মুখে, সুবর্ণবণিক সমাজের মুখে চুণ-কালি দিয়েছিস, তখন তোর নামের শেষের ঐ 'দত্ত' উপাধিটাও বদ্‌লে ফেল্।

অমৃতলাল। সে কি মশাই! পূর্ব্বপুরুষের উপাধি বদ্‌লে ফেল্‌বে কি? ও তো এখন ওর স্ত্রীর নামের পেছনেও দত্ত লিখ্‌ছে। দেখেন নি? আমরা পোষ্টারে লিখেছি "মিসেস্ সুকুমারী দত্ত"।

দত্তবাবু। (বিরক্ত ভাবে) দেখেছি—দেখেছি। আর দেখেছি বলেই তো এই কথা বল্‌তে এসেছি মশাই।

গোষ্ঠ। বেশ করেছেন। আপনার যা বল্‌বার ছিল তা তো বলা হয়েছে, এখন আমার মাথাটা হেঁট না করে আপনি আসুন।

দত্তবাবু। তোর মাথা আমি আবার হেঁট করবো কি রে হতচ্ছাড়া? তোর এই কাজের জন্যে সারা কলকাতার লোক ছড়া কেটে যে তোর মাথা হেঁট করে দিচ্ছে! কি বলছে, তা শুনেছিস্ কি?

গোষ্ঠ। শুনেছি। বাঁধ ভাঙ্‌লেই লোকে বাধা দিতে আসে। ভালো-মন্দ সমালোচনা করে, ছড়া কাটে।

দত্তবাবু। (শ্লেষাত্মকভঙ্গীতে) ছড়া কাটে?

"আমি সখের নারী সুকুমারী
স্ত্রী-পুরুষে এ্যাক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যা রে—"

শুন্‌তে খুব ভাল লাগ্‌ছে—না?

অমৃতলাল। আমাদের শুনতে কিন্তু খুব ভালই লাগছে দত্ত মশায়—বিনি পয়সার থিয়েটারের বিজ্ঞাপন লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

দত্তবাবু। বুঝতে পারছি—আপনিই এই বিয়ের ঘটক। আপনিই বোধ-হয় উপেন দাস?

অমৃতলাল। আজ্ঞে না দত্তমশাই, আপনি ভুল করছেন। আমি অমৃতলাল বোস।

দত্তবাবু। ও! তা আপনি উপেন দাসকে বলে দেবেন—বিদ্যাসাগর মশাইও অনেককে জাতে তোলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারছেন না—আর এ তো বাপে-খেদানো থিয়েটারওয়ালা উপেন দাস!

গোষ্ঠ। বাবা! আপনার যা বলবার তা আমাকে বলুন, অপরকে ছোট করার চেষ্টা করে, নিজে ছোট হবেন না। আমাকে ত্যজ্য করার কথা বলতে এসেছিলেন—তাতো বলা হয়ে গেছে—এখন আপনি আসতে পারেন।

দত্তবাবু। বটে! তুই তোর বাপকে এতগুলো লোকের সামনে এই কথা বলতে পারলি?

গোষ্ঠ। কেন পারবো না? এখন আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আপনি তো আমায় ত্যজ্য করে দিয়েছেন। আপনি যান—এতগুলো লোকের সামনে নিজেকে আর ছোট করবেন না।

দত্তবাবু। ছোট করতে তুই আর আমায় বাকী রাখ্‌লি কি? কলকাতার স্বর্ণবণিক দত্ত বংশের তুই কলঙ্ক! তুই আর নামের পেছনে দত্ত লিখিস নি। ঐ তয়ে-তয়ের পরে আর একটা 'ক' বসিয়ে নিস্, লিখিস—"দত্তক"।

[দত্তবাবু গজ্ গজ্ করতে করতে সবেগে চলে যান। দেখা যায়, গোলাপ-সুন্দরী তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অমৃতলাল তার মাথায় হাত রেখে বলেন :]

অমৃতলাল। কাঁদিস নে গোলাপ—দুঃখ করিস নে। মনে রাখিস, আগুনে পুড়ে পুড়েই সোনা খাঁটি হয়।

[ইতিমধ্যে নেপথ্যে ঘণ্টা বেজে ওঠে। অমৃতলাল বলেন:]

—নাও, সব ready হয়ে নাও—নাটক সুরু হবে।

[অমৃতলালের কথার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যায়। নেপথ্যে কনসার্টের সুর ভেসে আসে]

অষ্টম দৃশ্য

[গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। ৪ঠা মার্চ, ১৮৭৬। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকের একটি দৃশ্য মঞ্চে অভিনয় হচ্ছে।]

[হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গা তটোপরিস্থিত একটি পুরাতন অট্টালিকা। এক গৃহে বিরাজমোহিনী আসীনা]

বিরাজ। (গবাক্ষ ও দ্বার সকল একে একে পরীক্ষা করিয়া সবিষাদে) সকল দরজা-জানালাই বাইরের দিক থেকে বন্ধ দেখছি। কি করি? (সরোদনে) হা জগদীশ্বর! আমার পরিত্রাণের কি কোনও উপায় হবে না? প্রাণত্যাগ ভিন্ন কি এই রাক্ষসপুরী হতে মুক্তি পাবার অন্য কোন পথ নেই? এই বয়েসে কি আমায় মরতে হবে? (অশ্রুত্যাগ) প্রাণত্যাগেরও তো কোনও সহজ উপায় দেখছি নে—কি করি?

(ম্যাক্রেণ্ডেলের প্রবেশ)

ম্যা:। হো:—হো:—হো:! আমি লুক্কাইত থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছি। আর কি করিবে সুন্দরী, আমার আলিঙ্গনের ভিতর আসিবে। হো:—হো:—হো:—আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন সুন্দরী?

আমি ব্যাঘ্রও নহি, ভাল্লুকও নহি—তোমাকে ভক্ষণ করিব না। শুদ্ধ তোমার প্রেম আস্বাদন করিতে চাই।

বিরাজ। (ক্রন্দনের সহিত) আমাকে ক্ষমা করুন—ঈশ্বর আপনার ভাল করবেন।

ম্যাঃ। হোঃ—হোঃ—হোঃ—সুন্দরী, প্রণয়ের অভিধানে ক্ষমা কথাটি নাই। এখনও মিষ্ট কথায় বলিতেছি—প্রণয়দানে সম্মত হও—তাহা না হইলে তোমার অনিচ্ছা সত্বেও—

বিরাজ। (চিন্তাপূর্ব্বক হঠাৎ) আচ্ছা, দেখুন, এক কর্ম্ম করুন না কেন—তাহলে সকল দিক রক্ষা পায়। আপনি আমাকে বিবাহ করুন।

ম্যাঃ। হোঃ—হোঃ—হোঃ! উত্তম প্রস্তাব হইয়াছে সুন্দরী! আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ইহার অনুমোদন করিতেছি। আমাদিগের মধ্যে সাময়িক বিবাহ হউক।

বিরাজ। সে আবার কি?

ম্যাঃ। হোঃ—হোঃ—হোঃ—তুমি জান না সুন্দরী? এই তোমাতে আমাতে যাবজ্জীবনের জন্য নহে, কিন্তু কোন একটা নিরূপিত সময়—এক বা দুই রাত্রির জন্য স্ত্রী-পুরুষভাবে একত্র থাকিব, তাহার পর আমরা উভয়েই পুনর্ব্বার স্বাধীন হইব।

বিরাজ। এক বা দুই রাত্রি পরেই যদি আপনি আমায় পরিত্যাগ করেন, তাহলে আর আপনার আমাকে বিবাহ করা কৈ হোল?

ম্যাঃ। হোঃ—হোঃ—হোঃ! খৃষ্টের উনবিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞান সাহায্যে সকল প্রকার দাস্যেরই মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। চির বিবাহ নামক দাস্যই বা কেন অবশিষ্ট থাকিবে?—আইস—

[ম্যাক্রেওল ধরিতে যায়। বিরাজ হঠাৎ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া]

বিরাজ। দেখ রে পিশাচ্—বাঙ্গালীর মেয়ে কি করে সতীত্ব রক্ষা করে—

[পলায়ন]

ম্যাঃ। **By the Dragon! Actually jumped down from the Veranda!**

[বেগে প্রস্থান—কিয়দ্‌বিলম্বে রক্তাপ্লুত অবস্থায় বিরাজকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ]

বিরাজ। সাহেব—আমাকে ছেড়ে দিন—আমি দাঁড়াতে পারছি না—আমাকে ছেড়ে দিন— [কম্পন]

ম্যাঃ। (ক্রুদ্ধভাবে) আমি ওসব কিছু শুনিতে চাহি না—তুমি প্রস্তুত হও—

বিরাজ। সাহেব—আমাকে ছেড়ে দিন—

[রক্তত্যাগে ক্ষীণ হইয়া পতন ও মূর্ছা]

[হঠাৎ বেলবাবুর প্রবেশ]

বেলবাবু। সর্ব্বনাশ হয়েছে।—এইমাত্র খবর পেলাম—পুলিশ আসছে—

অমৃতলাল। এঁ্যা! পুলিশ আসছে? তাড়াতাড়ি যাও—সিন্‌টা পাল্টে 'সতী কি কলঙ্কিনী'র সিন্‌টা দাও—এই জগো, ওঠ, পালা—পালা। [দর্শকদের প্রতি] আপনারা স্থির হয়ে বসুন, উত্তেজিত হবেন না। আমরা এখুনি "সতী কি কলঙ্কিনী" নাটকের অভিনয় আরম্ভ করছি।

[দৃশ্য পরিবর্তন করা হয়—অমৃতলাল বলেন :]

—রামতারণ, তাড়াতাড়ি সুরু করো—

[অমৃতলাল ও বেলবাবু প্রস্থান করেন]

['সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকের একটি দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হয়। আয়ান ঘোষের বাড়ী। আয়ান ঘোষ বিষণ্ণমনে উপবিষ্ট। জনৈক প্রতিবেশীর প্রবেশ]

প্রতিবেশী। আরে—কোণের ভেতর একা বসে কি করছ? আজকাল

কাজকর্মে এতো অমনোযোগী দেখছি কেন?—ব্যাপারটা কি? আরে ভায়া, তুমি এমনধারা হলে কি চলে?

আয়ান। দাদা, সাধে কি এরূপ হয়েছি? লোকনিন্দাই এর প্রধান কারণ; ভাই, সমাজের কথা চুলোয় যাক্—আমার মা ভগ্নী—এরাও প্রাণাধিকা রাধিকাকে অসতী বলেন। স্ত্রী অসতী—এ কথা শুনলে কার না বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়!

গীত:

(রাগিণী: বাবোঁয়া—আড়াঠেকা)

তারে কলঙ্কিনী কয়!
লোক অপবাদ, শেল আঘাত—
প্রাণে কি সয়॥
প্রাণ-প্রতিমা রাধা—শ্যাম প্রেমে বাঁধা
শ্যাম-জীবন-ধন আমার সে নয়॥

প্রতিবেশী। এ্যাঁ—বল কি! এমন কথাও কি মুখে আনতে আছে? রাধিকা লক্ষ্মীস্বরূপা, তাঁকে অসতী বলে এমন সাধ্য কার? ভাই, ওসব কথায় তুমি কর্ণপাত করো না। ভাই, বেলাটা অধিক হয়ে পড়ছে—আমি তবে এখন চল্লেম—কাল আবার দেখা হবে।

[প্রতিবেশীর প্রস্থান। কুটীলার প্রবেশ]

কুটীলা। দাদা—দাদা—দাদা—

আয়ান। আরে কেন—কি হয়েছে?

কুটীলা। যা হয়েছে, একবার দেখবে এসো—এই তোমার রাধাসতী—কালার সঙ্গে নিকুঞ্জবনে আমোদ-প্রমোদ করছে—আর কিছু নয়—

আয়ান। [যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান] সত্যি বলছিস্—রাধা-কৃষ্ণ নিকুঞ্জবনে একত্র রয়েছে ?

কুটীলা। আমি বুঝি কেবল তোমার কাছে মিথ্যে কথাই বলে বেড়াই ? বাবা ! বৌয়ের এমন বুকের পাটা তো কখনো দেখি নি ! এই তুই প্রহর বেলা—পরপুরুষের সঙ্গে আমোদ ! ওমা ! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ ! কুল-বধূর কি এই কাজ ?

আয়ান। যা—যা, আর মিছে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বকতে হবে না—

কুটীলা। তা তো বটেই—আমার কথা ভাল লাগবে কেন ? তোমার রাই-কলঙ্কিনী যা বলে, তাই ভাল। আবাগী তোমায় সত্যি সত্যি গুণ করেছে ; তা না হলে অমন তুটো বড় বড় চোখ থাকতে তুমি এ সব কিছুই দেখতে পাও না ? ওমা ! এমন মাগের বশীভূত পুরুষ তো কোথাও দেখিনি !

আয়ান। দেখ্—বড় বাড়াবাড়ি করিস নে—অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। সাবধান !

কুটীলা। (ক্রোধে) ও ! তোমার মাগটি যে এত বাড়াবাড়ি করছে, তা তোমার প্রাণে সহ্য হয়—আর আমার তু'টো কথা সহ্য হয় না !

আয়ান।

গীত

চল্‌রে কুটীলে চল্ নিকুঞ্জ কাননে।
যথা কালা করে কেলি বিনোদিনী সনে।
যদি সে যুগল রূপ না হেরি নয়নে।
নিশ্চয় পাঠাব তোরে শমন-সদনে।

[কুটীলাকে নিয়ে আয়ান গান গাইতে গাইতে গমনোদ্যত—সহসা কলিকাতার পুলিশ

কমিশনার Stuart Hugg, পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট Lambert সাহেব কয়েকজন পুলিশ ও সার্জেন্ট সহ মঞ্চে প্রবেশ করেন। অভিনেতা, অভিনেত্রী ও দর্শকেরা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েন। Stuart Hugg চীৎকার করে আদেশ করেন :]

হগ্‌। Stop—stop I say—stop your drama.

[অমৃতলাল সবেগে মঞ্চে প্রবেশ করে বলেন :]

অমৃতলাল। May I know your identity please ?

হগ্‌। Oh sure ! Stuart Hugg, the Police Commissioner of Caloutta—and he is my deputy Mr. Lambert.

ল্যাম্বার্ট। We are here with order to arrest you all for staging ' SURENDRA-BINODINI"—a vulgar drama.

[ল্যাম্বার্টের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ প্রবেশ করে বলেন :]

উপেন্দ্র। May I know, what authority brings you right on the stage, when the drama is going on ?

ল্যাম্বার্ট। We have with us the such order from Police Commissioner Mr. Hugg, Who is Upen Das—the director and dramatist amongst you ?

উপেন্দ্র। [এগিয়ে এসে] It's me.

ল্যাম্বার্ট। I see ! Now you are under arrest. Who is Amrita Lall Basu—the manager ?

অমৃতলাল। [এগিয়ে এসে] It's me—it's me.

ল্যাম্বার্ট। You too, Actor Moti Lall Sur, Amrita Lall Mukherjee (Bell Babu), music-director, Ramtaran Sanyal and the proprietor of the theatre Bhuban Neogi—

উপেন্দ্র। Mr. Bhuban Neogi is not here to day—he is indisposed.

ল্যাম্বার্ট। Never mind, he will have to appear in the Court in due time.

গোলাপসুন্দরী। (এগিয়ে এসে বলে) আমাদেরই বা বাদ দিয়ে যাচ্ছ কেন সাহেব? আমাদেরও ওঁদের সঙ্গে নিয়ে চলো।

রাজকুমারী। ওলো চুপ কর—চুপ কর—ওরা শুনতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না—আমাদেরও ধরে নিয়ে যাবে।

গোলাপসুন্দরী। যাক না নিয়ে—তাইতো চাইছি রাজুদি—দেখি ওরা কেমন করে আমাদের আট্‌কে রাখে?

[উপেন্দ্রনাথ দর্শকদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলেন :]

উপেন্দ্রনাথ। দর্শকবৃন্দ! বলুন তো—বলুন তো আপনারা—এ কি সখের নারী সুকুমারী—না এ বীরাঙ্গনা সুকুমারী? বহুদিন ধরেই সরকারের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছিল, এই নাট্যশালার ওপর—আজ তা চরম আঘাত হান্‌লো। নাট্যশালার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আপনারা সোচ্চার প্রতিবাদ গড়ে তুলুন। বাক্-স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করবো না—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—

[শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে থাকে। ষ্টুয়ার্ট হগ্ বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকেন—সকলে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি তোলে। হগ্ এগিয়ে এসে চীৎকার করে বলেন :]

হগ্। Stop—stop I say.

উপেন্দ্র। না, কিছুতেই আমাদের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না। বন্দেমাতরম্—

[উপেন্দ্রনাথের কথায় সকলে পুনরায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তোলে। হগ্ চঞ্চল হয়ে ওঠেন—সিপাইকে বলেন :]

হগ্। Come along—follow me.

[হগ ও ল্যাম্বার্ট সাহেব সকলকে বন্দী করে নিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে যান :]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের চেম্বার। টেবিলের ওপর কয়েকটি ব্রীফ্‌ ও আইনের বই ছড়ানো। মনোমোহন একটি ব্রীফ্‌ নিয়ে দেখছিলেন। ইতিমধ্যে এ্যাটর্নী গণেশ চন্দ্র মিঃ তারক পালিতকে নিয়ে প্রবেশ করেন। মনোমোহন বলেন :]

মনোমোহন। আসুন—আসুন মিঃ পালিত—

গণেশচন্দ্র। তাহলে মিঃ ঘোষ—আমি একবার কোর্ট থেকে ঘুরে আসি—

মনোমোহন। হ্যাঁ—আপনি আসুন মিঃ চন্দ্র। মিঃ পালিত ততক্ষণ আমার এখানেই না হয় অপেক্ষা করুন।

তারক। ঠিক আছে—ঠিক আছে—

[গণেশ চন্দ্র চলে যেতে যান, ইতিমধ্যে অমৃতলাল বসু, বেলবাবু, মতিলাল সুর, ভুবন নিয়োগী ও অসুস্থ উপেন্দ্রনাথকে ধরে গোষ্ঠবিহারীকে আসতে দেখা যায়। গণেশ চন্দ্র বলেন :]

গণেশচন্দ্র। একি উপেন! তোমাকে দেখে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে?

ভুবন। হ্যাঁ, উনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

গণেশচন্দ্র। মিঃ ঘোষ, ওঁরা না হয় আপনার Chamber-এই ততক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি কোর্ট থেকে ঘুরে আসি।

মনোমোহন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওঁরা এখানেই অপেক্ষা করুন।

[গণেশচন্দ্র চলে যান]

[সকলে বসেন]

[গোষ্ঠ উপেন্দ্রনাথের কপালে হাত দিয়ে বলে :]

গোষ্ঠ। উপেনদাদার জ্বরটা বোধহয় এখন বেড়েছে।

মতিলাল। বল কি গোষ্ঠ, আবার জর এলো ?

বেলবাবু। ওঁকে নিয়ে তো বড় মুস্কিল হোল ভুণীবাবু ?

অমৃতলাল। নানান ভাবনা-চিন্তা, থিয়েটার বন্ধ, মামলার চিন্তা, তার ওপর দশমাস ধরে এই কোর্ট-ঘর আর হয়রানি।

তারক। আর হয়রানি হতে হবে না। আমি বল্‌ছি আজই তোমরা খালাস পাবে।

মনোমোহন। আরে, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স্ আর সকলকে ছেড়ে দিয়ে শুধু শাস্তি দোবো বলেই, তোমাদের দু'জনকে শাস্তি দিয়েছে।

তারক। মিঃ ডিকেন্স্ Lower Court-এ অতগুলো সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তির সাক্ষীকে উড়িয়ে দিল! আমরা argument-এ প্রত্যেকটি সাক্ষীর জবানবন্দী জজের কাছে তুলে ধরেছি—প্রত্যেকেই বলেছেন—"সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে কিছুমাত্র অশ্লীলতা নেই। কোনক্রমেই ওকে অশ্লীলতার পর্যায়ে ফেলা যায় না।

উপেন্দ্র। [হাঁপাতে হাঁপাতে] শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নে তো Lower Court আমাদের শাস্তি দেয়নি মিঃ পালিত। নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করার জন্যেই ওরা আমাদের শাস্তি দিয়েছে।

[উপেন্দ্রনাথ কাসতে থাকেন। গোষ্ঠ বলে :]

গোষ্ঠ। আপনি কথা বলবেন না উপেন দাদা—কথা বললেই আপনার কাসি হচ্ছে।

মনোমোহন। তাইতো! উপেন তো খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে দেখছি। ওকে তোমরা ভাল করে চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করো।

ভুবন। সাধ্যমত চেষ্টা তো আমরা করছি; কিন্তু ওঁর যদি সাজা হয়, তাহলে তো আমাদের আর কিছু করার থাকবে না—

মনোমোহন। ইংরেজ আইনের যদি কিছুমাত্র পবিত্রতা থাকে ভুবনবাবু, তাহলে আমি বল্‌ছি, কিছুতেই ওদের সাজা হবে না—হতে পারে না।

অমৃতলাল। ঈশ্বরের নাম নিয়ে ওরা আমাদের শপথবাক্য পাঠ করায় —আর নিজেরা মিথ্যাচার করে।

তারক। যাক্—যাক্, ও সব আলোচনা না করাই ভালো। বিচারের নামে অনেক ক্ষেত্রে আজকাল প্রহসন চল্‌ছে—তা আমরা জানি। কিন্তু জাষ্টিস্ মার্কবি আর জাষ্টিস্ ফিয়ার্ এ বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। কাজেই আমার বিশ্বাস, তোমরা বে-কসুর খালাস পাবে।

মনোমোহন। নিশ্চয়ই পাবে। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটক অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট—ওটা অজুহাত মাত্র। পুলিশ কমিশনারের আসল রাগ হচ্ছে 'গজদানন্দ হনুমান চরিত্র', 'Police of Pig Ship' নাটক play করার জন্য। Stuart Hugg-এর উচিত ছিল ঐ সব নাটকের দোষ ধরে মামলা রুজু করা।

তারক। যা বলেছেন মিষ্টার ঘোষ। Mr. Hugg ঐখানেই মস্ত ভুল করেছেন। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকই যদি অশ্লীল হয়, তাহলে সে নাটকের অভিনয়ের সময়েই ওরা বন্ধ করে দিতে পারতো—তা না করে "সতী কী কলঙ্কিনী"র অভিনয়ের সময়ে ওরা এসে থিয়েটারে হামলা করলো—

অমৃতলাল। গভর্ণমেণ্ট্ যদি এ মামলায় হারে, তাহলে আমার মনে হয়, নাট্যশালাকে ওরা সহজে রেহাই দেবে না। শুন্‌ছি—অভিনয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিলে বিল আনবে—

উপেন্দ্র। আমি জানি, এমনি করেই ওরা আমাদেব গলা চেপে ধরবে, স্বাধীন মত প্রচার করতে দেবে না।

[উপেন্দ্রনাথ কাসতে থাকেন। গোষ্ঠ বলে :]

গোষ্ঠ। এই শরীরে আপনি অত উত্তেজিত হবেন না উপেন দাদা—

[ইতিমধ্যে গণেশচন্দ্র ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে বলেন :]

গণেশচন্দ্র। মিঃ ঘোষ—

মনোমোহন। কি ব্যাপার ?

গণেশচন্দ্র। এইমাত্র মিঃ জাষ্টিস্ মার্কবি ও মিঃ জাষ্টিস্ ফিয়ার্ রায় দিলেন —উপেন ও অমৃত বে-কসুর খালাস।

মনোমোহন। আমি জানতাম—আমি জানতাম। জাষ্টিস্ মার্কবি ও ফিয়ার up right man. ওঁরা বিচারে ভুল করবেন না—করতে পারেন না।

গণেশচন্দ্র। সত্যিই। The Conviction quashed, sentence set aside and the petitioners released from the obligation of their recognizances—বেকসুর খালাস।

(গণেশচন্দ্রের রায়টা পড়া শেষ হলে উপেন্দ্র হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন :]

উপেন্দ্র। বাংলার নাট্যশালার বাক্-স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা যা করলেন, তারজন্যে আমরা আপনাদের কাছে চির-কৃতজ্ঞ।

গণেশচন্দ্র। আরে উপেন, তোমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে না। আমরা যা করেছি, কর্ত্তব্যবোধেই করেছি। তা ছাড়া তুমি আমার পুত্র-স্থানীয়, প্রতিবেশী। অমৃত, যাও—উপেনকে তোমরা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

[সকলে উপেন্দ্রকে নিয়ে চলে যায়].

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শিবনাথের বাসা-বাড়ী। বাইরের ঘর। তখন বেলা ৯টা-১০টা। ঘরে কেউ নেই। পাশের ঘর থেকে শিবনাথ ও শিশিরকুমার কথা কইতে কইতে প্রবেশ করেন।]

শিবনাথ। উপেনের অবস্থা দেখলে তো শিশির, বল এখন কি করা যায় ?

শিশিরকুমার। দেখে শুনে তো মোটেই ভাল বলে মনে হলো না।

শিবনাথ। ও আসার পরেই ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীরকে ডেকে এনে দেখিয়েছি। উনি বল্‌ছেন, ঔষধ পথ্যের ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারলে, হয়তো সারিয়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু সময় লাগবে।

শিশিরকুমার। মামলা মেটার সঙ্গে সঙ্গে তখন যদি ঐ রোগ নিয়ে উপেন তাড়াতাড়ি কাশীতে চলে না যেত, তাহলে বোধহয়—

শিবনাথ। বারণ করেছিলাম—কিন্তু শুনলে না। বল্‌লে—থিয়েটারটাও চালাতে পারলাম না, তার ওপরে মামলা-মকর্দ্দমায় সর্ব্বস্ব খুইয়েছি, কে এখন আমায় রোগের ওষুধ-পথ্যি জোগাবে ? তার চেয়ে ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের কাছে যাই—বিনা পয়সায় খাওয়া-থাকা-চিকিৎসা চলবে, অমৃতলাল লোকনাথবাবুকে চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা করেছে। এসব শুনে, আমিও তখন আর বাধা দিতে পারলাম না।

শিশিরকুমার। এখন এ অবস্থায় একা তুমিই বা কি করবে ?

শিবনাথ। আমার আর্থিক অবস্থার কথা তো তোমরা জান : কিন্তু উপায়ও তো কিছু দেখছি না। আমার বাসাতে এসে যখন উঠেছে —বিনা চিকিৎসায় ফেলেও তো রাখতে পারি না। ডাক্তার খাস্তগীর অবশ্য ফি-টি কিছুই নিচ্ছেন না ; কিন্তু অষুধ পথ্যি তো আছে।

শিশিরকুমার। আছে বৈকি! তুমিই বা একা কত করবে? টাকার প্রয়োজন হলে আমাকে বোলো শিবনাথ।

শিবনাথ। নিশ্চয় বলবো। জানো, এসে পর্য্যন্ত খুব ব্যস্ত হয়েছে—বাপের সঙ্গে দেখা করার জন্তে; বল্‌ছে—শেষ সময়ে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই, কিন্তু ওর বাবাকে তো জান? কে যাবে সাহস করে তাঁর কাছে?

শিশিরকুমার। এই হয় রে শিবনাথ, এই হয়। উপেনটা সারাজীবন শুধু সংগ্রামই করে গেল; কিন্তু কোনও দিন হারজিতের কথা ভাবেনি।

শিবনাথ। জ্ঞান কাল উপেনকে দেখতে এসেছিল, ওর অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলো! বল্‌লে—ইচ্ছে থাকলেও আমার তো করবার কিছু নেই শিবনাথ দাদা! বড়জোর দাদার চিকিৎসার জন্তে কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারি।

শিশিরকুমার। কিন্তু ও তো অর্থসাহায্য চাইছে না শিবনাথ! ও যে এখন বাপকে দেখতে চাইছে। ও যদি না বাঁচে, তাহলে মস্তবড় আক্ষেপ নিয়ে ও পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে!

শিবনাথ। সেইজন্তে অনেক ভেবে-চিন্তে আজ সকালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি যদি বলে কয়ে ওর বাবাকে দেখা করানোর জন্তে এখানে নিয়ে আসতে পারেন।

শিশিরকুমার। তা কি হোল?

শিবনাথ। বিদ্যাসাগর মশাই প্রথমেই তো ওর নাম শুনে চটে গেলেন—বল্‌লেন কি—যাকে দেখলে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জুতো মারতে ইচ্ছে করে—তার হয়ে তুই আমাকে অনুরোধ করিস?

শিশিরকুমার। আমি জানি, থিয়েটারের ব্যাপারে উনি ওর ওপর খুব চটে আছেন।

শিবনাথ। শুধু থিয়েটারের জন্যে নয়—ওর বিয়ের ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর মশাই অসন্তুষ্ট।

শিশিরকুমার। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে তো ওঁর অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। ও তো বিধবা বিয়ে করেছে।

শিবনাথ। তা করেছে ; কিন্তু ওকে তো জান, কোন বিষয়েই মতিস্থির করে কাজ করে না। একবার বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মতে পুরুত ডেকে বিয়ে করলো, আবার এদিকে শহরের বড় বড় লোকেদের নেমন্তন্ন করে এনে, তাঁদের সামনে ঈশ্বর-উপাসনা করে বিয়ের দলিল করে তাতে সই করলো—

শিশিরকুমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে। সেই বিয়ের দলিলে আনন্দ-মোহন বসুও নাকি সই করেছিলেন। তা যাক্—বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছ থেকে কি শেষ পর্য্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে এলে ?

শিবনাথ। ফিরেই আসছিলাম। কি মনে হোল, শেষ পর্য্যন্ত বলে ফেল্লাম —আপনি বাপ-বেটায় দেখা করিয়ে না দিলে, আর কারুর দ্বারায় তা হবে না। তবে আমি যাই। কি আর করব ? উপেনের শেষ অনুরোধটা রাখতে পারা গেল না। আমার কথা শুনে বললেন, মরণকালে বাপকে দেখতে চেয়েছে—শুভবুদ্ধি হয়েছে—এটাও ভাল। দেখি, কিছু করতে পারি কি না ! কাল সকাল সাতটা-আটটা নাগাদ ওর বাপকে তোর বাড়ীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো—তুই বাড়ীতে থাকিস।

শিশিরকুমার। দেখো, শেষ পর্য্যন্ত যদি ওঁর দ্বারায় কিছু হয়। কাল

সন্ধ্যায় তোমার কাছে এসে খবরটা নিয়ে যাব। এখন তাহলে আসি শিবনাথ।

শিবনাথ। এসো—

[শিশিরকুমার চলে যান। শিবনাথ বাড়ীর ভেতর যেতে যাবেন, এমন সময়ে সৌরভিনী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। শিবনাথ বলেন :]

—আমায় কিছু বল্‌বে বৌঠান ?

সৌরভিনী। হ্যাঁ। ওঁর সামনে তো সব কথা বলতে পারি না, তাই এ ঘরে এলাম।

শিবনাথ। বেশ তো—কি বলো ?

সৌরভিনী। দেখুন, দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় একদিন ঐ অচেনা-অজানা মানুষটির ওপর নির্ভর করে, লোকনিন্দা-অপবাদ সব কিছু তুচ্ছ করে, আপনাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম—গাড়ীর চাকার মত জীবনের চাকাও এবার ঘুরবে ; কিন্তু বেশীদূর ঘুর্‌লো না—থেমে গেল। বুঝতে পারছি—এ চাকা আর ঘোরবার নয় ; আপনার ওপর উনি চিরকালই জোর-জুলুম করে এসেছেন, এখনও করছেন। আপনিই বা আর কত করবেন আমাদের জন্যে ?

শিবনাথ। বৌঠান, এরজন্যে তুমি এত সঙ্কোচ বোধ করছো কেন ? আমি তোমার বড় ভাইয়ের মত। তোমার বড় ভাই থাকলে, এ সময়ে সে কি চুপ করে বসে থাকতে পারতো ?

সৌরভিনী। মায়ের পেটের ভাই আমাদের নেই—ভাইয়ের স্নেহ-ভালবাসা তাই কোনদিনই পাইনি ; কিন্তু ওঁর সঙ্গে গিয়ে যেদিন আপনি

আমাকে নিয়ে আসেন. সেইদিন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, ভাই কি জিনিষ! কাশী থেকে চলে আসার আগে একদিন আমাকে বল্‌লেন—দেখো, এ যাত্রায় আমি বোধহয় আর বাঁচবো না; কিন্তু মরার আগে বাবার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই—তুমি আমায় কলকাতায় নিয়ে চলো। বললাম, শিবনাথদাকে চিঠি দিই, তিনি আসুন—তারপর আমরা কলকাতা যাব। কিন্তু আমার কথা শুনলেন না। আপনার নাম করে বল্‌লেন—ওর কাছে যাব, তার জন্যে কি আর চিঠি দিয়ে জানাতে হবে? তাই কোন খবর না দিয়ে চলে এসে আপনাকে বিব্রত করে তুলেছি।

শিবনাথ। ওর জন্যে তুমি এত কিন্তু হচ্ছো কেন বৌঠান? আমার ওপর উপেনের জোর আছে বলেই ও এসেছে।

সৌরভিনী। যে আশায় এসেছেন, তার কি কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন?

শিবনাথ। বিদ্যাসাগর মশাইকে তো ধরেছি, দেখি কি হয়?

সৌরভিনী। কিন্তু দাদা, ওঁর যদি ভালোমন্দ একটা কিছু হয়, তাহলে আমাকেও তো কিছু করতে হবে। তাই বল্‌ছিলাম—সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে যদি কিছু রোজগার করতে পারি—আর তার জন্যে আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন।

শিবনাথ। তোমার কথায় আমি খুব খুশী হয়েছি বৌঠান, শেষ পর্য্যন্ত ঐ সব করেই হয়তো তোমাকে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাতে হবে; কিন্তু উপেনের স্ত্রীর তো আজ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্যে এমন সামান্য কাজ করার কথা নয়!

সৌরভিনী। কি করবো—সবই আমার অদৃষ্ট! নইলে, আজ ওঁর এমন অসুখই বা হবে কেন? লোকে ওঁর সম্বন্ধে আজ কত কি-ই না

বল্‌ছে। কিন্তু আমি তো জানি, তারমধ্যে মিথ্যে কতটা, আর সত্যি কতটা?

শিবনাথ। সারা জীবন নিন্দা-অপবাদকে ও তুচ্ছ করে এসেছে। তাই সেই সুযোগ নিয়ে ওর শত্রুরা ওর নামে একটার পর একটা নিন্দে-অপবাদ রটিয়েছে। কতদিন বলেছি, তোর সম্বন্ধে এইসব রটাচ্ছে—তুই এর প্রতিবাদ কর। হেসে বলেছে—প্রতিবাদ করলেই প্রতিবাদী হতে হয়। ওসব আমার দ্বারায় হবে না। তাইতো ভাবছি বৌঠান, ও প্রতিবাদী হতে চায় না বলেই বোধহয় আজ ও ওর বাপের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিটা মিটিয়ে নিতে চায়।

সৌরভিনী। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে দাদা?

শিবনাথ। জানি না হবে কিনা! কিন্তু যদি হয়, তাহলে জেনো বোন, ওর জীবনের মস্তবড একটা ফাঁক ভরাট্ হয়ে যাবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[বৌবাজার। কলেজ ষ্ট্রীট ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের অদূরবর্তী কোনও অঞ্চল। দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে থাকে। এরই মাঝে নেপথ্যে শ্রীনাথ দাসের কথা শোনা যায়:]

শ্রীনাথ। [নেপথ্যে] কোচম্যান গাড়ী ঘোরাও—

[সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের গলা শোনা যায়। তিনি ততোধিক রুষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠেন:]

বিদ্যাসাগর। [নেপথ্যে] কোচম্যান—গাড়ী থামাও, আমি নামবো—

শ্রীনাথ। [নেপথ্যে] একি বিদ্যাসাগর! তুমি নামছো কেন?

বিদ্যাসাগর। [নেপথ্যে] হ্যাঁ—নামছি। তুমি গাড়ী ঘোরাতে বলেছো—গাড়ী নিয়ে চলে যাও, আমি আমার পথ দেখি—

[কথাগুলি বল্‌তে, বল্‌তে বিদ্যাসাগর মশাই মঞ্চে প্রবেশ করেন। পিছনে পিছনে শ্রীনাথ ব্যস্তভাবে মঞ্চে এসে তাঁর হাত ধরে বলেন :]

শ্রীনাথ। এ কি! তুমি আমার ওপর রাগ করে গাড়ী থেকে নেমে পড়লে!

বিদ্যাসাগর। না নেমে উপায় কি? যেখানে তোমায় আমি নিয়ে যেতে চাই, সেখানে তুমি যখন যেতে চাও না, তখন শুধু শুধু তোমার গাড়ীতে আমি বসে থাকবো কেন?

শ্রীনাথ। তুমি আমায় গাড়ী জুত্‌তে বল্‌লে, কোথায় যাবে—তখন যদি তা বল্‌তে, তাহলে এই ভুল-বোঝাবুঝিটা হোত না।

বিদ্যাসাগর। তা যদি তখন আমি তোমায় বল্‌তাম, তাহলে তুমি গাড়ীও জুত্‌তে বল্‌তে না, আর যেটুকু পথ আমার সঙ্গে এসেছো, সেটুকুও আসতে না। দেখ, তোমার ছেলের ওপর আমিও সন্তুষ্ট নই। কিন্তু সে যখন মৃত্যুশয্যায় পড়ে তোমায় দেখতে চেয়েছে, তুমি কেমন বাপ্‌—যে এ সময়েও তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও না?

[কথাগুলি বলে বিদ্যাসাগর মশাই চলে যেতে যান। শ্রীনাথ বাধা দিয়ে বলেন :]

শ্রীনাথ। শোন—শোন—যেও না—

বিদ্যাসাগর। না—না, তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ বন্ধুত্ব। ভেবেছিলাম তোমাদের বাপ-ছেলের পুনর্মিলন ঘটিয়ে শিবনাথের অনুরোধটা রাখতে পারবো, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি তা পারলাম না! যাই, শিবনাথকে কথাটা বলে যাই।

শ্রীনাথ। আমি তোমাকে হেঁটে যেতে দেব না—ওঠো, গাড়ীতে ওঠো—

বিদ্যাসাগর। তুমি যদি কথা দাও—উপেনকে দেখতে যাবে, তবেই আমি তোমার গাড়ীতে উঠ্‌বো—নইলে আর কোনদিনই তোমার গাড়াতে উঠ্‌বো না।

শ্রীনাথ। উপেনকে তো অনেকদিন আগেই আমি ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু শেষ জীবনে এখন আর আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না। কাজেই তোমার অনুরোধ আমাকে রাখতেই হবে। তুমি এসো বিদ্যাসাগর—

[শ্রীনাথ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হাত ধরে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসেন। পুনরায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যায়; ক্রমশঃ সে শব্দ কাছ থেকে দূরে মিলিয়ে যায়।]

চতুর্থ দৃশ্য

[শিবনাথের বাসাবাড়ী। ভিতরের একটি ঘর। এই ঘরে তক্তাপোষের ওপর অসুস্থ উপেন্দ্রনাথ শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে কাসছেন। নীচে বসে সৌরভিনী ফলের রস করছে—উপেন সৌরভিনীকে জিজ্ঞাসা করেন:]

উপেন্দ্র। এখন ক'টা বাজ্‌লো সৌরভ?

সৌরভিনী। শিবনাথদাকে জিজ্ঞেস করে বল্‌ছি—

উপেন্দ্র। আটটা বাজেনি নিশ্চয়ই—কি বলো?

সৌরভিনী। কি জানি।

উপেন্দ্র। শিবনাথ কোথায়?

সৌরভিনী। বাইরের ঘরে। ওঁরা যদি আসেন—তাই অপেক্ষা করছেন।

উপেন্দ্র। ওঁরা আসবেন না। তুমি ওকে এ ঘরে ডেকে নিয়ে এসো। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

[এতক্ষণে সৌরভিনীব ফলের রস ছাঁকা হয়ে যায়—সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে :]

সৌরভিনী। তুমি এটুকু খেয়ে নাও—আমি ডেকে আন্‌ছি।

উপেন্দ্র। কি ওটা ?

সৌরভিনী। ফলের রস।

উপেন্দ্র। শিবনাথটা যে কি পাগ্‌লামী করছে !

[উপেন বিছানা থেকে একটু ওঠেন। সৌরভিনী ফলের রসটুকু তাঁর মুখে ঢেলে দেয়। উপেন্দ্র আবার মাথাটা বালিশের ওপর রাখতে রাখতে বলেন :]

—এত খরচ ও জোগাচ্ছে কোত্থেকে ? ওষুধ—পথ্যি—ডাক্তার—

সৌরভিনী। ডাক্তারবাবু তো টাকা নেন না।

উপেন্দ্র। তাই বুঝি ?

সৌরভিনী। উনি যে শিবনাথদাদাকে খুব ভালবাসেন।

উপেন্দ্র। জানো সৌরভ ! শিবনাথকে সবাই ভালবাসে। ও যে সকলকে ভালবাসা দিয়ে আপনার করে রেখেছে। আমি তো তা পারলাম না। তাই ভালবাসাও পেলুম না কারুর কাছে ! যখন যা মনে হয়েছে, তাই করেছি। তারজন্যে কারুর সঙ্গে কোনও পরামর্শ করিনি, কারুর উপদেশের অপেক্ষা রাখিনি, কারুর সহযোগিতা কামনা করিনি। ফলে, অনেক কিছু করেও আমি

কিছুই করতে পারলাম না। আমি সংসার-রঙ্গমঞ্চের এক ব্যর্থ নায়ক।

[ইতিমধ্যে শিবনাথ ঘরে ঢোকেন ও বলেন :]

শিবনাথ। না—তুই দুর্দ্দান্ত নায়ক—তুই সার্থক নায়ক। তোর মত নায়কের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে, শুধু এই একটি মাত্র কারণেই তুই অমর হয়ে থাকবি।

উপেন্দ্র। কিন্তু নাট্যশালাকে হাতিয়ার করে যা করতে চেয়েছিলাম, তা যে পারলাম না শিবনাথ!

শিবনাথ। ইতিহাসের পাতায় তো অনেক যোদ্ধার কথা লেখা আছে; কিন্তু সবাই কি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে? কেউ জয় করেছে—কেউ হেরেছে। যে হেরেছে—ইতিহাস কি তাই বলে তাকে যোদ্ধা বলে স্বীকার করে নি?

উপেন্দ্র। তোর কথা শুনলে আমার উৎসাহ হয়—বাঁচতে ইচ্ছা করে।

শিবনাথ। ভাবিস্ না—তোকে আমি বাঁচিয়ে তুল্‌বোই—

উপেন্দ্র। কি করে বাঁচিয়ে তুল্‌বি? এ ভাবে পারবি না। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুই যে সর্ব্বস্বান্ত হবি। তার চেয়ে তুই আমাকে হাসপাতালে দে শিবনাথ। মাইকেল যদি হাসপাতালে মরতে পারেন, আমিও পারবো। সৌরভ! আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তুমি থাকতে পারবে না?

[সৌরভিনী মাথা নেড়ে জানায়—পারবে। শিবনাথ বলেন :]

শিবনাথ। না বৌঠান—তা তুমি পারবে না। কে তোমাকে দেখবে?

উপেন্দ্র। কেন? তুই দেখতে পারবি না?

শিবনাথ। না। তা হয় না উপেন। বৌঠান আর আমি বাড়ীতে থাকবো—তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকবে না, তা কি হয়?

উপেন্দ্র। বুঝেছি। তাই তুই আমাকে হাসপাতালে দিতে চাস্ না। সৌরভ! তোমার দিদিকে খবর দিলে তিনি কি তোমার কাছে এসে থাকতে পারেন না?

সৌরভিনী। হয়তো পারেন; কিন্তু আমার কাছে এসে থাকলে আত্মীয়স্বজনেরা কেউ তো আর তাঁকে জায়গা দেবে না।

উপেন্দ্র। সে কথা ঠিক। তাহলে তোমার কি হবে সৌরভ? আমি যখন থাকবো না, কার কাছে তুমি থাকবে? কে তোমাকে জায়গা দেবে?

[সহসা দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হয়, আর সেইসঙ্গে শোনা যায় বিদ্যাসাগর মশাইয়ের গলা :]

বিদ্যাসাগর। [নেপথ্যে] শিবনাথ আছিস্—শিবনাথ!

শিবনাথ। [সোৎসাহে] ঐ বুঝি ওঁরা এলেন। আমি যাই, ওঁদের নিয়ে আসি।

[শিবনাথ ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যান। উপেন বলেন :]

উপেন্দ্র। সৌরভ! সৌরভ! আমার গুরু, আমার মহাগুরুকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। তুমি আমাকে একটু ধরে বসিয়ে দাও তো। নইলে আমি তো ওঁদের প্রণাম করতে পারব না—

[উপেন উঠবার চেষ্টা করেন। সৌরভিনী বাধা দিয়ে বলে :]

সৌরভিনী। না—না, তুমি ওঠবার চেষ্টা করো না। আমি আঁচলে করে ওঁদের পায়ের ধুলো তোমার মাথায় ঠেকিয়ে দেবো—

[ইতিমধ্যে শিবনাথ বিদ্যাসাগর মশাই ও শ্রীনাথকে নিয়ে আসেন। সৌরভিনী এগিয়ে গিয়ে গলবস্ত্রে আগে বিদ্যাসাগর মশাইকে প্রণাম করে। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন :]

বিদ্যাসাগর। তুমি কে মা?

শিবনাথ। উপেনের স্ত্রী।

[সৌরভিনী এবার শ্রীনাথকে প্রণাম করে। শ্রীনাথ নিশ্চল হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন—কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন :]

বিদ্যাসাগর। তোমার উপেনের স্ত্রী, তোমার পুত্রবধূ তোমায় প্রণাম করছে, ওকে তুমি আশীর্ব্বাদ করো, শ্রীনাথ!

শ্রীনাথ। কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো, তুমি আমায় বলে দাও বিদ্যাসাগর—সব দেখে-শুনে, আশীর্ব্বাদের কোন ভাষাই যে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। উপেনের প্রথমা স্ত্রীকে একদিন হাসপাতালে পাঠাতে আমার আত্ম-সম্মানে বেধেছিল,—সেদিন তুমি আমার ওপর অভিমান করেছিলে; কিন্তু আজ আমার পুত্রবধূকে দেখে মনে হচ্ছে—আত্ম-সম্মানকে জোর করে ধরে রাখা যায় না, বিদ্যাসাগর!

বিদ্যাসাগর। তুমি ঠিক বলেছো শ্রীনাথ, সম্মান আর অর্থ—এ দুটোকে জোর করে ধরে রাখা যায় না। ও দু'টো যখন আসে, তখন আপনি আসে—আবার আপনি যায়।

[ইতিমধ্যে সৌরভিনী আঁচল করে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পা দুটি পুনরায় মোছাতে থাকে। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন :]

—এই তো প্রণাম করলে মা! আর কতবার প্রণাম করবে?

সৌরভিনী। উনি তো উঠ্‌তে পারেন না—তাই আঁচলে পা মুছিয়ে ওঁর মাথায় ঠেকিয়ে দেব।

[সৌরভিনী পা-মোছানো আঁচলটা উপেন্দ্রের মাথায় ঠেকিয়ে দেয়। শ্রীনাথ বলেন :]

শ্রীনাথ। উঠ্‌তে পারে না! উপেনের কি হয়েছে শিবনাথ?

শিবনাথ। যক্ষ্মা।

শ্রীনাথ। এ্যাঁ! কি বল্‌লে?—যক্ষ্মা? বুঝেছি, তাই ওর অভিমান বরফের মত তিলে তিলে গলে যেতে বসেছে—আমাকে দেখতে চেয়েছে—

উপেন্দ্র। বাবা!

[উপেন্দ্রের ডাকে শ্রীনাথের চোখদুটি ছলছল করে ওঠে—ঠোঁট কাঁপতে থাকে। মুখে কোন কথা ফোটে না। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন :]

বিদ্যাসাগর। যাও—উপেনের কাছে যাও—উপেন যে তোমায় ডাকছে শ্রীনাথ—

শ্রীনাথ। হ্যাঁ—উপেন আমায় ডাক্‌ছে। আমার দুর্বিনীত—দুর্বার উপেন আমায় "বাবা" বলে ডাকছে। অনেকদিন পরে আজ পিতাপুত্রের অভিমানের বাঁধ ভেঙ্গে, ঐ একটি কথাই উচ্চারিত হচ্ছে বিদ্যাসাগর—"বাবা"!

[শ্রীনাথ উপেন্দ্রের শয্যায় গিয়ে বসে পড়েন ও তার বুকে মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। উপেন্দ্র বলে :]

উপেন্দ্র। আমায় ক্ষমা করুন বাবা!

শ্রীনাথ। ক্ষমা? ক্ষমা চেয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত তুই যে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাবি—তা হবে না—তা আমি হতে দেব না। ওরে আমার দুর্বিনীত, ওরে আমার অবাধ্য, ওরে আমার বিদ্রোহী পুত্র, আমি তোকে বাঁচাবো—বাঁচিয়ে তুল্‌বো।

বিদ্যাসাগর। তা যদি তুমি পার শ্রীনাথ, তাহলে বুঝ্‌বো তুমি শুধু তোমার পিতার কর্ত্তব্যই পালন করলে না—বহুনিন্দিত, বহুপ্রশংসিত সংসার-রঙ্গমঞ্চের এক বিদ্রোহী নায়ককে তুমি বাঁচিয়ে তুল্‌লে!

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশুকদেব চন্দ্র চন্দ্র কর্ত্তৃক বিবেকানন্দ প্রেস, ১১১ই, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, হইতে মুদ্রিত।

বিদ্রোহী নায়ক

ঃ রূপ সজ্জাকর ঃ

ফর্‌হাদ্‌ হোসেন

ঃ শব্দ-প্রক্ষেপণ ঃ

দুলাল মল্লিক

সহকারী ঃ অজিত মৈত্র

ঃ যন্ত্রীসঙ্ঘ ঃ

কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা মল্লিক, বাসু রায়, জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফণী বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ বসাক।

ঃ আলোক-সম্পাতে ঃ

অজিতকুমার সাহা, বৈদ্যনাথ সেন, বঙ্কিমচন্দ্র দাস, ভানু মুখোপাধ্যায়, জলধর নান, জিতেন্দ্রনাথ পাল, কানাইলাল ধর, মণীন্দ্রনাথ দে ও মণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ঃ মঞ্চ-সজ্জায় ঃ

অনিল দাস, বলাই অধিকারী, যুগল কিশোর গুঁই, দীপেন্দ্র-কুমার দাস, মণীন্দ্র দাস, মহম্মদ নাসিরুদ্দীন, নিমাইচন্দ্র দাস, পাঁচুগোপাল বসু, পরিতোষ কর্ম্মকার ও সন্তোষ সরকার।

ঃ বেশকার ঃ

বিজয় পোড়ে, কালিপদ দাস, কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী ও রণজিৎ দত্ত।

॥ সংগঠনে ॥

—স্বত্বাধিকারী—

শ্রীরঞ্জিতমল কাংকারিয়া
(রঞ্জিত পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে)

প্রযোজনা ঃ শিশির মল্লিক

রচনা ও পরিচালনা ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য-পরিকল্পনা ও আলোক ঃ অনিল বসু

সুরকার ঃ শচীন বসু

গীতিকার ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মারক ঃ সুবল দত্ত ও স্বপন সেন

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা
ও অভিনেত্রীগণ

শ্রীনাথ দাস	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
উপেন্দ্রনাথ	সবিতাব্রত দত্ত
জ্ঞানেন্দ্রনাথ	সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সুরেন্দ্রনাথ	সুখেন দাস
দেবেন্দ্রনাথ	সৈকত পাকড়াশী
বিদ্যাসাগর	শৈলেন মুখোপাধ্যায়
শিবনাথ	কালিদাস গাঙ্গুলী
শিশিরকুমার ঘোষ	প্রেমাংশু বসু
পাণ্ডব	প্রীতি মজুমদার
ভুবন নিয়োগী	অশ্রু ভট্টাচার্য্য
অমৃতলাল বসু	শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)	সুশীল দে
মতিলাল সুর	পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য
রামতারণ সান্যাল	তাপস চট্টোপাধ্যায়
গোষ্ঠবিহারী দত্ত	গোপাল সিংহ রায়
মহেন্দ্র	বিষ্ণু সেন
দত্তবাবু	শ্যাম লাহা
ত্রিলোচন লোধ	সুশীল চক্রবর্ত্তী
মিঃ ষ্টুয়ার্ট হগ	অলক দাশগুপ্ত

মিঃ ল্যাম্বার্ট	করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গণেশচন্দ্র চন্দ্র	কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
মনোমোহন ঘোষ	সুশীল বসু
তারক পালিত	রবীন বসু
ডাক্তার	পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
কুড়োরাম	শৈলেন ভট্টাচার্য্য

অন্যান্য ভূমিকায় :—শান্তি দাশগুপ্ত, বীরেন দাস,
কানু চক্রবর্ত্তী ও ভোলা মল্লিক।

রমণীসুন্দরী	অপর্ণা দেবী
মনোমোহিনী	বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়
সৌরভিনী	সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়
জগত্তারিণী	নীলিমা দাস
কাদম্বিনী	গীতা দে
গোলাপসুন্দরী	হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজকুমারী	মেনকা দাস
ক্ষেত্রমণি	কল্পনা মুখোপাধ্যায়
সৌরভিনীর দিদি	প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়